আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩৪ || সোমবার || জ্যৈষ্ঠ ১৪ || ১৪৩০ || জিলক্বদ ০৮ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 34 || May 29 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৩ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

www.banglapatrikausa.com

সিটি কাউন্সিলে পাস হাউজিং ভাউচার

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক মেয়র এরিক অ্যাডামসের অমত থাকলেও সিটি কাউন্সিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ করিয়ে নিলো হাউজিং ভাউচার বর্ধিতকরণ প্রস্তাব। এতে নিউইয়র্কের গৃহহীন **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি আকস্মিক ‘সুনামি’ বাংলাদেশে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন নীতির আওতায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বাংলাদেশীদের ভিসা দেবে না দেশটি। গত ২৪ মে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দেন। কেউ কেউ বলছেন এই ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর এক আকস্মিক সুনামির মতো আঘাত হেনেছে। সব মহলে আলোচনা এই একই বিষয়ে। সংবাদপত্রের শিরোনাম,**(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

তৃতীয় মেয়াদে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত এরদোয়ান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট পদে টানা তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছেন রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। রোববার দেশটিতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোটে বিজয়ী হয়েছেন তিনি। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, ৯৭ শতাংশ ভোট গণনা শেষ হয়েছে। তাতে এরদোয়ান পেয়েছেন ৫২ দশমিক ১ শতাংশ ভোট। আর প্রধান বিরোধী জোটের প্রার্থী কেমাল কিলিচদারওলু পেয়েছেন ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট। এতে এরদোয়ান বেসরকারি প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কাতারের আমির **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

ক্ষমতার অপব্যবহার এনওয়াপিডি’র প্রধান বিপাকে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিপাকে পড়েছেন নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের প্রধান। ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। জেফরি ম্যাডরে পুলিশ বিভাগের পোশাকধারী সর্বোচ্চ পদে আসীন। **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

ট্রেন-বাসের ভাড়া আরও বাড়বে!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে বাস ও ট্রেনের ভাড়া আবারও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেট্রো ট্রানজিট অথরিটি বলছে তারা এরই মধ্যে ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব ফাইন্যান্স কমিটিতে জমা দিয়েছে। এমটিএ একটা বড় অংকের বাজেট ঘাটতিতে থাকে। এর অন্যতম

কারণই হচ্ছে একটি বড় অংশ বাস ট্রেনে ভাড়া পরিশোধ না করেই ভ্রমণ করে। এমটিএ’র একটি সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে ২০২২ সালে ৬৯০ মিলিয়ন ডলার ভাড়া আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে নিউ**(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

প্রথম নারী হিসেবে ওয়েস্ট পয়েন্টে সমাবর্তন বক্তৃতা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস প্রথম কোনো নারী হিসেবে ইউএস মিলিটারি একাডেমির কমেন্সমেন্ট স্পিচ (সমাবর্তন বক্তৃতা) দিলেন। গত**(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

নিউ মেক্সিকো রাজ্যে গুলিতে নিহত ৩

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যে শনিবার (২৭ মে) মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় গুলিতে তিনজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, মেমোরিয়াল ডে উপলক্ষে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915
info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
Bookkeeping - Business Formation
Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokerage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

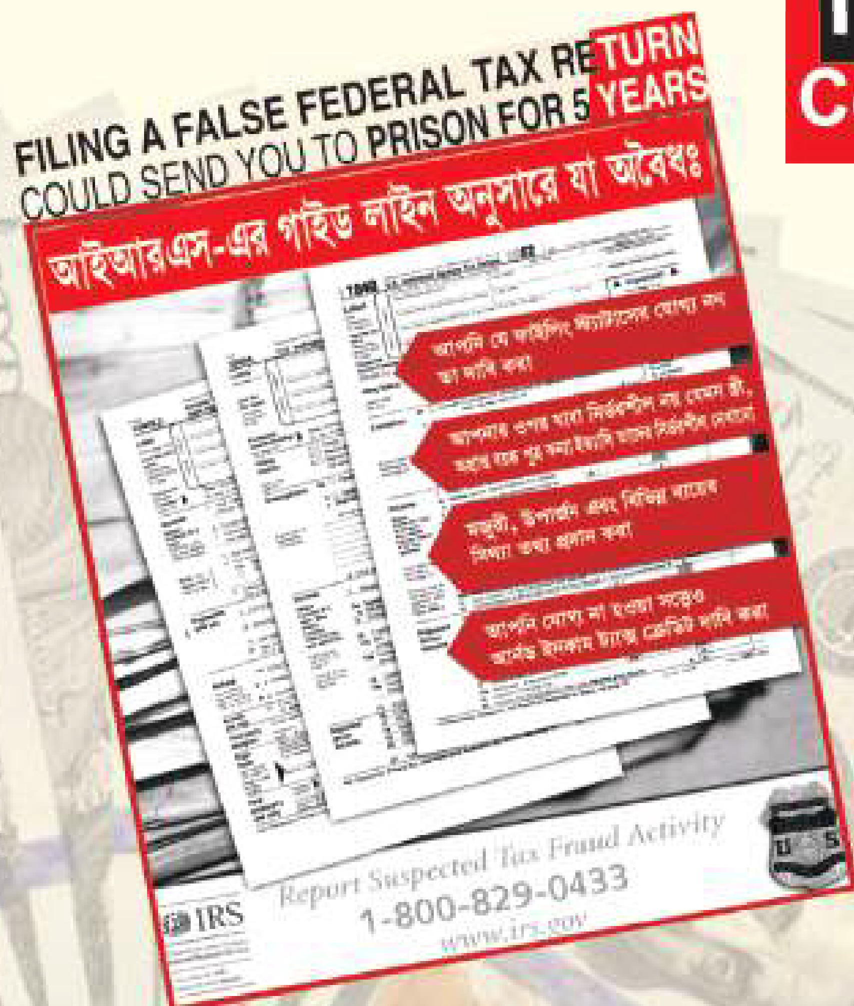

Steven M. Levy, CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 29 // 2023

অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের চাপে পদ ছাড়তে চান নিউইয়র্কের প্রধান গৃহায়ন কর্মকর্তা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সঙ্কট দ্বিমুখী। একদিকে হাজার হাজার অ্যাসাইলাম প্রার্থী এসে ভীর করেছে নিউইয়র্কে। আর সে কারণে সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নগরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা। এই সঙ্কট মোকাবেলা করতে নগরের বিভিন্ন দফতরের কর্তা ব্যক্তিরা রীতিমতো জেরবার। তবে সবচেয়ে বড় চাপ এসে পড়েছে নগরের প্রধান গৃহায়ন কর্মকর্তার ওপর। জার জের ধরে এখন তিনি বলছেন, তার পক্ষে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে তিনি পদত্যাগ করছেন। গত ২৪ মে বুধবার এই ঘোষণা দিয়েছেন দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা জেসিকা কার্টস। নগরে একটি বিপুল সংখ্যক গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষে মেয়র এরিক অ্যাডামস এই পদটি সৃষ্টি করেন এবং ২০২২ সালের জানুয়ারী মাসে জেসিকা কার্টসকে এই দায়িত্ব দেন। কিন্তু এখন আর সে দায়িত্ব পালনে অপারগতার কথাই জানালেন। নগরের চলমান সঙ্কট দূর করতে মেয়র এরিক অ্যাডামস অবশ্য সব চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। রাইট টু শেল্টার আইনটাই সাময়িক স্থগিত চাইছেন।

কুলাউড়ার সাবেক মেয়র কামাল উদ্দিন জুনেদের সহিদ কুলাউড়াবাসীর মতবিনিময়

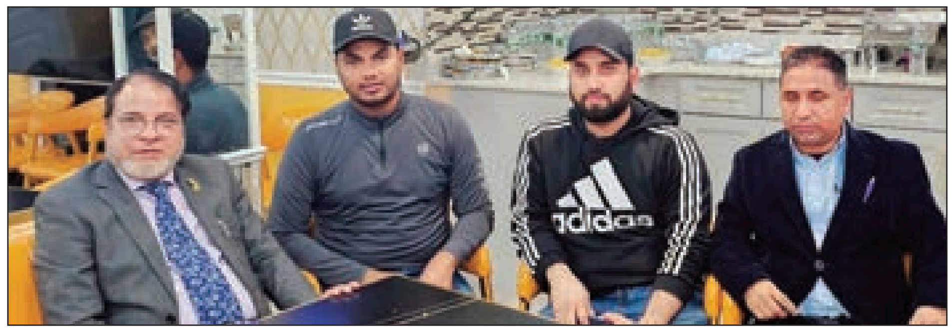

অনুষ্ঠানটি আহ্বায়ক আবুল কালামের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব শাহ আলাউদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, ভাটেরা কলেজের অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ফারুক, মোশাহিদ জে রাশেদ, সাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী, জাবেদ আহমেদ, সুজন আহমেদ মাসুক, ময়নুর রহমান সুহেব ছিলেন সহ অনেকেই।

বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটারন্স'র আলোচনা সভায়

সকল দূতাবাস ও মিশনে মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার প্রতিষ্ঠার দাবি

বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন ভূঁইয়া স্মরণে দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটার‌্যান্স ১৯৭১, ইউএসএ আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন ভূঁইয়ার দোয়া মাহফিল ও আলাচনা সভায় সকল দূতাবাস ও জাতিসংঘস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়েছে। সভায় বক্তারা বলেন, সঙ্গত কারণেই মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কমে আসছে। আজো যেসকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে রয়েছেন তারা গাজী হলেও তাদের মধ্যে অনেকেই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়। প্রবাসে অনেক মুক্তিযোদ্ধ রয়েছেন তাদের মধ্যেও অনেকেই নানাভাবে অবহেলিত আর আর্থিক সঙ্কটে রয়েছেন। প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধারা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী বা নাগরিক হিসেবে যে সুবিধা পান তাও পর্যাপ্ত নয়। তাই বাংলাদেশ সরকার দেশ ও প্রবাসের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে এটাই কাম্য। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ একটি পার্টি হলে গত শনিবার (২০ মে) সন্ধ্যায় আয়োজিত উক্ত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ডেপুটি কনসাল এস এম নাজমুল হাসান ও মুলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ মকবুল তালুকদার। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটার‌্যান্স ১৯৭১ ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন আবুল কাশেম।

অতিথিবৃন্দ ছাড়াও সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান ও জয়নাল আবেদীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে ড. আব্দুল বাতেন, শরাফ সরকার, খোরশেদ আনোয়ার বাবুল ও মনির হোসেন মনির, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা সোলায়মান আলী, কামারুল ইসলাম হীরা, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট বদরুজ্জামান খান, আহসান কিবরিয়া অনু, শাহাদত হোসেন, আহনাফ আলম, কামাল উদ্দীন, আলী হোসেন কিবরিয়া, নুরুল ইসলাম, স্বীকৃতি বড়ুয়া, সালেহা ইসলাম, এডভোকেট রুবাইয়া রহমান, জয়নাল আবেদীন জয় প্রমুখ। এছাড়াও কবিতা পাঠ করেন কবি হাসান আল আব্দুল্লাহ।

সভার দাবীর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্মানে যা করার দরকার আমরা তা করতে প্রস্তুত আছি এবং আমাদের সাধ্যমত যা করার তাই করবো।

সভায় বক্তারা দূর্বৃত্তের হামলায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমীন ভূইয়ার বিদহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার পরিবারের পাশে থাকার প্রত্যয় ও তাঁর উপর হামলার বিচার দাবী করেন। বক্তারা বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার সরকারকে বারবার ক্ষমতায় রাখা দরকার। কেননা, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল। বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এলে মুক্তিযোদ্ধারা দেশে থাকতে পারবে না। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করবে। বক্তারা আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে আবারও নির্বাচিত করতে প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সহিংসতা নয়
ইতিবাচক রাজনীতি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কাম্য

কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিএনপির কর্মসূচিতে হামলার ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। বিএনপি নেতারা বলছেন, হামলা-মামলা করে সরকার এভাবেই টিকে থাকতে চায়। অপরদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতাদের দাবি, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে।

তবে মামলা, হামলা আর সংঘর্ষের মধ্যেই সরকারবিরোধী আন্দোলন আরও তীব্র করতে চাচ্ছে বিএনপি। ফলে নানা স্থানে ঘটছে সংঘর্ষ এবং হতাহতের ঘটনা। রাজনৈতিক নেতারা হয়তো মনে করছেন, এই সাংঘর্ষিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নামানো যাবে। কিন্তু এর ফলে হতাহতের ঘটনা যেমন ঘটে, তেমনই জনমনে আতঙ্ক বৃদ্ধিসহ সামাজিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত হয়, যা কোনোমতেই কাম্য নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের ব্যাপারে যে নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে, সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বাংলাদেশীদের যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দেবে না। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন বা বিরোধী, যে দলের নেতাকর্মীই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে, তাদের এবং তাদের পরিবারের ওপর এ নীতি কার্যকর হবে। এমনকি এই নীতির মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা তো গেল নির্বাচন প্রক্রিয়া। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে দেশে এবং আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে।

প্রায় প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশে সহিংস ঘটনার খবর সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে। সবশেষ শুক্রবার কেরানীগঞ্জের জিনজিরা এলাকায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বিএনপির ঢাকা জেলা সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরীসহ দুপক্ষের অন্তত ৩০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এছাড়া এদিন খাগড়াছড়িতে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমানের গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আবার একই রাতে গাজীপুর সিটি নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় টঙ্গীতে দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হওয়ার খবর প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা দেখছি, জাতীয় নির্বাচনের ক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে, ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের মধ্যে আক্রমণাত্মক বক্তব্য তত বাড়ছে, যা জনমনে উৎকণ্ঠার জন্ম দিচ্ছে। আমরা আশা করব, রাজনৈতিক দলগুলো নেতিবাচক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবে।

ডলার কি আধিপত্য হারাচ্ছে

॥ ড. মো: মিজানুর রহমান ॥

বহু বছর ধরে, বিশ্বের অনেক দেশ ডলারকে ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। এই নিষেধাজ্ঞার হাতিয়ারের সফল প্রয়োগ যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে প্ররোচিত করেছিল। এ ছাড়াও ডলার লেনদেনে আমেরিকান ব্যাংকিং সেক্টরের একচ্ছত্র এখতিয়ার থাকায় অনেক দেশে বছরের পর বছর ধরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের রাশিয়ার ওপর সার্বিক নিষেধাজ্ঞা এবং রাশিয়ার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আটকিয়ে দেয়ায় ডলারের আধিপত্যকে দুর্বল করার জন্য ডি-ডলারাইজেশন ক্যাম্পেইন (ডিডিসি) প্রচেষ্টার পুনরুত্থান শুরু হয়েছে আগের চেয়ে আরো বেশি ক্ষোভের সাথে।

অতীতে বিক্ষিপ্তভাবে ইউরো, ইউয়ান ও রুবলের দ্বারা ডি-ডলারাইজেশন ক্যাম্পেইনের ঝাঁকুনি দেয়া সত্ত্বেও ডলার তার বিশ্বব্যাপী আধিপত্যকে ধরে রাখতে পেরেছে। ইউরোর আবির্ভাব হয় ১৯৯৯ সালে। ইউরোজোনের ২০টি দেশ নিয়ে গঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি একক মুদ্রা, দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছরের প্রবল যুদ্ধের পর ডলারাইজড গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সির (জিআরসি) ২০ শতাংশ শেয়ার লাভ করতে পেরেছে। চীনের ইউয়ান, কয়েক দশক ধরে ডলারের বিরুদ্ধে অবিরাম বিতর্কিত প্রচারণার পরে, ইয়েন (৫.২ শতাংশ) এবং পাউন্ড স্টার্লিং (৪.৯ শতাংশ) এবং জিআরসি মাত্র ৩ শতাংশ শেয়ার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোর অপ্রতুল সাফল্যের কথা উল্লেখ করে, নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ রবার্ট মুন্ডেল তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে, ইউরোজোনের দেশগুলোর একটি সমন্বিত সাধারণ মুদ্রাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তাদের একই ধরনের ব্যবসায় চক্র, বিরোধহীন শ্রমব্যবস্থা ও পুঁজির গতিশীলতা এবং ঝুঁকি শেয়ার করার মেকানিজম থাকতে হবে।

গত ক'বছর ধরে ডলার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ডি-ডলারাইজেশন ক্যাম্পেইন (ডিডিসি) শুরু হয়েছে নতুন উদ্যমে, ব্রিকসের (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত রূপ) নেতৃত্বে। প্রশ্ন হলো- ব্রিকসের মাধ্যমে ডিডিসি প্রচেষ্টা কতটা সম্ভব এবং কত দ্রুত সফল হবে? তবে বিগত দিনের ডলার পতন আন্দোলনের ইতিহাসের ভিত্তিতে বলা যায়, ডলারের আধিপত্য এত তাড়াতাড়ি এবং এত সহজে পতন ঘটানো সহজ নাও হতে পারে। কারণ প্রথমত, ব্রিকস হলো এমন কিছু দেশের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা যার দেশগুলোর পরস্পরের সাথে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। দেশগুলো যেন মুক্তবাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদ, মিশ্র অর্থনীতি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে গণতন্ত্রী ও স্বৈরচারী কিছু দেশের একটি ককটেল। এই দেশগুলোর বেশির ভাগ তাদের নিজেদের মধ্যে যতটা না ব্যবসায় করে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবসায় করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের সাথে। চীন ও ভারতের বর্ডার নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চিরস্থায়ী এবং বর্তমানে তা বহুগুণে বাড়ছে। রাশিয়া অর্থনৈতিক ও আর্থিকভাবে স্ব-ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্রাজিল এক দশক পিছিয়ে পড়েছে; দক্ষিণ আফ্রিকা করোনা মহামারীর আগেও মন্দার খাদে আটকে গিয়েছিল। এ ছাড়াও ডলারাইজড গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সি (জিআরসি) হিসেবে কাজ করার জন্য যথেষ্ট কার্যকর মুদ্রা তৈরি করার জন্য ব্রিকস দেশগুলোতে প্রয়োজনীয় স্তরের আস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। এমনকি চীনের রয়েছে অনেক ঘাটতি, যেমন- তাদের অর্থনীতি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত এবং মার্কিন ডলারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো মুক্ত, লিক্যুইড ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত পুঁজিবাজার নেই।

এ ছাড়াও চীনের ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপির বিপরীতে আমেরিকান অর্থনীতি প্রায় ২৫ ট্রিলিয়ন ডলারের, যা সর্ববৃহৎ অর্থনীতি, সবচেয়ে নমনীয় এবং ডলারের পূর্ব প্রাধান্যপূর্ণ অবস্থার কারণে সৃষ্ট বৃহৎ বাণিজ্য ঘাটতি সমন্বয়ের জন্য যথেষ্ট উন্মুক্ত। এ ছাড়াও আইনের শাসন, কার্যকর ভারসাম্য এবং মুক্ত মিডিয়াসহ সবচেয়ে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অর্থনীতি এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বৃহত্তম আর্থিক বাজার হিসেবে নিজেকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ ডলারে হয় এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক ঋণ সিকিউরিটিগুলোর প্রায় সমান শতাংশ ডলারে সংরক্ষিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে মুদ্রার লেনদেন মোট লেনদেনের প্রায় ৯০ শতাংশে ডলারে হয়। উল্লেখ্য, বিশ্বে প্রায় ১.৭৪ ট্রিলিয়ন ডলারের পেপার সার্কুলেশন রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৪০ থেকে ৭২ শতাংশ সার্কুলেশন আমেরিকার বাইরে।

ডলার বিশ্বের ১৮৫টি মুদ্রার মধ্যে মাত্র একটি। কিন্তু বাকি ১৮৪টি দেশের বেশির ভাগই অভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য নিজেদের মুদ্রা ব্যবহার করলেও ডলারও ব্যবহার করে। ঐতিহাসিকভাবে শীর্ষ রফতানি হিসেবে আমেরিকান বাণিজ্যের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ডলার অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এটি অন্য কোনো পণ্যের মতো বাণিজ্যের ভারসাম্যকে মার্কিন অনুকূলে ঝুঁকিয়ে দেয়। এভাবে ডলার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগ পর্যন্ত সামান্য চ্যালেঞ্জের সাথে রাজত্ব করে আসছে। প্রশ্ন হলো- অন্য কোনো দেশের মুদ্রিত কাগজি মুদ্রাটি অন্য সমস্ত দেশের ভৌত পণ্য এবং পরিষেবাগুলো কিনতে পারার শক্তি রয়েছে? অথবা বিশ্বজুড়ে অন্য দেশ তার পণ্য এবং সেবা ক্রয়ের জন্য আপনার কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করে? উত্তর যদি না হয় তাহলে কেন এত সহজে এবং এত তাড়াতাড়ি ডলার আত্মসমর্পণ করবে?

একটি মুদ্রাকে ডলারাইজড গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সি (জিআরসি) হিসেবে যোগ্যতা অর্জনের জন্য হোল্ডিং দেশকে অবশ্যই চারটি পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন- ক. একটি বৃহৎ ও উন্নত অর্থনীতি থাকতে হবে; খ. স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয় ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ধাক্কা সহ্য করতে সক্ষম হতে হবে; গ. দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে বিশ্বব্যাপী আস্থা থাকতে হবে; ঘ. অবশ্যই তরল ও স্বচ্ছ আর্থিক পুঁজিবাজার থাকতে হবে।

বর্তমানে ইউরো বা ইউয়ান কোনোটি এই চারটি মৌলিক শর্ত সন্তুষ্ট করে না। এমনকি যদি ব্রিকস দেশগুলো জিআরসি চালু করে, তবুও তারা তাদের রিজার্ভ হিসেবে ডলার, এমনকি বাণিজ্য করার জন্য তাদের সম্পদের একটি বড় অংশ ডলারে ধারণ করবে। উল্লেখ্য, ডলার শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মুদ্রা নয়, এটি পাঁচটি মার্কিন অঞ্চল এবং সাতটি সার্বভৌম দেশের সরকারি মুদ্রাও বটে। উপরন্তু এটি অন্য অনেক দেশেরই আধা-সরকারি মুদ্রা যা সাধারণত স্থানীয় মুদ্রা ছাড়াও ডলার গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ- ২০২১ সালে, সারা বিশ্বে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মানুষ সম্মিলিতভাবে ডলারকে তাদের বিনিময়ের সরকারি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করেছিল, যা ছিল ২০ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

এ ছাড়াও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন বিদেশী দেশগুলো অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলা করার জন্য তাদের দেশীয় মুদ্রাকে ডলারে রূপান্তর করে। প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি ক্রমেই একীভূত ও পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। একজন অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেবেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং লেনদেনগুলো আরো দক্ষতার সাথে পরিচালিত করার জন্য এবং ডলারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব কাটানোর জন্য একাধিক কার্যকর এবং স্থিতিশীল রিজার্ভ মুদ্রা থাকতে হবে। যাই হোক, এটি সম্ভব হবে যদি কোনো রিজার্ভ মুদ্রা চারটি পূর্বশর্তের লিটমাস পরীক্ষা পাস করে।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হয়, ডলারকে বিতাড়িত করা এত সহজ না হলেও বিশ্বের বেশির ভাগ দেশই করতে চায়; ইদানীং তার আলামতও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিকল্প ব্যবস্থায় চীন ও ভারত মস্কোর সাথে বাণিজ্য সচল রাখে। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ জ্বালানি বিক্রির ক্ষেত্রে ডলার-নির্ভরতা কমিয়ে আনার ইঙ্গিত দেয়। আরো অনেক দেশ ডলারের পরিবর্তে অন্য দেশের মুদ্রা রিজার্ভ আকারে রাখছে। এসব থেকে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, আগামী দিনে বিশ্ব অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে রিজার্ভের প্রভাব হয়তো আরো কমে আসবে। কতটা কমে আসবে তা এখন স্পষ্ট না হলেও অনেকটাই কমে আসছে তা সত্য। ২০০১ সালে বৈশ্বিক রিজার্ভে ডলারের অংশ ছিল ৭৩ শতাংশ। ২০২১ সালে তা ৫৩ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০২২ সালে তা ছিল ৪৭ শতাংশ। বৈশ্বিক লেনদেনেও ডলারের ভূমিকা দ্রুত কমে আসছে। ফলে ২০২৪ সালের শেষের দিকে ডলারের অংশ ৩০ শতাংশে নেমে আসা (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

মে/ জুন	২৯	৩০	৩১	০১	০২	০৩	০৪
ফজর	৩.৫৩	৩.৫২	৩.৫১	৩.৫০	৩.৪৯	৩.৪৯	৩.৪৮
সূর্যোদয়	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫
জোহর	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪
আসর	৬.০৪	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭
মাগরিব	৮.১৯	৮.১৯	৮.২০	৮.২১	৮.২২	৮.২২	৮.২৩
এশা	৯.৫৪	৯.৫৬	৯.৫৭	৯.৫৮	৯.৫৯	১০.০০	১০.০১

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য রুখতে হবে

॥ ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ॥

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, অবৈধ দখলসহ দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের উদ্যোগ যৌক্তিক। দেশি-বিদেশি সব নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানে সরকার তৎপর। তবুও সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে হাতেগোনা কিছু দুর্বৃত্তের হীন কৌশলে অপরাধের মাত্রিকতা, কৌশলগত পরিবর্তন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আবশ্যক।

অতি সম্প্রতি হত্যা-আত্মহত্যা, চুরি-ডাকাতি, দস্যুতা-কিশোর গ্যাংয়র অপরাধ, মাদক ব্যবসা, অস্ত্রের অপব্যবহার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ পুরো সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। গত কয়েক বছরে ক্যাসিনো দুর্নীতি, অসামাজিক কার্যক্রমে অবৈধ আধিপত্য, ক্ষমতার যথেচ্ছাচার, বন ও জলদস্যু, টেন্ডার বাণিজ্যসহ সব অপকর্মে জড়িত ব্যক্তি-গোষ্ঠীর হাজার হাজার কোটি টাকার অনৈতিক উপার্জন এবং বিদেশে অর্থ পাচারের ঘটনা সম্পর্কে দেশবাসীসহ সমগ্র বিশ্ব সম্যক অবহিত রয়েছে।

উল্লেখ্য, অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িতদের অনেকেই আইনের আওতায় এলেও প্রকৃত অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ফলে দেশে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসের বিপরীতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২৪ জানুয়ারী গণমাধ্যমে প্রকাশিত ঢাকা মহানগর পুলিশের মামলার উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাজধানীতে ২০২২ সালে বিভিন্ন অপরাধে মামলা হয়েছে ২৮ হাজার ৭৪৯টি, যা আগের বছরের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। ২০২১ সালের ৫০ হাজার অপরাধী গ্রেফতারের বিপরীতে ২০২২ সালে গ্রেফতার হয়েছে ৬১ হাজার ৪৯৪ জন। ২০২২ সালে খুন হয়েছে ১৭৩ জন।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে অপরাধপ্রবণতায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর আধিক্যও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অপরাধ চক্রে নারী অপরাধীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সাধারণ নারীর পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সেলিব্রেটি নারী অপরাধীর সংখ্যাও। গত দুই-তিন বছর যাবৎ দেশের শোবিজ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিত প্রভাবশালী নারীদের অপরাধপ্রবণতার সংবাদ গণমাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে। অধিকাংশ নারী অপরাধী এখনো দৃশ্যপটের আড়ালে রয়ে গেছে বলেই বিভিন্ন সূত্রের দাবি।

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মতে, শোবিজে পরিচিতদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই কিছু মানুষ আকৃষ্ট হন এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চান। আর এটিকেই পুঁজি করে কেউ কেউ অপরাধ চক্রে জড়িয়ে পড়েন। তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, ছলচাতুরী, অভিনয়শৈলী, দুর্নীতি ও অনৈতিক আর্থিক সংশ্লিষ্টতায় সাইবার ক্রাইমসহ গুরুতর অপরাধের নানামুখী অভিযোগ রয়েছে। লবিং-তদবির বাণিজ্যে সিদ্ধহস্ত স্বল্পসংখ্যক কদর্য চরিত্রের নারীর নানা অপকৌশলে সর্বত্রই ম্যানেজ অপসংস্কৃতিতে সমাজ আক্রান্ত।

এসব অপকর্মের দায়ভার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পড়ছে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের ওপর। যদিও এদের বড় অংশ নানাভাবে সরকারের সুবিধাভোগী হয়ে অদৃশ্য যোগসাজশে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত বলে গুঞ্জন রয়েছে।

গত ৬ জানুয়ারী গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যমতে, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাস করছে প্রায় ১৫ হাজার বিদেশি নাগরিক। এদের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার বিদেশির বিরুদ্ধে নানামুখী অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সংবাদ বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। পরবর্তীকালে জামিন নিয়ে অনেকেই পুনরায় অপরাধকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, এসব বিদেশি বাংলাদেশে এসেই পাসপোর্ট নষ্ট করে ফেলে। ঢাকায় ওইসব দেশের দূতাবাস না থাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে তাদের সহায়তা করা সম্ভব হয় না। এ সুযোগের অপব্যবহার করে ওইসব দেশের অপরাধী বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করে অপরাধমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ফেসবুকে উপহার পাঠানোর নামে প্রতারণা, হেরোইন-কোকেনসহ অপ্রচলিত মাদকের কারবার, ব্যাংকের এটিএম বুথ-ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, জাল ডলার-অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা, সোনা চোরাচালান, অনলাইন ক্যাসিনো এবং মানব পাচারে জড়িত থাকার অপরাধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গত তিন বছরে দুই শতাধিক বিদেশী অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে।

নাইজেরিয়া, ঘানা, সেনেগাল, ক্যামেরুন, লাইবেরিয়া, কেনিয়া, চাঁদসহ আফ্রিকার ১০টি দেশের ৫ হাজার নাগরিক এদেশে অবৈধভাবে বসবাস করে ভয়ংকর প্রতারণামূলক কর্মকান্ড চালাচ্ছে। এ ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন ও তাইওয়ানের কয়েক হাজার অবৈধ নাগরিকের বিরুদ্ধেও আছে একই ধরনের অপরাধে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর অপরাধ তদন্ত বিভাগের কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, গ্রেফতারকৃত আফ্রিকানদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না বলে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে বা চার্জশিট দিতে গিয়েও নানা ঝামেলা পোহাতে হয়।

> **সাম্প্রতিক সময়ে দেশে অপরাধপ্রবণতায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর আধিক্যও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অপরাধ চক্রে নারী অপরাধীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সাধারণ নারীর পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সেলিব্রেটি নারী অপরাধীর সংখ্যাও। গত দুই-তিন বছর যাবৎ দেশের শোবিজ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিত প্রভাবশালী নারীদের অপরাধপ্রবণতার সংবাদ গণমাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে। অধিকাংশ নারী অপরাধী এখনো দৃশ্যপটের আড়ালে রয়ে গেছে বলেই বিভিন্ন সূত্রের দাবি।**

দেশে সাইবার অপরাধীরা অত্যন্ত শক্তিশালী। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য চুরি-বিকৃতি, মানি লন্ডারিং, জালিয়াতি, ব্ল্যাকমেইল ইত্যাদি কর্মকান্ডকে সাধারণত সাইবার অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংঘটিত সব ধরনের অপরাধই সাইবার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। সাইবার অপরাধের একবারে প্রথম পর্যায়ে রয়েছে হ্যাকিং।

কম্পিউটার, মোবাইল বা অন্য যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস, সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট বা ই-কমার্স ওয়েবসাইটের তথ্য বা ক্রেডিট কার্ডের নম্বর হ্যাকিংয়ের কারণে প্রতিনিয়ত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ। বিভিন্ন পর্নোসাইটে ভিজিটকারী ব্যক্তির ডিভাইস ক্ষতিকর কম্পিউটার ভাইরাস দিয়ে যে কোনো সময় হ্যাকাররা হ্যাক করে ফেলে। মাদক থেকে শুরু করে নারী-শিশু পাচার সবই এখন ইন্টারনেট প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী মাদক ব্যবসায়ীরা অতি গোপনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করে যাচ্ছে। গত ২০ মে গণমাধ্যমে প্রকাশিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের 'বাংলাদেশ সাইবার অপরাধপ্রবণতা-২০২৩' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে দেশে অভিনব কৌশলে সংঘটিত নিত্যনতুন সাইবার অপরাধের মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যা প্রচলিত বিভিন্ন অপরাধের ধরন থেকে ব্যতিক্রম। ওই প্রতিবেদনে এগুলোকে 'অন্যান্য' হিসাবে উল্লেখ্য করা হয়েছে। ২০২২ সালের প্রতিবেদনে অন্যান্য ক্যাটাগরিতে ১ দশমিক ৮১ শতাংশ অপরাধের বিপরীতে ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে এটি ২৮১ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেড়ে ৬ দশমিক ৯১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

দেশবাসী অবগত আছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের উপসর্গ হিসাবে দেখা দিয়েছে কিশোর অপরাধ বা কিশোর গ্যাং অপসংস্কৃতি। দেশের নগর-শহর, জেলা-উপজেলাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ অপসংস্কৃতির বিস্তার ইতোমধ্যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন, গবেষণার ফলাফল ও জনশ্রুতি অনুসারে পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, অপরাজনীতির কদর্য প্রভাব বা আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা, অনৈতিক-অবৈধ পন্থায় বিভিন্ন দল-প্রতিষ্ঠানে অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিদের পদ-পদায়ন এবং জঙ্গি-সন্ত্রাসী-মাদকসেবী-দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের প্রভাবে কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্তের সন্তানদের অনেকেই অবলীলায় এ অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ছে। একদিকে রাতারাতি বা স্বল্প সময়ের মধ্যে অনৈতিক প্রাচুর্যের ঊর্ধ্বগতি, অন্যদিকে প্রত্যাশার তুলনায় প্রাপ্তির ব্যাপক দূরত্বের সাংঘর্ষিক মিথস্ক্রিয়া এ অপসংস্কৃতিকে প্রগাঢ় করছে।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা থেকে শুরু করে নিম্নতম পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মেধা-সততা-নৈতিকতা-দেশপ্রেমশূন্য অযোগ্য-অপদার্থ ব্যক্তিদের কথিত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পদ-পদবি-পদক দখলের ঘৃণ্য দৃশ্যপট সচেতন মহলকে হতবাক করছে। কিন্তু অজানা কারণে মহলবিশেষ এসব আমলে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করছে না। এদের বিত্ত-বৈভবের উন্মত্ততায় কোমলমতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা যারপরনাই শঙ্কিত।

এর ফলে সমাজে আদর্শ ও মূল্যবোধের অনুশীলন নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা অবুঝ কিশোর-কিশোরীদের প্রভাবিত করছে। গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়, ঢাকা শহরে ৮০টি কিশোর গ্যাং রয়েছে, যাদের সদস্য সংখ্যা তিন শতাধিক। ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত রাজধানীতে কিশোর অপরাধসংশ্লিষ্ট মামলা হয়েছে ৪৬টি। চট্টগ্রামে ১৬টি থানা এলাকায় বিভিন্ন নামে গড়ে উঠেছে প্রায় অর্ধশতাধিক কিশোর গ্যাং। বর্তমান সময়ে দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-নেতার ছত্রছায়ায় অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থের বদৌলতে এসব গ্রুপের সদস্যরা চরম বেপরোয়া আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। গত ৮ মে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে সংঘটিত জোড়া খুনের ঘটনায়ও এর দৃষ্টান্ত মেলে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সামরিক-বেসামরিক বিভিন্ন শাখা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের কর্মকান্ড পরিচালিত করলেও গুটিকয়েক অর্থলিপ্সু কর্মকর্তার হীন স্বার্থে শতভাগ সফলতা অর্জিত হচ্ছে না। গত ৩ মে কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পুলিশের মহাপরিদর্শক বলেছেন, 'অপরাধ যে বা যারাই করুক না কেন, তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। অপরাধী যেই হোক তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলার স্বাভাবিক গতি কেউ ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

চলতি বছরের ৯ মার্চ র‌্যাবের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত দরবারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিশোর গ্যাং দমনে র‌্যাবের ভূয়সী প্রশংসা করে কিশোর গ্যাং সংস্কৃতি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বাবা-মাকে সবচেয়ে বড় দায়িত্ববান হওয়ার আহ্বান জানান। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এসব নির্দেশনা আশাব্যঞ্জক। এর বাস্তবায়ন জরুরি। সন্ত্রাসী ও অরাজক সৃষ্টিকারীদের প্ররোচনা-অর্থ-মদদদাতাদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে দেশ কঠিন সংকটে নিপতিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে বলে বিজ্ঞজনের ধারণা।

লেখক: শিক্ষাবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ হাসিনাই বারবার টার্গেটে কেন?

॥ শ ম রেজাউল করিম ॥

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালনকারী সরকারপ্রধান। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী এ ব্যক্তিত্ব একটানা তিন মেয়াদসহ মোট চতুর্থ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। একই সঙ্গে তিনি উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল শক্তি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্ণধার। বর্তমানে তিনি অন্যতম একজন বিশ্বনেতাও বটে।

সম্প্রতি রাজশাহী মহানগর বিএনপি নেতা আবু সাঈদ চাঁদ শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেওয়া ধৃষ্টতাপূর্ণ, শিষ্টাচারবহির্ভূত ও কুরুচিকর। হুমকিদাতার বক্তব্য যেমন নিন্দনীয়, তেমনি এরকম নেতার পৃষ্ঠপোষক দল বিএনপিও অবশ্যই বর্জনীয়। বিএনপি নেতার এ বক্তব্য থেকে এটি বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, বিএনপি অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলের যে দুরভিসন্ধি করছে, তারা এক্ষেত্রে একমাত্র বাধা মনে করে বঙ্গবন্ধুকন্যাকে।

যে দলটির জন্ম অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী একজন সামরিক শাসকের উর্দির পকেট থেকে, যে দলটি স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে পুনর্বাসন করেছিল, যে দলের প্রতিষ্ঠাতা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করে জাতির ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল, সে দলের নেতার কাছ থেকে এরকম রাজনৈতিক শিষ্টাচারহীন বক্তব্য ব্যতীত ভালো কিছু আশা করা যায় না। বিএনপি অবৈধ পন্থায়, অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রে তাদের আস্থা নেই। দলটির রাজনৈতিক ইতিহাসও তাই বলে। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদে সারা দেশ এখন উত্তাল।

সাধারণ মানুষের নিন্দা আর ঘৃণা আবারও প্রমাণ করছে, বিএনপির প্রতি গণমাণুষের কোনো আস্থা নেই। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিএনপি নেতার এ ধরনের গর্হিত বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির ঘটনায় সম্প্রতি নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স প্রধান শন জে. ম্যাকিনটোশ বলেছেন, 'মার্কিন দূতাবাস যে কোনো ধরনের উত্তেজক ভাষা, ভীতি প্রদর্শন বা সহিংসতার হুমকির নিন্দা জানাচ্ছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'সহিংসতা উসকে দেওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দৃঢ়।'

বিশ্বনেতারা যখন শেখ হাসিনার যুগান্তকারী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা যখন দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন, তখনই বিএনপি ও তার দোসর রাজনৈতিক দলগুলোর গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। তাই তারা আবার নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিএনপি নেতার এ বক্তব্য মূলত তারই বহিঃপ্রকাশ। রাজনীতিতে পরাস্ত হয়ে দেশে-বিদেশে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রলাপ বকছে দলটির অধিকাংশ নেতাকর্মী।

কখনো ২৭ দফা, কখনো ১০ দফা আর কখনো ১ দফার নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টার তারা লিপ্ত। এসব দফা অবৈধ, অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দেশকে আবার জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত করার অপকৌশল মাত্র। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে দেশের মানুষকে অন্ধকারে নিপতিত করাই যার চূড়ান্ত পরিণতি।

শেখ হাসিনাই কেন বারবার ষড়যন্ত্রকারীদের টার্গেট? ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যার পর দীর্ঘ ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে ১৯৮১ সালে দেশের মানুষের আলোর দিশারী হয়ে পিতা-মাতা, ভাই, আত্মীয়-পরিজনহারা শোকে বিহ্বল বঙ্গবন্ধুকন্যা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যে ঘাতক বুলেট পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ জাতির পিতাকে কেড়ে নিয়েছিল, সেই বুলেটই জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনার পিছু নেয় দেশের মাটিতে পা রাখার পর থেকেই।

অন্তত ২০ বার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল শেখ হাসিনাকে। তার ওপর প্রথম আক্রমণ হয় ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি। ওই দিন চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের খুব কাছে আট দলীয় জোটের মিছিলে শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে পুলিশ ও বিডিআর গুলি ছোড়ে। পরের বছর ১৯৮৯ সালের ১১ আগস্ট বাড়িতে থাকা অবস্থায় বুলেট-গ্রেনেড ছোড়া হয় ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে।

১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের উপনির্বাচনে ভোট দেওয়ার পর কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে রাজধানীর গ্রিন রোডে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমাবর্ষণ করে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীদের গুলি তার গাড়িতে লাগলেও অল্পের জন্য বেঁচে যান তিনি। ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরদী ও নাটোর রেলস্টেশনে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়ে তার ওপর হামলা করা হয়। ১৯৯৫ সালের ৭ ডিসেম্বর রাজধানীর রাসেল স্কয়ারে এবং ১৯৯৬ সালের ৭ মার্চ একই কায়দায় তার ওপর হামলা চালানো হয় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে।

নিজ নির্বাচনি এলাকা গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ২০০০ সালের ২০ জুলাই ভয়াবহ হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছিলেন তিনি। জনসভাস্থলের অদূরে ও হ্যালিপ্যাডে ৮৪ কেজি ও ৭৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল জঙ্গিগোষ্ঠী হরকাতুল জিহাদ। পরের বছর ২০০১ সালের ২৯ মে খুলনার রূপসা সেতুর নির্মাণকাজ উদ্বোধনস্থলে বোমা পুঁতে রাখা হয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে। ওই বছরই ২৫ সেপ্টেম্বর নির্বাচনি প্রচারে সিলেটে গেলে আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে জনসভার মঞ্চের পাশেই ঘটে বোমা হামলা।

২০০২ সালের ৪ মার্চ নওগাঁয় বিএমসি সরকারি মহিলা কলেজের সামনে তার গাড়িবহরে হামলা চালানো হয়। একই বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর বিএনপি-জামায়াত নেতাকর্মীরা সাতক্ষীরার কলারোয়ার রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলা চালায়। ২০০৪ সালের ২ এপ্রিল বরিশালের গৌরনদীতে শেখ হাসিনার গাড়িবহরে গুলিবর্ষণ করে বিএনপি-জামায়াতের ঘাতকচক্র। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট তৎকালীন সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশস্থলে নারকীয় ও ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার ইতিহাস সবার জানা।

সেদিন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তৎকালীন বিরোধীদলীয় প্রধান শেখ হাসিনা। যে হামলায় প্রাণ হারান আওয়ামী লীগের ২৪ নেতাকর্মী। ২০১১ সালে শ্রীলংকার একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্র সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করেছিল শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য। ২০১৪ সালের শেষদিকে প্রশিক্ষিত নারী জঙ্গিদের মাধ্যমে মানববোমায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়।

২০১৫ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার পথে কারওরান বাজারে তার গাড়িবহরে বোমা হামলা চালানোর চেষ্টা চালায় জঙ্গি সংগঠন জেএমবি। ২০১৬ সালের জুনে বঙ্গবন্ধুকন্যাকে বহনকারী বিমান হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের রানওয়েতে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি থাকায় নামতে গিয়ে আবার ওপরে উঠে যায়। ধারণা করা হয়েছিল, ওই বস্তুর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত তাকে বহনকারী বিমান। এরপর ২০১৬ সালের ২৭ নভেম্বর সরকারি সফরে হাঙ্গেরি যাওয়ার পথে বিমানের নাট ঢিল করে রাখা হয়েছিল, তাকে হত্যার পরিকল্পনায়। সবশেষ ২০১৭ সালেও শোকের মাস আগস্টে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল জঙ্গিরা। বারবার বর্বরোচিত হামলা-হত্যাচেষ্টা এবং দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের ব্যূহ ভেদ করে শেখ হাসিনা তলাবিহীন ঝুড়ি আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সিম্বলিক দেশ হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশকে নিয়ে এসেছেন সমৃদ্ধির পথে। আজ বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে এসব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে দৃঢ়ভাবে। ইস্পাতকঠিন ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, শেখ হাসিনাই বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ আশ্রয়স্থল। দেশ ও জাতির স্বার্থে তাকে বড় বেশি প্রয়োজন। তিনি ভালো থাকলে, নিরাপদ থাকলে, বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকবে।

লেখক: এমপি; মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

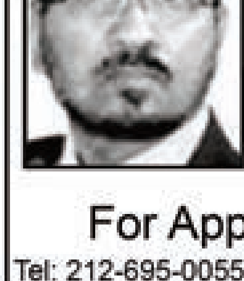

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভেনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক লিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

রাজনীতির হম্বিতম্বি যুদ্ধক্ষেত্রের বাকযুদ্ধ

॥গোলাম মাওলা রনি ॥

রাজনীতির ময়দানে সব কিছু জায়েজ আর যুদ্ধের ময়দানে সব কিছু হালাল এমনতর প্রবাদবাক্য আমরা কমবেশি সবাই জানি। রাজনীতি এবং যুদ্ধ ঠিক কবে শুরু হয়েছিল তা মহাকালে সুনির্দিষ্ট করে লেখা না থাকলেও আমরা ইতিহাস-শিল্প-সাহিত্য থেকে জানতে পারি যে, আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ ছোট-বড় বহু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরে বড় বড় রাজা-মহারাজারা যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন তার ফলে আমরা পৃথিবীর আদি সম্রাটদের যে তালিকা পাই তাদের মধ্যে সম্রাট সারগন, শি হুয়ান টি, সাইরাস, দারায়ুস প্রমুখের নাম জানতে পারি। পরবর্তীকালে আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার এবং কনস্টানটাইনের নামও সম্রাট হিসেবে ইতিহাসে লিখিত রয়েছে।

রাজনীতি ও যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে যে দিন থেকে মানুষ রাজ্য-রাজা রাজধানী এবং সিংহাসন লাভের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে। এ ক্ষেত্রে রাজনীতির ময়দান এবং যুদ্ধের ময়দানে আদিকাল থেকে আজ অবধি যা কিছু ঘটে চলেছে তা বলতে গেলে কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই চলে আসছে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু পোশাকি পরিবর্তন হয়েছে বটে কিন্তু নৈতিক কলাকৌশল, বাগাড়ম্বর, প্রচার প্রপাগান্ডা ইত্যাদি আদি-অকৃত্রিম এবং অবিকৃত অবস্থাতেই রয়েছে। আর এ কারণেই রাজনীতির কথা এলে আড়াই হাজার বছর আগের সক্রেটিস-এরিস্টটল এবং প্লেটোর নাম যেভাবে আসে একইভাবে যুদ্ধ বলতে সাইরাস-সিজার-হানিবল-আলেকজান্ডারের নামই মানুষ বারবার উচ্চারণ করে। আর যুদ্ধকৌশলের মাস্টার পিস হিসেবে যুদ্ধগুরু যানঝু লিখিত আর্ট অব ওয়ারই সমরবিদদের কাছে গত আড়াই হাজার বছর ধরে বাইবেল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

রাজনীতির ময়দানে মিথ্যাচার-হম্বিতম্বি-হুমকি-ধমকি এবং প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত নাজেহাল কিংবা বেইজ্জতি করার মহাকালের কৌশলের আদি ও অকৃত্রিম ধারার সাথে হাল আমলের প্রযুক্তিগুলো যোগ হয়েছে। অর্থাৎ আগে মাইক ছিল না- এখন আছে, সামাজিকমাধ্যম পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদির ব্যবহারও আদিকালে ছিল না। আর বর্তমানকালের মতো এত জটিল-কুটিল স্বভাবের বিশাল জনগোষ্ঠীও প্রাচীন জমানায় ছিল না। তবে রাজনীতির কথাবার্তা-কৌশল ইত্যাদির ব্যবহার আদিকালে ও বর্তমানকালে হুবহু একই অবস্থায় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাজনীতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি মুহূর্তের মধ্যে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাতে আদি ও অকৃত্রিম রাজনীতির বাতচিতে কোনো গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

রাজনীতির মতো যুদ্ধের যে বিবর্তন হয়েছে সেখানে হাতাহাতি লড়াই থেকে প্রথমে লাঠি-পাথর ইত্যাদির ব্যবহার- তারপর ধাতব অস্ত্র থেকে বারুদ এবং পরবর্তীকালে পরমাণুর ব্যবহার যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। যুদ্ধ মানেই ধ্বংস, যুদ্ধ মানেই সম্পদ ও প্রাণ হরণের প্রতিযোগিতা কিংবা যুদ্ধ মানেই এক পক্ষের জয় আর অপর পক্ষের পরাজয়ের চিরায়ত নির্মম বাস্তবতার সাথে হাজার হাজার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যোগ করেও কোনো গুণগত পরিবর্তন সাধন করা যায়নি।

যুদ্ধ ও রাজনীতি নিয়ে আজকের শিরোনাম ও লম্বা ভূমিকা দেয়ার প্রয়োজন হলো হাল আমলের একটি আলোচিত ও সমালোচিত রাজনৈতিক বক্তৃতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজনে। মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সংক্ষেপে কাহিনীটি বলে নেই। রাজশাহী অঞ্চলের একজন স্থানীয় বিএনপি নেতা একটি রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। তিনি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক পতন কামনা করেন এবং তার রাজনীতির বর্তমান ধারার পরিসমাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে কবর শব্দটি উচ্চারণ করেন।

উল্লিখিত বক্তৃতাটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে এবং শাসক দল আওয়ামী লীগের আঁতে ঘা লাগে। ফলে তারা নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে এবং আলোচিত বক্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তিনি শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। শেষ খবর হলো, বক্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং তিনি জেলে আছেন। রাজশাহী অঞ্চলের বিএন-পির যে নেতা সম্পর্কে এতক্ষণ বললাম তার নাম আবু সাইদ ওরফে চাঁদ। তিনি রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক। জনাব চাঁদ যে বিপদে পড়েছেন ঠিক একই বিপদে পড়েছিলেন বিএনপির জাতীয় নেতা শামসুজ্জামান দুদু এবং মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। তবে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কারণ আওয়ামী ক্রোধ তাদের শেষ পর্যন্ত জেলে ঢোকায়নি। আজকের আলোচনায় আমি জনাব চাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্য কিংবা হুমকি নিয়ে ব্যক্তিগত কোনো মন্তব্য করব না। তবে তিনি যা বলেছেন সেসব কথা রাজনীতির হাজার বছরের ইতিহাসে কত শত কোটিবার যে উচ্চারিত হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এমনকি আবহমান বাংলার ইতিহাসের পরতে পরতে রয়েছে রাজনৈতিক বাতচিতের বহু ঘটনা। যেখানে গণতন্ত্র-সুশাসন-ন্যায়বিচার যত প্রবল সেখানে শাসকের সহনশীলতা তত বেশি থাকে। আর শাসকদের অবৈধ ক্ষমতা লাভ নানান কুকর্ম এবং জনরোষ যত বেশি হয় ততই ক্ষমতার কেন্দ্রে অস্থিরতা অবিশ্বাস সন্দেহ আতঙ্ক ইত্যাদি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে।

আমাদের দেশের ষাটের দশক-সত্তরের দশক-আশির দশক থেকে আজ অবদি বহু রাজনৈতিক হম্বিতম্বি বলে আসছে। আইয়ুব-ইয়াহিয়া-টিক্কা খানদের নিয়ে কার্টুন আঁকা অথবা তাদেরকে গালাগাল খিস্তিখেউরের জন্য যদি কাউকে পাকড়াও করা হতো তবে কিংবদন্তি চিত্রশিল্প পটুয়া কামরুল হাসানের নির্ঘাত ফাঁসি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হতো। বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ৭ মার্চের ভাষণের সেই তোলপাড় করা উক্তি- তোমাদেরকে ভাতে মারব- পানিতে মারব শব্দমালা পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচাররা কিভাবে হজম করেছিল তা হাল আমলের আওয়ামী লীগ নেতাদের ভেবে দেখা উচিত।

পাকিস্তান জমানা বাদ দিয়ে আমরা যদি স্বাধীন বাংলাদেশের বাকশালী আমলের কথা চিন্তা করি তবে মতিয়া চৌধুরীর সেই বিখ্যাত উক্তি চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানানো এবং হাড্ডি দিয়ে ডুগডুগি বাজানোর বাতচিত কিন্তু বাকশালীরা হজম করেছিল। এরশাদ জমানার রাজপথ এবং তার শাসনামলে যে লঙ্কাকান্ড ঘটেছে এবং তা তিনি যত দিন পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে মোকাবেলা করেছেন ঠিক তত দিন পর্যন্ত তার ক্ষমতার মসনদ নিরাপদ ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়লেন অমনি তার পতনের ঘণ্টা বাজা শুরু হয়ে যায়। তিনি যায়যায়দিন বন্ধ করলেন। সম্পাদক শফিক রেহমান প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করলেন। তার বিরুদ্ধে কলাম লেখার জন্য সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করলেন। বিবিসির সংবাদদাতা প্রয়াত আতাউস সামাদ, সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীসহ অনেককেই জেলে পুরলেন। অন্য দিকে তার বিরুদ্ধে কবিতা লেখার জন্য কবিকে জেলে ঢুকিয়ে 'সব শালা কবি হবে, পিঁপড়ে গোঁ ধরেছে উড়বেই, দাঁতাল শুয়োর এসে রাজাসনে বসবেই' কবিতাটিকে বাংলাসাহিত্যে অমরত্বদানের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে ফেলেন।

এরশাদের পতন হয়েছে বহু দিন আগে। তারপর বিএনপি এসেছে, আওয়ামী লীগ এসেছে, তারপর বিএনপি। মাঝে কিছু দিন ১/১১-এর কুখ্যাত কুশীলবদের দলের পর আওয়ামী লীগের ক্ষমতা লাভ আজকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। রাজনীতি ব্যাকরণ পাল্টানোর বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষের রাজনৈতিক বোধবুদ্ধি এবং প্রতিক্রিয়া মহাকালের মতোই প্রবহমান রয়েছে। কেউ চেষ্টা করলেও রাজনীতির চিরায়ত প্রবাহকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে পারবে না। রাজনীতির হম্বিতম্বি-বাতচিত কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রের বাকযুদ্ধ অথবা যুদ্ধ কৌশলের আদি ও আসল রূপ প্রাকৃতিক নিয়মেই চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER

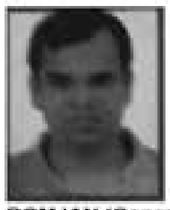

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

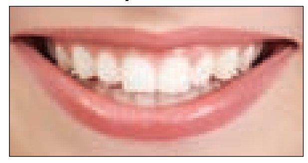

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে এস. বিশ্বাসের প্রশ্নঃ

আমি কয়েক বছর যাবত নিউইয়র্কে বসবাস করছি আমার পরিবার নিয়ে। আমি যে বাসায় থাকি এই বাসাটি ভাড়া বাসা। কিন্তু আমার বাড়িওয়ালা আমাকে বাসার ভাড়া নিয়ে খুব ঝামেলা করে। সে প্রায়ই আমাকে ভাড়া বাড়াবার জন্য তাগাদা দেয়। এ নিয়ে তার সাথে আমার কথাকাটাকাটি হয়। ভাড়া বাড়াতে না পারলে সে আমাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলে। এ ব্যাপারে আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। এখন আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি যদি ভাড়া বেশি না দেই যা বাড়িওয়ালা চায়, তবে আমাকে বাসা ছেড়ে দিতে হবে কিনা? অথবা আইনের মারপ্যাচে পড়তে হবে কিনা? এ ব্যাপারে আমাকে কি ধরনের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতে পারে? আমি আপনার পরামর্শের আশায় রইলাম। আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

এস. বিশ্বাসের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি জানতে চেয়েছেন যে, বাড়ির মালিক ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারে কিনা? ভাড়া না দিলে এবং বাড়ি ভাড়ার সাহায্য নিলে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস কোন প্রভাব ফেলবে কিনা?

নিউইয়র্ক সিটিতে মালিক তার বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারে যে কোন যুক্তিতে যথাযথ নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু এই ধারার কিছু ব্যতিক্রম আছেঃ

বাড়ির লীজ শেষ হওয়ার আগে মালিক ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারে না।

মালিকরা রেন্ট-কনট্রোল্ড এপার্টমেন্টের ভাড়া বাড়াতে পারেন না।

নিউইয়র্কে মালিকেরা বৈষম্য বা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভাড়া বাড়াতে পারেন না।

কোন রেন্ট স্ট্যাবিলাইজড ইউনিটে মালিকেরা লিজ টার্ম শেষে যদি সর্বোচ্চ আইনসিদ্ধভাবে স্থানীয় রেন্ট গাইড লাইন বোর্ডের বেঁধে দেয়া টার্ম শেষ হয়ে যায়-সেক্ষেত্রে ভাড়া বাড়াতে পারেন। সেক্ষেত্রে ১ বছর বা ২ বছরের জন্য লিজ নবায়নের সুযোগ দিতে হবে।

২০২২ সালের জুন মাসে বোর্ড ১ বছরের লিজের ক্ষেত্রে ৩.২৫ এবং ২ বছরের লিজের ক্ষেত্রে ৫ দশমিক ভাড়া ঠিক করে দিয়েছে। এই নিয়ম ২০২২ এর অক্টোবর থেকে ২০২৩ এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সকল লিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, নিউইয়র্কের ল্যান্ডলর্ডরা কতিপয় বৈষম্যমূলক কারণ অথবা প্রতিশোধমূলক কারণে ভাড়া বাড়াতে পারেন না। ল্যান্ডলর্ডরা সাধারণতঃ লিজে নির্ধারিত সময়ের মাঝামাঝি সময়ে ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারেন না।

ল্যান্ডলর্ডের সঙ্গে আপনার ভাড়া অথবা বাড়ি থেকে বের করে দেয়া সংক্রান্ত বিরোধ আপনার গ্রিনকার্ড বা সিটিজেনশীপের আবেদনে কোন প্রভাব পড়বে না। ভাড়াটিয়া হিসেবে আপনি আপনার অধিকার নিয়ে কোন রিয়াল এস্টেট বা ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট কোর্টের এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন। যিনি আপনাকে যথাযথ পরামর্শ দিতে পারেন।

ভিসা বুলেটিনঃ

কুইন্স থেকে কাদের খানের প্রশ্নঃ

গত সপ্তাহে এই বিভাগে জুন মাসের ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে পূর্বের মাসের মতই একই অগ্রাধিকার রয়েছে। এছাড়া আমি যখন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট দেখতে যাই, তখন আমি পরিবার ভিত্তিক ক্যাটাগরির ২টি ভিন্ন চার্ট দেখতে পাই। আর ২টিরই দুটি পৃথক অগ্রাধিকার তারিখ রয়েছে। আমি অনেকটা বিভ্রান্ত এবং জানিনা। যে কোনটি অনুসরণ করতে হবে।

কাদের খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

ভিসা বুলেটিনে দ্বৈত চার্ট ব্যবহারঃ

গত কয়েক বছর ধরে ইউএস স্টেট

ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক (এফবি) এবং চাকরি ভিত্তিক (ইবি) ক্যাটাগরির কাট অফ'র তারিখের পৃথক সেটসহ ২টি চার্ট প্রকাশ করে যাচ্ছে। একটি চার্ট ফাইনাল এ্যাকশন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে (সাধারণত প্রথম চার্টকে চার্ট এ বলা হয়)।

এই চার্টটিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে যখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পওয়া যায়। আর দ্বিতীয় চার্টটি হয় ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে সাক্ষাতকারের জন্য চূড়ান্তভাবে কাগজপত্র ফাইল করার লক্ষ্যে (এই চার্টটিকে সাধারণত চার্ট বি বলা হয়)। প্রকৃত পক্ষে এটাই আসল তারিখ যখন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের বা কনস্যুলারের ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য সকল কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়। সুতরাং ফাইনাল এ্যাকশন চার্টে দেয়া অগ্রাধিকার হচ্ছে আসল তরিখ ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বা গ্রিনকার্ড অনুমোদন করার।

চার্ট বি ভিসা আবেদন ফাইল করার ইঙ্গিত দেয়। ভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আমরা সাধারণতঃ কেবল চার্ট 'এ' অর্থাৎ ফাইনাল এ্যাকশন ডেটস ফর ফ্যামিলি-স্পন্সরড অগ্রাধিকার সেগুলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে প্রতি মাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক এবং চাকরি ভিত্তিক অগ্রাধিকারের উভয় চার্টই প্রকাশ করে থাকে। বিস্তারিত জানতে তাদের ওয়েব সাইট ভিজিট করতে হবে।

জুন ২০২৩ ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জুন ২০২৩ ভিসার বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে ২০২৩ এর জুন মাসের ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ফাইনাল এ্যাকশন ডেট হচ্ছে সেই ডেট যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস যে তারিখে জমা দেয়া আবেদনের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। আর প্রায়োরিটি তারিখ এই তারিখের পূর্বে হতে হবে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস সিটিজেনের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ১৫, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যারাঃ

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের নিচের সন্তানেরাঃ সেপ্টেম্বর ০৮, ২০২০।

বি. (এফ-২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যারা (বয়স ২১ বছর বা তার বেশি) ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যারাঃ ডিসেম্বর ৮, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ত ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনেরাঃ এপ্রিল ০৮, ২০০৭।

বিস্তারিত জানতে এবং কর্মসংস্থান ভিত্তিক এমপ্লয়মেন্ট অগ্রাধিকার সম্পর্কে জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট দেখুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-বাংলাদেশ : একটি সমীক্ষা

॥ কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল হক, পিএসসি (অব:) ॥

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে-পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া নামে। ইন্ডিয়া শুরু থেকেই পরিচালিত হচ্ছে ধর্মপ্রাণ হিন্দু নেতাদের মাধ্যমে তাদের হিন্দুত্ববাদ অনুসরণ করে এবং এখনও ৮৬ বছর যাবত দেশকে টিকিয়ে রেখেছে হিন্দুত্ববাদের নীতি কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে। কাশ্মির, সিকিম ও আরো ১৩টি প্রিন্সলি স্টেট দখলে নিয়েছে। বশে রাখার চেষ্টা করছে আশপাশের সব দেশকে। চীনের মতো শক্তিশালী দেশের সাথে টেক্কা মেরে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রেখেছে সাবলীলভাবে। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইউকে, রাশিয়া সব বিশ্বশক্তি ইন্ডিয়াকে তোয়াজ করে চলে। এখনো তারা তাদের ধর্মকে অত্যন্ত শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। ধর্মবিরোধী একটি কাজও তারা করে না। একজন ধর্মগুরুকেও তারা আঘাত দেয় না। একের পর এক মসজিদ ভেঙে মন্দির করছে, মুসলমানদের ওপর চরম নির্যাতন-নিপীড়ন করে দেশ ছাড়া করে যাচ্ছে। সাড়া বিশ্বের সব হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করছে। অন্যান্য দেশের হিন্দু সরকারপ্রধানরাও একই নীতি ও একই সুরে কথা বলছে। এত অত্যাচার নিপীড়নের পরও তাদের কেউ মৌলবাদী, সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেয় না; আন্তর্জাতিক মহলও তাদেরকে নিষিদ্ধ তো দূরের কথা, একটি শব্দও তাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করে না। দিন দিন তারা শক্তিশালীই হচ্ছে। কেননা, তারা তাদের দেশ চালাচ্ছে খাঁটি হিন্দুত্ববাদ দিয়ে; অর্থাৎ ডিজেলের গাড়ি ঠিকই খাঁটি ডিজেল দিয়ে চালিত হচ্ছে। তাই কোনো ম্যালফাংশন হচ্ছে না। তা ছাড়া, একজন ইন্ডিয়ান নাগরিকও খুঁজে পাওয়া যাবে না, হোক সে মুসলমান, যে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলে, কাজ করে। ভারতের আমলা, সামরিক বাহিনী, বিচারক, পুলিশ প্রশাসন ও জনগণ দেশপ্রেমিক, পাকিস্তান বাংলাদেশের মতো দুর্নীতিবাজ ও ভোগবিলাসী নয়। অথচ, লোক দেখানো তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার পোস্টার কিন্তু ঠিকই ঝুলছে। সেই ১৯৪৭ থেকেই আমাদের দেশের অনেকে জিকির করছে যে, ইন্ডিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে! টুকরো তারা হয়নি, টুকরো হয়েছে পাকিস্তান।

অন্য দিকে, পাকিস্তানী তথাকথিত মুসলিম নেতারা দেশ পরিচালনায় শ্রেষ্ঠতম ধর্ম অনুসরণ করা তো দূরের কথা, তারা ইসলামবিরোধী সব কার্যকলাপের সাথেই জড়িত ছিল। তারা ইসলামের সাম্য-মৈত্রী, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা কোনো কিছুকেই পরোয়া করত না। দেশে যে দল, নেতা ও মানুষ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অনুসারী ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন তারাই রাষ্ট্রযন্ত্রের কঠোর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়। মুসলমানের সংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানে ইসলামের কোনো আদর্শ অনুসরণ করেনি। মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, প্রশাসনে আমলাদের দৌরাত্ম্য, কলোনিয়াল আইন চালু রাখা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অসম বণ্টন বিভাজনকে আরো শক্তিশালী করে। গ্রাম্য অর্থনীতি, কুটির শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসার প্রতি নজর না দিয়ে শুধু শহরভিত্তিক কিছু ব্যবসায়ী, প্রশাসনিক ও সামরিক আমলাদের ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা, গাড়ি, বাড়ি দিয়ে শাসন চলে। মুসলমানরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্ষমতা, অর্থ, বিলাসী জীবনযাপন, জনগণের হক নষ্ট করার কারণে মুসলিম রাষ্ট্রের অধঃপতন ঘটে। প্রজাহিতৈষী সরকারের অভাব, স্বৈরাচার ও রাজপ্রথা মুসলিম দেশগুলোর ধ্বংসের প্রধান কারণ। দেশের শাসনব্যবস্থায় ভিআইপি, ভিভিআইপি কুলীন শ্রেণী সৃষ্টি উন্নত মানবিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রে অগ্রহণযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতি বৈরিতা, শোষণ চলতে থাকে। সুতরাং যা হবার তা-ই হয়েছে। মাত্র ২৩ বছরের মাথায় মদ-নারীতে আসক্ত তথাকথিত মুসলিম সামরিক-বেসামরিক নেতারা হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরই জাতভাই নিরীহ নাগরিকদের ওপর। মুসলিম মুখোশধারী মোনাফেক মানুষগুলো হঠাৎ হানাদার বাহিনীতে রূপ নেয়। গণহত্যা-নারী নির্যাতন কোনোটাই বাদ দেয়নি। অসংখ্য তথাকথিত মুসলমান পাওয়া যায়, যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই পাকিস্তানও বিভক্ত হয়ে পড়ল। এখনো পাকিস্তানে চলছে সেই স্বৈরতন্ত্র বা শয়তানিতন্ত্র। ইয়াহিয়া, ভুট্টোর মতো নরপিশাচদের প্রেতাত্মা হয়ে নওয়াজ, শাহবাজ, জারদারি, বাজওয়া, আসিফ মুনিরদের আবির্ভাব ঘটেছে। নিজের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে তারা আজ অস্ত্র তুলে নিয়েছে। সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে নিজ দেশে বন্দী হায়েনা শাসকদের হাতে। সেই ১৯৭১-কেই তারা ফিরিয়ে এনেছে নিজ দেশে! নিয়তির কী নির্মম পরিহাস!

হায়েনাদের নির্মম থাবা থেকে মুক্ত হয়ে সৃষ্টি হলো বাংলাদেশ। বিগত ৫৩ বছর যাবত আমরাই শাসন করছি আমাদের দেশকে। সেই পাকিস্তানি প্রেতাত্মা আবারো জেঁকে বসেছে। বিচার, প্রশাসন, আইন প্রণয়ন, শিক্ষা, আইনশৃঙ্খলা, ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি কোথায় অবস্থান করছে! কী হচ্ছে বাংলাদেশে এখন! সেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মতোই অনৈতিক ইসলামবিরোধী পথই অনুসরণ করছে শাসক শ্রেণী। যদিও জনসংখ্যার ৯৩% মানুষ মুসলমান। ইসলামকে আজ পরিণত করা হয়েছে জঙ্গিবাদে। ইসলামী নেতারা বন্দিশালায়; ভণ্ডদের আস্ফালন সর্বত্র। চতুর্দিকে শুধু হাহাকার আর হাহাকার! শাসক শ্রেণী নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে মেজরিটি মানুষের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যারা দেশের মালিক। তারা দেশ চালাচ্ছে দেশবিরোধী পন্থায়। ইসলামী কায়দায় না চালিয়ে, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ পন্থাই অনুসরণ করছে। অর্থাৎ, খাঁটি অকটেনের পরিবর্তে ভেজাল কেরোসিন দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে গাড়ি। ফলে যা হবার তা-ই হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উভয় সরকার দেশের জনগণের মূল স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, মাড়িয়ে যাচ্ছে দেশের মালিক জনগণের সব আশা। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের, ৯০% আমলা, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও জনগণের দেশপ্রেমের অভাব, লোভ লালসা, দুর্নীতি ও অনইসলামিক চেতনা আমাদের স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

পাকিস্তান টিকতে পারল না ২৩ বছর, বাংলাদেশের অবস্থাও তথৈবচ! অথচ ইন্ডিয়া টিকে আছে ৮৬ বছর যাবত; হয়েছে আরো অনেক বেশি শক্তিশালী, পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে তাদের নেটওয়ার্ক। সুতরাং যারা বলছেন ইন্ডিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তারা দিবা স্বপ্ন দেখছেন। বরঞ্চ ইন্ডিয়াই আপনাদের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জনগণকে বিভক্ত বা টুকরো টুকরো করে রেখেছে।

লেখক: নিরাপত্তার বিশ্লেষক, গবেষক ও লেখক

ফিলিস্তিনে ক্রন্দন ও মৃত্যুর সঙ্গীত

॥ খন্দকার হাসনাত করিম ॥

ভিডিওতে দৃশ্য দেখে নিতান্তই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। অনুষ্ঠানটি ছিল বিখ্যাত 'আমেরিকান আইডল' মেধা প্রতিযোগিতার আদলে গঠিত মধ্যপ্রাচ্যের মেধা প্রতিযোগিতার জন্য খ্যাত 'গ্লোবাল ট্যালেন্ট হান্ট'-এর আরব অনুচ্ছেদ (চ্যাপ্টার), যে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে একদল নবীন ফিলিস্তিনি কিশোর যুবক পেলেন 'গোল্ডেন ট্যালেন্ট' আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সনদ। অনুষ্ঠানটি গত বছর অনুষ্ঠিত হয় মিসরের কায়রো শহরে। এই খুদে ফিলিস্তিনি শিল্পীদলের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণটি নিজেই ছিল ইসরাইলের দখলদার বাহিনীর হানাদারি ও অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে চলমান গণযুদ্ধের একটি দুঃসাহসী অভিযান।

প্রথম চ্যালেঞ্জটি ছিল বন্দিশিবির ও বিভিন্ন অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি জনপদ থেকে প্রতিযোগীদের কড়া ইসরাইলি সেনা প্রহরা ভেদ করে একত্রিত হওয়া। দ্বিতীয়, জীবন-মরণ চ্যালেঞ্জটি ছিল চার চারটি সামরিক চেকপোস্ট ডিঙিয়ে জীবন বাজি রেখে গাজা ভূখন্ড থেকে বেরিয়ে এসে সহিসালামতে কায়রো পর্যন্ত পৌঁছানো। তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি ছিল আয়োজক ও আন্তর্জাতিক বিচারকমন্ডলীর সামনে মঞ্চে উঠে ফিলিস্তিনি ক্ষুদে বাদন দলটির মেধা প্রকাশের উপস্থাপনা। এরা গাইল, আবৃত্তি করল এবং আধুনিক র্যাপ সঙ্গীতের মাধ্যমে দর্শক ও বিচারকদের সামনে ফিলিস্তিনের কান্না তুলে ধরল।

পরিবেশন শেষে যখন হলভর্তি দর্শক ও বিচারকরা প্রশংসা ও অনুপ্রেরণায় উচ্ছ্বসিত এবং মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে হলের মাইকের শব্দও ঢাকা পড়ার মতো অবস্থা, তখন এই কিশোর তরুণ ফিলিস্তিনিরা ডুকরে কেঁদে উঠল। প্রথম পুরস্কার বিজয়ী হয়ে প্রতিযোগীরা আনন্দে উথলে ওঠে, কাঁদলেও সে কান্নাটি হয় আনন্দের। তারা কাঁদতে থাকল তাদের ওপর প্রায় ৭৫ বছর ধরে অর্থাৎ তিন পুরুষ ধরে ইসরাইলের হানাদারি, নির্বিচার গণহত্যা, গুম, জেল, কারাভোগ এবং ঘর ছাড়ার বাঁধভাঙা বেদনা প্রকাশে। এই দলের সর্বকনিষ্ঠ বেজ-গিটারিস্টের বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। চোখের পানিতে ভিজে গেল তার গিটার, কারো কি-বোর্ড, কারো ড্রাম, কারো অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। মুহূর্তের মধ্যে হলের নিস্তব্ধতা আর তাদের নীরব রোনাজারি যেন একাকার হয়ে গেল।

তারা যখন গাইছিল তাদের গান, বাজাচ্ছিল তাদের বাদ্যযন্ত্র, ড্রামে তুলছিল ভরাট নিনাদ, সুর তুলছিল বেহ-ালার মতো দেখতে ঐতিহ্যবাহী আরব বাদ্যযন্ত্রে কিংবা আড়বাঁশিতে, তখন পরিবেশটা মনে হচ্ছিল ঠিক যেন এ গান পরিবেশিত হচ্ছে পশ্চিম তীরে, গাজায়, নাবলুসে বা হেবরনের ধ্বংসস্তূপে কিংবা কোনো ফিলিস্তিনি শহরের উপকণ্ঠে গোরস্তানগামী লাশের মিছিলে। মনে হচ্ছিল সেই আরব বাদ্য ঝঙ্কার যেন পুণ্যনগরী জেরুসালেম শহরের প্রস্তর-প্রাচীরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সেই সুর লয়ে 'হেবরনের পাহাড়গুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে/আর গোলানের ঊষর মরুর বালুকার আস্তরগুলো থেকে জরির প্রতিবিম্ব ছড়াচ্ছে/রকেট, গোলা আর রাইফেলের গুলি যেন সে গানের মুখরা, মর্টারগুলো যে গানের সঞ্চারি/শাহাদতের অনিবার্যতা যে গানের অন্তরা... ।' এই সেই ফিলিস্তিনি আরব ক্রন্দন সঙ্গীত! 'যে গানে ডুকরে কেঁদে উঠছিল জলপাই বীথিকা, যার সুরে আন্দোলিত হচ্ছে জয়তুনের শাখা আর প্রস্তরে বিন্যস্ত গিরিগুহায় হানাদারদের লৌহ কাঁটাতারের প্রহরা বেষ্টনী।' প্রতিদিন বিশ্ব সংবাদে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীদের ওপর তথা গোটা ফিলিস্তিনি জাতির ওপর দখলদার ইসরাইলিদের যে নৃশংসতার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এদিনের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে আরব বালকদের ক্রন্দনগীতি (খড়ৎব) যেন তারই একটি 'কোলাজ' তুলে ধরল মিসরি তথা বিশ্ববাসীর সামনে।

সংস্কৃতি ফিলিস্তিনি আরবদের একটি বংশগত ঐতিহ্য। মরু-বাদ্য, লোকনৃত্য, উচ্চমানের গীতি ও কাব্য এই মহতি সংস্কৃতিরই একটি বাহন। এটি এই ঐতিহাসিক জনপদের আরব মুসলিম, দ্রুজ খ্রিষ্টান, পারসিক, আর্মেনিয়ান, সিরকাসিয়ান- সব ধর্মাবলম্বী মানুষেরই অভিন্ন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, যা বিশ্ব সাহিত্যেও অ-নবার্য অনুষদ মহান আরব্য সংস্কৃতিরই ধারক ও বাহক। সেই ধারাতেই অবগাহন করে চলেছে আরব্য সঙ্গীত ও বাদনরীতি। আরবদের বৈচিত্র্যময় গীতিকাব্য ও গায়কী

ধারাই বহুজাতিক ফিলিস্তিনি কবিতা ও সঙ্গীতের সম্ভারে। সমকালীন আরব কবিরা ঐতিহ্যবাহী আরব্য সাহিত্যেও মহান উত্তরাধিকার নিয়ে আরো সমৃদ্ধ হয়েছেন। এদের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ের বহু ফিলিস্তিনি কবিতা বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের আসরকে সমৃদ্ধ করছে। সম্প্রতি আমেরিকার খ্যাতনামা সাহিত্য সাময়িকী 'দ্য নিউ ইয়র্কার' পত্রিকা ছাপতে না পেরে বা বাধ্য হয়ে বিবেচনা না করে অনুশোচনা করেছে, ফিলিস্তিনি কবি ফাদি হুদার সেই কাব্যে বলা ছিল, 'যে তুমি আমায় আমার পিতৃভিটে থেকে উচ্ছেদ করলে/সেই তুমিই তো তোমার অতীতের প্রতি অজ্ঞতা দেখালে।/তাই তুমি অন্ধ চোখে দেখো না কিছুই/এমনকি তোমার আগামী বংশধরদের কথাও ভাবো না।/অথচ তোমার অতীত সব সময় তোমার সাথে সাথে চলেছে।/সে চলেছে নিত্য বর্তমান হয়ে;/তুমি তো আর গর্দভ নও যে, শুধু বহন করেই যাবে তোমার পিঠের জঞ্জালের বোঝা!

ফাদি হুদার আগের ও পরের প্রজন্মেও অজস্র কবি আছেন ফিলিস্তিনে, যাদের লেখা মধ্যপ্রাচ্যেও মরু উপত্যকা ডিঙ্গিয়ে লন্ডন, প্যারিস, অটোয়া, বন, টোকিও, নিউ ইয়র্কের কাব্যভুবনে ইতোমধ্যেই ঠাঁই করে নিয়েছে। যাদের মধ্যে যে নামগুলো না নিলেই নয়, তারা হলেন মাহমুদ দারবিশ, তামিম আল ভারগোতি, গিয়াস আল মাহুন, সামি আল কাসিম, ফাদ ওয়া তুফান, ফারাহ সাম্মা, ঘাসান জাকতান, ইব্রাহিম আল-তুহফান, সালমা আল জাওমি, মায়া আল আল-হায়াৎ, নাথালি হান্দাল, মোহাম্মদ আল করিম, হান্না আবু হান্না, মুসা আল হামদাহ, ইউসুফ নাভানি, ইলিয়াস মানবার, দাউদ তুর্কি, তাওফিক আল জিয়াদ, মুস্তাফা আল সাইকি, রাফি জাদেহ, হিসাব আল জিরিক, নওয়াজান দারয়িশ, ইমান কুতাহ, নাদাহ ওসমান, আহমেদ আহমেদ যাতায়াহ, ফুয়াদ নাইম, এ্যাডমান্ড শাহেদা, হিন্দ সাওফানি, সুলাইমান আল তাজি প্রমুখ। যেকোনো দেশের বিপ্লব বা যুদ্ধের সময় জনগণের পক্ষ নিয়ে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীসমাজ এগিয়ে আসে। ফিলিস্তিনেও তার ব্যত্যয় হয়নি; বরং দখলদার ইসরাইলের আরব খুনের নেশা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদই কবিতায়, গানে, চিত্রাঙ্কনে ফুটে উঠছে। প্রায়ই সেই সব কবিতা বা সৃজনশীল কর্ম বিশ্বাঙ্গনে সাড়া জাগাচ্ছে এবং মহত্বও শিল্প আকারে নন্দিত হচ্ছে।

পুরো ফিলিস্তিনে এখন ১১৫টিরও মতো শুধু 'পপ মিউজিক ট্রুপ' বা আধুনিক সঙ্গীত দল আছে। আরো রয়েছে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক দল, যাদের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। এ যেন নজরুলের সেই, 'এক হাতে মম বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য!' আশ্চর্যের ব্যাপার, এদের গড় বয়স ১৫ বছর। একটু প্রবীণ যারা, তারা মেতে আছেন আরব বাদন, মরু নৃত্য ও পল্লীগীতি নিয়ে। সেই ঐতিহ্যবাহী ধারাতেও সংযুক্ত হয়েছে আরব প্রতিরোধ সংগ্রামের দেশাত্মবোধক চেতনা। ওই ঘরানার শিল্পীদের মধ্যে জনপ্রিয় তারকাদের তালিকায় আছেন জোয়ান সাফাসি, মোহাম্মদ আসফ, তামির নফর, সাদিয়া মানসুর, মিনা মাকাউল, ক্যামেলিয়া জুরান, এলিয়ানা তায়েফ, জালাম আবু আমানাহ্, বাশার মুরাদ, রিমা কেলানি, লায়লা বেগ ওয়াল গ্রেইন, আবু বেইলি, আবু আল ফারসি, আমর আল হাসান, ইয়াকুব শাহীন, তারামিক নজর, হিশাম সোমালি, নাবিল সালামেহ, ফাদি আনদ্রাওয়াস, আমাল মারকুস, টনি কাত্তান প্রমুখ। এদের প্রায় সবাই কোনো না কোনো নাম করা আরব সঙ্গীত পরিচালকের শিষ্য-ভক্ত। এদের মধ্যে আরব মুসলমান ছাড়াও আছেন খ্রিষ্টান দ্রুজ ও অন্যান্য আরব গোত্রের মানুষ। এই প্রতিবাদী ও সংগ্রামী ফিলিস্তিনির প্রতি নৈতিক সমর্থনকারী ইসরাইলি কবি-সাহিত্যিকের সংখ্যাও কম নয়। এদের মধ্যে অনেকে অধিকৃত আরব ভূখন্ডের বাসিন্দা, অন্যরা ইসরাইলের মূল ভূখন্ডের। ইসরাইলে গণতন্ত্র আছে। তাই তারা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ, এমনকি ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনেরও অধিকার রাখে।

ফিলিস্তিনিদের দাবি এত যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক যে, বিবেকবান ইসরাইলিদের অনেকেই আছেন, যারা নৈতিক সমর্থন দিয়ে থাকেন ফিলিস্তিনিদের প্রতি। এদের মধ্যে বিচারপতি, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, খেলোয়াড়, শ্রমিক নেতা, মানবাধিকারকর্মী আছেন। এদের মধ্যে তরুণ প্রজন্মের সংখ্যাই বেশি। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি ইউরোপের জনগণেরও আছে। নেই শুধু আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও বেলজিয়ামের শাসকদের। এসব দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা, শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যাংকিংয়ের মালিক-মোক্তার হচ্ছে ইহুদিরাই। ইসরাইলের প্রতি পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার হেতু এটিই। ফিলিস্তিনিদের প্রতি নৈতিক সমর্থন ব্যক্ত করেছে বিশ্বের নামকরা ফুটবল তারকাদের মধ্যে লিভারপুলের মোহাম্মদ সালাহ, ম্যানচেস্টার সিটির মেরোজ, ফ্রেঞ্চ ফুটবলার ফ্র্যাংক রিভারি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পল পোগবা, চিলির প্রিমিয়ার লিগের ফুটবলাররা প্রমুখ।

ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে সম্প্রতি আরো একটি বড় ঘটনা ঘটেছে। জগতের ১০০ জন নিজ নিজ ক্ষেত্রের বিশেষক বুদ্ধিজীবী ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে অধিকৃত পশ্চিম তীরে এসে জড়ো হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশ্বের খ্যাতিমান এই ১০০ জন বুদ্ধিজীবীর ফিলিস্তিন সফরের আয়োজন করছে ইউরোপভিত্তিক তিনটি বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্থা। এই ১০০ বুদ্ধিজীবীর বেশির ভাগই অনারব ও অমুসলিম। এরা আরব উপত্যকায় মানবতার বধ্যভূমির কান্নার সমব্যথী এবং আরব ফিলিস্তিনিদের গান ও কবিতায় মৃত্যু উপত্যকার রোনাজারি তাদের হৃদয়ে তার সাড়া পড়েছে। ঠিক এ রকমই এক আধুনিক ফিলিস্তিনি কবি ফাদওয়ার তুফানের লেখা সেই বিখ্যাত কবিতা- যার শিরোনাম ছিল: 'জেরুসালেমের নিকুঞ্জে পবিত্র একটি ফুল।' সেই কবিতা ইতোমধ্যে ১৫টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ঠাঁই করে নিয়েছে সমসাময়িক বিশ্ব সাহিত্যে:

জেরুসালেমের নিকুঞ্জে পবিত্র একটি ফুল
ফাদওয়ার তুফান
এই তো আমার জন্য যথেষ্ট!
জন্মেছি এই মাটিতে;
মরবও এই মাটিতেই।
গলে মিশে যাব এই মৃত্তিকায়।
তারপর বিকশিত হবো ফুল হয়ে,
এ দেশের মানুষের সঙ্গী হবো।
তবে হায় কোথায় শান্তি
এই দখলকৃত দেশে?
তবু এ দেশকে আমি বুকে জড়িয়ে রাখব।
এ আমার জন্মভিটে পবিত্র
জেরুসালেম, আমার জীবনে, মরণেও।
এ আমার ফিলিস্তিন,
আমার গর্বের নিকেতন।
এ দেশের ধুলায় হবে আমার শেষ ঠাঁই।
আমার জীবনের শুরু এবং শেষ।
এক গোছা দূর্বাঘাস হয়ে আমি ফের জন্মাব,
যুগ-যুগান্তর ধরে, এই স্মৃতিচক্রের
পালা ধরেই।
জেরুসালেমের পবিত্র নিকুঞ্জে
একটি ফুল হয়ে ওঠা, এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফেনী

॥ মীযানুল করীম ॥

'যুদ্ধের দূত হানা দেয় পুব দরজায়;/ফেনী ও আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা গরজায়।'/ কবি-কিশোর সুকান্তের কবিতার সেই ফেনী শহরের লোক আমি নিজেই। এখানে পূর্ব 'দরজা' বলতে তদানিন্তন ভারতবর্ষের পূর্বাংশকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কলকাতার মতো ফেনীতেও আঘাত করেছিল। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি,/ বোম ফেলেছে জাপানি; / বোমের ভিতর কেউটে সাপ;/ ব্রিটিশ বলে, 'বাপরে বাপ'। এ কথাটি বিশ্বযুদ্ধের সময় ফেনীতে বহুল প্রচলিত ছিল। কথাটির ভেতর দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও জাপানীদের প্রশংসা একই সাথে ফুটে উঠেছে। ফেনীতে থাকতেন বর্তমান মাগুরা জেলার সুফি সদরুদ্দীন রহঃ নামে একজন কামেল আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। বিশ্বযুদ্ধের সময় একদিন সতর্কতা সঙ্কেত রূপে সাইরেন বেজে উঠল, সবাই ছুটে গিয়ে মাটির নিচে পাকা বাঙ্কারে আশ্রয় নিলো। অনেকক্ষণ ধরে জাপানিদের বোমা বর্ষণ চলল। একপর্যায়ে সুফি সদরুদ্দীন রহঃ বাঙ্কার থেকে মাথা বের করে বাইরে দেখছিলেন; এমন সময় গোলার একটি আঘাতে তিনি হঠাৎ প্রাণ হারান। সুফি সদরুদ্দীন রহঃ-এর কবর আছে ফেনী শহরের কয়েক মাইলে পশ্চিমে গজারিয়া গ্রামে। প্রাসঙ্গিক বইপত্রেও তার জীবনীর উল্লেখ আছে।

ফেনীতে আমরা যেখানে থাকতাম, সেখানে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের সৈন্যরা থাকত বিশ্বযুদ্ধকালে। আমরা ছোটবেলায় তাদের অনেক পাকা স্থাপনা দেখেছি যেগুলো ছিল শক্ত ইটের তৈরি। কোনো কোনো বাড়ির উঠান ভর্তি ছিল পাকা ড্রেন। এমনকি, পাঁচগাছিয়া রোডের (বর্তমান শহীদুল্লাহ কায়সার সড়ক) আনসার অফিসটিও ছিল ওদের পাকা স্থাপনা। আমাদের প্রাইমারি স্কুলের একজন স্যার ছিলেন শহরতলির রামপুর গ্রামের। তিনি একদিন স্কুলে বললেন, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আফ্রিকার ঘানার

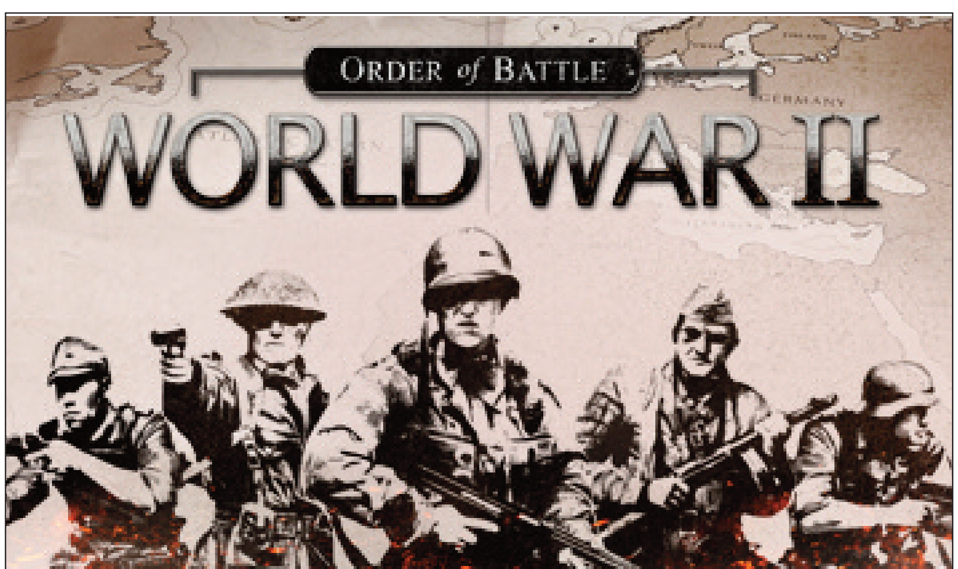

একজন কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যের সাথে পরিচয় হয়েছিল। তাদের কয়েকজনকে দেখে সৈন্যটি ডাকছিল। সৈন্যটির নাম মুসা অ্যাডডেইল্লা। আমাদের ওই স্যারের তখন বালক বয়স। ওই সৈন্যটি মুসলিম ও ব্রিটিশ পক্ষে মিত্রশক্তির হয়ে বিশ্বযুদ্ধ করতে এসেছিল। 'স্যার' এত বছর পরও সে সৈন্যের নাম মনে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি আমাদের 'মৌলভী স্যার' নামে পরিচিত এবং মূল নাম কলিমুল্লাহ। ফেনীর শহরের মধ্যবর্তী রাজার ঝির দীঘি (ত্রিপুরার মহ-ারাজ কুমারীর নামে ১৮৩০ সালে খননকৃত)। এই দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোনায় পুলিশ কোয়ার্টারের কাছে কয়েকটি মরা তালগাছ ছিল। কেউ বলেন, বজ্রপাতে; কেউবা বলেন, জাপানের বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে এসব তালগাছ মরে গেছে। আসল ব্যাপার কী কে জানে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই রাজার ঝির দীঘির দক্ষিণ পাশে একজন (দৃশ্যত সাধারণ) মুচি বসত। সে পথের ধারে লোকের জুতা ও স্যান্ডেল সেলাই করত। তার হাতে নাকি একটি ঘড়ি ছিল, যা জাপানিদের গোয়েন্দা যোগাযোগের যন্ত্রবিশেষ। বারবার কানের কাছে সেটিকে নেয়া লক্ষ করে ব্রিটিশ সরকারের জনৈক গোয়েন্দা ওই মুচিকে একদিন ধরে ফেলেন। এই নিয়ে অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে। তবে জাপানিদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক যে বিস্তৃত ছিল, তা-ই বোঝা যায় এ ঘটনা থেকে।

ফেনীর শহীদুল্লাহ কায়সার রোডে (পাঁচগাছিয়া রোড) টেলিগ্রাফ অফিসের বিপরীতে, 'পাদ্রি কুটির' নামে কিছু পাকা ভবন আছে। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানের বোমা আতঙ্কে একদিন তদানিন্তন বাংলা প্রদেশের গভর্নর (খুব সম্ভবত তার নাম জন হান্ট) তার সঙ্গী সাথী নিয়ে এই পাদ্রি কুটিরের বড় ভবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এভাবে সে দিন তিনি এবং তার সাথীরা বেঁচে যান। যুদ্ধের সময়ে ফেনীর স্কুল-কলেজ সুদূর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও সরিয়ে নেয়া হয়েছিল।

আমাদের পরিবার ১৯৪১ সাল থেকে ফেনী শহরে থাকার সুবাদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ফলে আমার মরহুমা মায়ের মুখ থেকে সে বিষয়ে অনেক ঘটনা শুনতে পেয়েছি। এখানে তার অল্প কিছু উল্লেখ করলাম মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি ও প্রাসঙ্গিক কথা

॥ এম হুমায়ুন কবির ॥

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে উৎসাহিত করতে যুক্তরাষ্ট্র গত ২৪ মে বুধবার নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের জন্য ঘোষিত এ ভিসানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি আমরা বিবেচনায় নিতে পারি, আবার নাও নিতে পারি। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। আমি মনে করি, প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বস্তুনিষ্ঠ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিস্তৃত ও বহুমুখী। আমি মনে করি, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্কের ধারা অব্যাহত রাখা উচিত। কূটনৈতিকভাবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয়ভাবে কাজ করে থাকি; আবার বহুপক্ষীয়ভাবেও কাজ করে থাকি। রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জোরালোভাবে সমর্থন দিয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

রোহিঙ্গাদের জন্য যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আসে, সেখানেও যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় অনুদান দিয়ে থাকে। জাতিসংঘে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশ যখন কোনো উদ্যোগ নেয়, সে ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বলিষ্ঠভাবে সমর্থন দিয়ে থাকে। মহামারির সময় আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি বিনামূল্যের ভ্যাকসিন পেয়েছি।

এবার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যবিষয়ক আলোচনায় আসি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি। তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সবচেয়ে বড় একক বাজার। আমরা গত অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিটেন্স পেয়েছি যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সেখানে আমাদের যেসব ভাইবোন রয়েছেন, তারা আমাদের দেশে যে রেমিটেন্স প্রেরণ করেছেন, তা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাতিসংঘের আওতায় বাংলাদেশের নাগরিকরা বিভিন্ন দেশে শান্তি কার্যক্রম বা 'পিস মিশনে' অংশগ্রহণ করে থাকে। সেক্ষেত্রেও আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নানা রকম সহযোগিতা পেয়ে থাকি। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের পিস মিশনের বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রদান করে থাকে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থনৈতিকভাবে নতুন মাত্রায় যুক্ত হওয়ার যেসব প্রক্রিয়া চলমান, সেখানে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। মোট কথা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের নানামাত্রিক সম্পর্ক রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না। দেশটির এ বার্তার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হলো, আমাদের দেশে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক, এটা যুক্তরাষ্ট্র দেখতে চায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক শক্তি, নাগরিক সমাজের মধ্যে আলাপ-আলোচনার একটা ক্ষেত্র তৈরি হোক, এটাও যুক্তরাষ্ট্র দেখতে চায়।

বস্তুত, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আলোচ্য ভিসানীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের কোনো প্রক্রিয়াকে সচল বা সাবলীল করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যদি কোনো প্রস্তাব থাকে, তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত কি না- বাস্তবতার নিরিখে মূল্যায়ন করলেই জবাবটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত

নিউইয়র্কের মেয়রকে উপদেশ দিলে কি পানিতে পড়তে হবে

॥ আনিসুল হক ॥

নিউইয়র্ক দেবে যাচ্ছে ভবনের ওজনে। নিউইয়র্কে বসে এই খবর পড়ছি প্রথম আলো ডটকমে। বেপরোয়া খাওয়াদাওয়া করে যেভাবে গত কয়েক দিনে নিজের ওজন বেধড়ক বাড়িয়েছি,

নিউইয়র্ক দেবে যাচ্ছে ভবনের ওজনে। নিউইয়র্কে বসে এই খবর পড়ছি প্রথম আলো ডটকমে। বেপরোয়া খাওয়াদাওয়া করে যেভাবে গত কয়েক দিনে নিজের ওজন বেধড়ক বাড়িয়েছি, তাতে সন্দেহের আঙুলটা প্রথমে উঠল নিজের দিকেই।

অপরাধবোধ হতে লাগল, নিউইয়র্ক শহরের দেবে যাওয়ার জন্য যেন আমিই দায়ী। তারপর, 'ভবনের ওজন' কথাটা ভালোভাবে পড়ে নিজেকে ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু নিউইয়র্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে খানিকটা শঙ্কা যে বোধ করছি না, তা বলব না।

এই শহর গগনচুম্বী ভবনের জন্য বিখ্যাত। প্রতিবছর নাকি দেবে যাচ্ছে এক মিলিমিটার থেকে দুই মিলিমিটার। আর ১৯৫০ সাল থেকে ৭২ বছরে এই শহর ঘেঁষে থাকা সমুদ্রের উচ্চতা বেড়েছে ৯ ইঞ্চি বা ২২ সেন্টিমিটার। আর্থ ফিউচার জার্নাল-এ বলা হয়েছে, 'জলমগ্নতার কারণে নিউইয়র্কে ঘন হয়ে বসবাস করা ৮৪ লাখ মানুষ নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন।'

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস খুবই নাগরিকবান্ধব। কৃষ্ণকায় এই মানুষ সিটি অফিসে নিয়োগ দিচ্ছেন হাজার হাজার নাগরিক। তিনি নিজে রাস্তায় নেমে সিটির খালি থাকা পদগুলোয় লোক নিয়োগ দিচ্ছেন। আমি তাঁর জন্য খানিকটা উদ্বিগ্ন। ভাবছি, তাঁকে কিছু উপদেশ দেব। বলব, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশগুলোকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আপনারা গাছ কাটবেন না। গাছ লাগান। সবুজ জ্বালানি ব্যবহার করুন। কার্বন নিঃসরণ কমান।

অযাচিত উপদেশ পেয়ে মেয়র কি খেপে যাবেন? গেলে যাবেন। নিউইয়র্কের মেয়র আমাকে হাডসন কিংবা ইস্ট রিভারের পানিতে চুবাতে চাইলে চুবাবেন। আমি কি ভয় পাই নাকি!

একজন রুশ, আরেকজন আমেরিকান বাহাস করছেন। আমেরিকান বললেন, 'আমি হোয়াইট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারব, বাইডেন, আমি তোমার শাসন পছন্দ করি না। তুমি ক্রেমলিনের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারবে?'

রুশটি বললেন, 'কেন পারব না? আমি ক্রেমলিনের সামনে দাঁড়িয়ে বলব, বাইডেন, আমি তোমার শাসন পছন্দ করি না।'

এবার নিউইয়র্কে দুই বাংলাদেশি বাবার গল্প বলি।

জেএফকে বিমানবন্দরে নেমেছি। আমার স্ত্রী হুইলচেয়ার বলে রেখেছিলেন। প্লেন থেকে নামার পর হুইলচেয়ার নিয়ে যিনি এলেন, তিনি এসেই সালাম দিলেন। বললেন, 'ভাই, কেমন আছেন?' দেশি ভাই পেয়ে আমিও খুশিই হলাম। তিনি মেরিনার হুইলচেয়ার ঠেলতে লাগলেন। ইমিগ্রেশন পার হয়ে আমরা গেলাম লাগেজ নিতে। এই প্রবীণ ভদ্রলোক নিজে ছয় ডলার খরচ করে আমাদের জন্য ট্রলি নিয়ে এলেন। নিজে স্যুটকেস টানাটানি করতে লাগলেন।

আমি তাঁকে কিছু বকশিশসহ ছয় ডলার ফেরত দিতে গেলাম। তিনি বললেন, 'আনিস ভাই, আমি আপনার জন্য এই সামান্য উপহার দিতে পারব না?' এরপর বললেন, 'আমি বাংলাদেশে একটা ব্যাংকে জিএম ছিলাম। অবসর নিয়েছি। আমার দুই ছেলে। এক ছেলে সিঙ্গাপুরে পিএইচডি করছে। পিএইচডি শেষ হলে সে আমেরিকায় চলে আসবে। আমার দ্বিতীয় রিটায়ারমেন্ট শুরু হবে। আরেক ছেলে ঢাকায় বড় চাকরি করছে। সে-ও চলে আসবে।'

আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। তাঁর গায়ে সিনথেটিকের জ্যাকেট। তাতে একটা চুমু দিলাম। আমার চোখ ছলছল করতে লাগল।

আরেক বাবাকে পেলাম নিউইয়র্কের বাঙালি পাড়া জ্যাকসন হাইটসের এক বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে। এক প্রবীণ ভদ্রলোক একা বসে নুডলস খাচ্ছেন। পাশের টেবিলে বসে তিনি আমাদের গল্পের মধ্যে অংশ নিতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'আপনি এত বাঙালি খাবার রেখে নুডলস খাচ্ছেন কেন?'

তিনি বললেন, 'ভাত তো বাসায়ই আছে। রোজই খাই।'

–আপনার বাসায় কে আছেন?

–আমার স্ত্রী। আমার ছেলে আর ছেলের বউ থাকে সিয়াটলে। বুয়েট থেকে পাস করেছে। আমাকে আর ওর মাকে এনে নিজের কাছে রেখেছিল তিন বছর। আমাদের গ্রিন কার্ড আছে। তারপর একদিন প্লেনের টিকিট কেটে আমাদের দুজনকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

–তারপর?

–তারপর আমরা আবার চলে এসেছি। নিউইয়র্কে বাসা নিয়েছি। আমার ছেলে চায় না যে আমরা তার কাছে থাকি।

–কেন চায় না? তিন বছর তো রেখেছিল!

–আপনি আপনার ওয়াইফের কথা শোনেন না?

–শুনি।

–আমিও আমার ওয়াইফের কথা শুনি। আমার ছেলেও তার ওয়াইফের কথা শোনে। ভদ্রলোক বললেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'কী খাবেন খান! মিষ্টি খান। জিলাপি খান।'

–না না, আমরা খেয়েছি। আপনি দেশে না থেকে নিউইয়র্কে থাকছেন কেন?

–কারণ, আমার ছেলে এই দেশে থাকে। নাহয় তার সঙ্গে আমার প্রতিদিন দেখা হয় না। তবু এখন অন্তত আমরা একই দেশে থাকছি। সময়ের পার্থক্যটা অন্তত দিন আর রাত নয়।

–আচ্ছা, শোনেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে কিন্তু বাধা সৃষ্টি করবেন না। সহিংসতা করবেন না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেবেন না। যদি এসব করেন, তাহলে আপনাকে কিন্তু আর আমেরিকান ভিসা দেওয়া হবে না।

'আমার গ্রিনকার্ড!' বলে তিনি হাসতে লাগলেন! বললেন, 'আমি কীভাবে নির্বাচনে বাধা দেব? আমি তো বাংলাদেশে আপাতত যাচ্ছি না। আর শোনেন, যাঁদের এসব করার ক্ষমতা আছে, তাঁদের আমার মতো আমেরিকায় এসে থাকতে হয় না। ভিসা না পেলে তাঁদের কী ক্ষতি! ক্ষমতা থাকলে ভিসা লাগে না। ভিসাপ্রার্থীদের ক্ষমতা থাকে না।'

আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কী বলতে কী বলে ফেলেন! নিউইয়র্কের রেস্টুরেন্টের দেয়ালেরও তো কান থাকতে পারে।

লেখক: প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাহিত্যিক

কোয়াড সম্মেলনে বাইডেনের না যাওয়া কী বার্তা দিচ্ছে

॥ কদরুল আলম খান ॥

গত ২৪ মে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কোয়াড শীর্ষ সম্মেলন। কিন্তু আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জি-৭ সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে যাওয়ায় জোটের ভবিষ্যৎ এবং এর উদ্দেশ্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ২৪ মে জোট কোয়াডের (কিউইউএডি) শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। এতে উপস্থিত থাকার কথা ছিল প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। রাষ্ট্রীয় ঋণসীমা নিয়ে ইউএস কংগ্রেসে সম্প্রতি যে জটিলতা দেখা দিয়েছে, তার অজুহাত দেখিয়ে বাইডেন হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন শেষে সোজা দেশে ফিরেছেন তিনি। স্বাগতিক দেশ অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ নিরুপায় হয়ে দুঃখভারাক্রান্ত মনে শীর্ষ সম্মেলন বাতিল ঘোষণা করেন। অথচ এই শীর্ষ সম্মেলনের জন্য তিনি গত অক্টোবর বাজেটে ২৩ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রেখেছিলেন।

আমেরিকান প্রেসিডেন্টের অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। অস্ট্রেলিয়ার পত্রপত্রিকা প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার–'মেরিন ওয়ান'-এর ছবি ছেপেছিল। ফলে গুরুত্বপূর্ণ সফরটি বাতিল হবে–এমনটি কেউ ভাবেননি। এমনকি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবেশী দেশ পাপুয়া নিউগিনিও হতবাক। বাইডেনের সফর উপলক্ষে সে দেশে এক দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

বাইডেনের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশিত নানা জরিপে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকান নাগরিকদের মধ্যে বাইডেনের জনপ্রিয়তা কমছে। সম্ভবত সেটি একটি কারণ হতে পারে। এই যুক্তি সত্যি হলে সেটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরও বেশি বিব্রতকর।

যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া–এই চার দেশ ২০০৭ সালে এই জোট গঠন করে । জোট গঠনে তৎকালীন জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। তবে পেছন থেকে মূল কলকাঠি নেড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। জোটটি অনেক দিন নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে আবে আবার জাপানের প্রধানমন্ত্রী হলে জোটের সদস্যরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সরকারি ভাষ্যমতে বলতে হয়, জোটটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় নৌ যাতায়াতকে মুক্ত রাখা, গণতন্ত্রের সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া এবং আঞ্চলিক দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। চীন অবশ্য এই জোটকে এই অঞ্চলে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সীমিত করার মার্কিন পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ইউরোপে সামরিক সংগঠন ন্যাটোর মতো এই জোটও যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে দক্ষিণ এশিয়ায় একই ভূমিকা পালন করবে। চীনের দ্রুত উত্থানকে যুক্তরাষ্ট্র তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে। যদিও জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ডিয়েগো গার্সিয়াসহ অস্ট্রেলিয়ার পাইন গ্যাপ, ডারউইন, জেরালটনের গোয়েন্দা স্যাটেলাইট স্টেশনের মতো অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি চীনকে ঘিরে রেখেছে এবং নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে।

জাপানের শিনজো আবের দল চীনবিরোধী অবস্থানকে তাদের দলের অন্যতম নীতি হিসেবে স্থান দিয়েছে। এই উগ্র চীনবিরোধিতা আবে পেয়েছিলেন তাঁর দাদা নবরু কিশির কাছ থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কিশি চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ দখলে নেতৃত্ব দেন এবং সেখানে গণহত্যায় অংশ নেন। যুদ্ধ শেষ হলে কিশি যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হন। তবে যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে কাছে টানতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনেনি। কিশি বা আবে জাপানের ঐতিহাসিক অপরাধের জন্য চীনের কাছে কখনো ক্ষমা চাননি।

এই শীর্ষ সম্মেলন বাতিল হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় কূটনৈতিক ব্যর্থতা। এতে সবচেয়ে খুশি হয়েছে চীন। চীন এখন বলতে পারে, যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে একটি অকার্যকর দেশ, তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অস্থিতিশীল, কংগ্রেস অকার্যকর এবং দলভিত্তিক বিভেদে দ্বিধাবিভক্ত। যুক্তরাষ্ট্র কোনো নির্ভরশীল মিত্র নয়। সে অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক, যেকোনো কারণেই হোক, মিত্রদেশকে ছাড়তে পারে। সে দেশ নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবে না। নইলে এই গুরুত্বপূর্ণ জোট সম্মেলনকে অবজ্ঞা করে বাইডেন দেশে ফিরতেন না।

অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও কোয়াড বাতিল হওয়ার প্রতিক্রিয়া মিশ্র। দেশের অনেকে চায় না, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আর কোনো জোটে অন্তর্ভুক্ত হোক অস্ট্রেলিয়া। ১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এএনজেডইউএস নিরাপত্তা চুক্তি করেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই চুক্তিতে নিউজিল্যান্ডও যোগ দিয়েছিল। পরে অবশ্য নিউজিল্যান্ড তার জলসীমায় মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিনের অনুপ্রবেশে ক্ষুব্ধ হয়ে জোট ত্যাগ করে। এই জোট অস্ট্রেলিয়াকে কতটুকু নিরাপত্তা দিয়েছে, সেটিও প্রশ্নসাপেক্ষ। ১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুরে সংকট চলাকালে অস্ট্রেলিয়া আমেরিকান সামরিক সহায়তা চেয়েছিল। কিন্তু তারা কোনো সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট দেশগুলোর বিরুদ্ধে সাউথইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন (এসইএটিও) নামের জোটে যোগ দেয়। মাত্র ২৩ বছর পর ১৯৭৭ সালে জোটটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এসইএটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিস্তাররোধে। ওই জোটে এশিয়া থেকে কেবল ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড যোগ দিয়েছিল। অন্য এশীয় দেশ হিসেবে ছিল পাকিস্তান। জোটের মূল ক্ষমতা ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার হাতে। এরাই জোটের ৭৫ শতাংশ সামরিক-বেসামরিক ব্যয় বহন করত।

নতুন কোয়াড জোটকেও অনেকটা এসইএটিওর মতো দেখা হচ্ছে। এর পেছনে কোনো আঞ্চলিক সমর্থন নেই, নেই কোনো অভিন্ন লক্ষ্য। কোয়াডের ভাগ্যও এসইএটিওর মতো হতে পারে, তার নানা আলামত বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের দিকে দৃষ্টি দিলে সেটা স্পষ্ট।

চীনের শক্তিশালী হওয়াটা নেতিবাচক নয়। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ চীনের শক্তিশালী হওয়াকে নেতিবাচকভাবে দেখে না। তারা মনে করে, চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে তাদের অগ্রগতি সম্পর্কিত। আসিয়ান সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে ২০১২ সালে চীনের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৪ হাজার ২০০ কোটি ইউএস ডলার। ২০২১ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার কোটি ডলারে। ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিটি দেশ আজ চীনের ওপর নির্ভরশীল।

জাপানের সবচেয়ে বড় রপ্তানি পণ্যের বাজার চীন। জাপানের এক-পঞ্চমাংশ রপ্তানি হয় চীনে। চীন অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় রপ্তানির দেশ। অস্ট্রেলিয়ার ৩০ শতাংশ বাণিজ্য নির্ভর করে চীনের ওপর।

অস্ট্রেলিয়ার ৪০ শতাংশ পণ্য চীনে যায় এবং চীনের ২৭ শতাংশ পণ্য আসে অস্ট্রেলিয়ায়। এমনকি দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা সত্ত্বেও চীন হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। ভারতে চীন থেকে আমদানি করা পণ্য যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয়) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (তৃতীয়) এই দুই দেশের সম্মিলিত রপ্তানির চেয়েও বেশি। নানা সম্পর্কের কারণে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কও বেশ ঘনিষ্ঠ।

গত ডিসেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নানা ক্ষেত্রে ২৮টি চুক্তি করেন। এর মধ্যে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা খাত অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়া থেকে ভারত এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কিনতে চায়। ভারত, ব্রাজিল, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে মিলে ব্রিকস (বিআরআইসিএস) গঠন করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সক্রিয় কোনো ভূমিকা রাখেনি ভারত।

রাশিয়ার নিন্দায় জাতিসংঘের নেওয়া বিভিন্ন প্রস্তাবের পক্ষে ভারত ভোট দেয়নি। সেদিক থেকে ভাবলে এই জোটে ভারতকে বেখাপ্পা দেখায়। ভারতীয় নৌবাহিনী দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের নৌবাহিনীকে মোকাবিলা করবে, এমন ধারণা কল্পনা করাও কঠিন। ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন বা ইন্দোনেশিয়ার মতো এশীয় দেশগুলো এই জোটে কেন যোগ দিল না, সেটিও বড় প্রশ্ন। তাদের এই অনীহার অর্থ হতে পারে, এশিয়ার জন্য কোয়াডের মতো একটি জোটের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তারা মনে করে না।

'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের' ওপর ভিত্তি করে এই জোট প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক একনায়কতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব তার গণতান্ত্রিক বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। জো বাইডেন সৌদি প্রিন্স সালমানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। জামাল খাসোগির হত্যার ষড়যন্ত্রে তাঁর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আছে। এই জোটের অন্যতম সদস্য ভারত গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে কীভাবে এই জোটে যুক্ত হয়, সেটিও প্রশ্নবোধক।

কারণ, হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শের ধারক নরেন্দ্র মোদির শাসনাধীনে ভারতে নাগরিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার ও সংখ্যালঘুর অধিকার পদদলিত হচ্ছে। সুইডেনের ভি-ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের মূল্যায়নে ভারত 'গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ত্রিক দেশ'। যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রিডম হাউস ভারতকে আংশিক মুক্ত গণতান্ত্রিক দেশ বলে উল্লেখ করেছে। এখানেই কোয়াডের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের শেষ নয়। ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গণতান্ত্রিক দেশ নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া। তারা এই জোটে কেন যোগ দেয়নি, সেটিও একটি প্রশ্ন।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অশনিসংকেত

কোয়াড জোট অস্ট্রেলিয়াকে অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ভাবতে চায়। তবে এখানকার জনগণের একাংশ কোয়াডের প্রতি মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে এবং অতিমাত্রায় আমেরিকানপ্রীতিসুলভ বৈদেশিক নীতি নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগছে। অস্ট্রেলিয়াকে চীনবিরোধী লড়াইয়ে বর্শাফলক হিসেবে পেতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। অস্ট্রেলিয়া তার সামরিক বাহিনীতে আমেরিকান অ্যাডমিরালদের প্রচুর বেতন দিয়ে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেছে। তাদের দায়িত্ব পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন কেনার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, ২০২৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক সাবমেরিন অস্ট্রেলিয়ার উত্তরের ঘাঁটি ডারউইন থেকে দক্ষিণ চীন সাগরে টহল দেবে। যুক্তরাজ্যও একইভাবে টহলের কাজে পারমাণবিক সাবমেরিন ব্যবহার করবে।

মূল উদ্দেশ্য, চারদিক থেকে চীনকে ঘেরাও করে তার ভূকৌশলগত সামর্থ্যকে সীমিত রাখা। বিশ্বরাজনীতি আজ যে ধারায় অগ্রসর হচ্ছে, তাতে পৃথিবীকে বহুমুখী সংঘাতের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এসব কোনো সুখবর নয়। বিশেষ করে ইন্দো প্যাসিফিক এলাকার জন্য এ সবই অশনিসংকেত।

লেখক: অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্দ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard, Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নির্বাচন প্রশ্নে নতুন মার্কিন ভিসা নীতির তাৎপর্য কী?

॥ ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ॥

নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য না হলে ভিসা-নিষেধাজ্ঞার আগাম ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যেসব বাংলাদেশী আগামী নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করবে, তাঁদের ভিসা প্রত্যাখ্যান করবে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে, এমন কাজের সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে চারটি স্তর। এক. ভোটারদের ভয় দেখানো, দুই. ভোট কারচুপি, তিন. সহিংসতার মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া এবং চার. বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ বা গণমাধ্যমকে তাদের মতামত প্রচার করা থেকে বিরত রাখা।

আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ভোটার, রাজনৈতিক দল, সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সবার। যারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে চায়, তাদের সবাইকে আমাদের সমর্থন দিতে আমি এই নীতি ঘোষণা করছি।'

ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু চ্যানেল-আই তৃতীয় মাত্রায় বলেছেন, এটা সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা নীতি, যা এখনো কারও ওপর প্রয়োগ হয়নি, যারা নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে আদেশ প্রদান করবে এবং যারা আদেশ বাস্তবায়ন করবে, তাদের সবার ওপরই ভবিষ্যতে প্রয়োগ করা হবে। সরকার ও বিরোধী দল উভয়কেই এর আওতায় রাখা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিতে, ৩ মে বাংলাদেশ সরকারকে সিদ্ধান্তটির কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সময় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফরে ছিলেন এবং ওই বিশেষ দিনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে রাজনীতিবিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডারসেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ডের বৈঠক হয়। পরদিন ৪ মে যুক্তরাজ্য সফরে এসে বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। ১৪ মে যুক্তরাষ্ট্রসহ ছয় দেশের রাষ্ট্রদূতের পুলিশ এসকর্ট-সুবিধা বাতিল করা হয়। ১৫ মে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন, 'যারা আমাদের নিষেধাজ্ঞা দেয়, তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু কিনব না।'

নিষেধাজ্ঞা কোনো দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সুখকর বিষয় নয়। মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সামনে রেখে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় নিজের কৌশলগত ও ভূরাজনৈতিক লক্ষ্যভেদী স্বার্থ থাকে। ফলে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া কোনো দেশের মানুষ ও তার অর্থনীতি সত্যিকার অর্থেই ভালো নেই। এ অবস্থায় সরকারের মধ্যে ব্যাপকতর শুভবোধ আশা করি।

আমেরিকান ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতির তাৎপর্যকে একাধিক ধারায় ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে:

১. সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজের বয়ানে পরিবর্তন

ভিসা নিষেধাজ্ঞার আগাম ঘোষণা দেশের সুশীল সমাজকে ভয়ের সংস্কৃতি এবং সেলফ সেন্সরশিপ থেকে সরে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে। সুশীল সমাজের যে অংশ সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করত, অবধারিতভাবে তাদের রাজনৈতিক ব্যাখ্যার পরিবর্তন আসবে। এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য প্রকাশ্য অবস্থান নিতে ব্যাপকভাবে উৎসাহ জোগাবে। পাশাপাশি ভয়ের সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বাড়াবাড়ির কালে ক্ষয়িষ্ণু সুশীল সমাজে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হবে। রাজনীতিতে 'সফট পাওয়ার' (আদর্শিক শক্তি) তৈরির কাজে সুশীল সমাজ আগের চেয়ে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২. নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী প্রশাসন, আমলাতন্ত্র এবং বিচার বিভাগকে সুস্পষ্ট বার্তা

নতুন ভিসা নীতিতে বলা হয়েছে, ভিসা বিধিনিষেধ

আরোপের শিকার হবেন বাংলাদেশের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারপন্থী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং আইন প্রয়োগকারী, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা।

এর মাধ্যমে সিকিউরিটি সার্ভিস বা নিরাপত্তা বাহিনীসহ দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসন ও নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত করে শক্ত বার্তা দেওয়া হয়েছে। ফলে নতুন ভিসা নীতি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী সামরিক বাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগসহ সবাইকে শঙ্কিত রাখবে এবং বিরোধীদের প্রতি আক্রমণাত্মক হওয়ার ধারা থেকে সংযত করবে।

৩. পাচার করা কালোটাকার ভোগে বাধা

আমেরিকান ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতির সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, দায়ী ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও (ইমিডিয়েট রিলেটিভ) ভিসা নিষেধাজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। সুস্পষ্টভাবে এখানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের বেগমপাড়াকেন্দ্রিক ডলার পাচার, যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ কিংবা অবৈধভাবে অর্থ প্রেরণ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সুখের জীবনে ছেদ টেনে ভিসাসংক্রান্ত টানাপোড়েন সৃষ্টির বিষয়ে ইঙ্গিত আছে।

৪. এফডিআই ও রেমিট্যান্সপ্রবাহে নেতিবাচক ধারা

নতুন ভিসা নীতি বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ অর্থাৎ এফডিআই প্রবাহে নেতিবাচক ধারা তৈরি করতে পারে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে সাধারণত পশ্চিমা দেশগুলো অনুসরণ করে। ফলে কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়া থেকে বিনিয়োগপ্রবাহ কমে আসতে পারে।

বিগত বছরে সৌদি আরবকে হটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানতম রেমিট্যান্স উৎস হয়ে উঠেছে। সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে প্রবাসী আয় কমে আসতে পারে। অর্থাৎ স্বচ্ছ নির্বাচনে সরকারের অনীহা, কারচুপিরনির্ভর দলীয় নির্বাচনের যে একগুঁয়েমি, তাঁর ফলে দেশের সংকটময় অর্থনীতিতে আরও বেশি নেতিবাচক ধারা তৈরি হতে পারে।

৫. ভূরাজনীতির নতুন মেরুকরণে নতুন মোড়

নতুন ভিসা নীতি বাংলাদেশের ভূরাজনীতির মেরুকরণে পক্ষ নিতে বাধ্য করতে পারে। আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বোঝাপড়া ভেস্তে গেছে। তবে ভেতরে ভেতরে সরকারের ওপর কোয়াডে যুক্ত হওয়ার, মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি সমঝোতা, জিসোমিয়া এবং আকসা চুক্তিগুলো স্বাক্ষরের তীব্র চাপ তৈরি হলো। যেহেতু বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে স্বচ্ছ নির্বাচনের কোনো ইতিহাস নেই, তাই সরকার আগেই সতর্ক হয়ে শুভবোধ জাগ্রত করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের পথে হাঁটলে স্বাভাবিকভাবেই সম্ভাব্য মার্কিন চাপ কমে আসবে। কিন্তু একগুঁয়েমি করে বলপ্রয়োগে নিজেদের অধীনেই অস্বচ্ছ নির্বাচন করতে হলে, সরকারকে চীন রাশিয়ার বলয়ে ভেড়ার অনিশ্চয়তার পথে হাঁটতে হতে পারে। চীন ও ভারতকে পাশে পেতে দেশের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত স্বার্থ পরিপন্থী চুক্তির ক্ষেত্রও দুঃখজনকভাবে প্রসারিত করতে পারে।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, সরকার কেন্দ্র থেকে চাইলেও আঞ্চলিক প্রার্থীদের দুর্বৃত্তপনার কারণে সরকারের পক্ষে স্বচ্ছ নির্বাচন অসম্ভব। এতে দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রাজনৈতিক সংকট যেমন ঘনীভূত হতে পারে, তেমন অর্থনৈতিক সংকটও সুতীব্র হবে, কেননা বাংলাদেশের রপ্তানি ওরেমিট্যান্স ডলারের প্রধানতম উৎস যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদেশগুলো। নতুন ভিসা নীতির পরোক্ষ বার্তা হচ্ছে, রপ্তানি বাজারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাও।

ভিসা নীতির আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে, সরকার প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্রের বিবদমান পক্ষগুলো প্রতিপক্ষের নির্বাচনী জালিয়াতির সংশ্লিষ্টতা ফাঁস করে একে অন্যের বিদেশ গমনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। পাশাপাশি নতুন ভিসা নীতি বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতেও একটি ইতিবাচক বার্তা দেবে। সরকারের পক্ষে সংবাদ ও ভাষ্য তৈরি, প্রোপাগান্ডা ছাড়ানো, সেলফ সেন্সরশিপ করে স্বচ্ছ নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধা দান কিংবা মিডিয়া ব্ল্যাকআউটের বিষয়গুলো কিছুটা হলেও কমে আসবে।

নিষেধাজ্ঞা কোনো দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সুখকর বিষয় নয়। মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সামনে রেখে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় নিজের কৌশলগত ও ভূরাজনৈতিক লক্ষ্যভেদী স্বার্থ থাকে। ফলে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া কোনো দেশের মানুষ ও তার অর্থনীতি সত্যিকার অর্থেই ভালো নেই। এ অবস্থায় সরকারের মধ্যে ব্যাপকতর শুভবোধ আশা করি।

পাশাপাশি এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত অন্যায় ক্ষমতাকাঠামোয় ভারসাম্য এনে এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিয়ে স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটা, যাতে নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বাংলাদেশে নতুন করে সাংবিধানিক স্বৈরাচার সৃষ্টি না করে এবং বারবার ভোট জালিয়াতির অবৈধ সরকারের সংকট তৈরি না হয়।

প্রায় ১৮ কোটি মানুষের দারিদ্র্য ও জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ দেশটি আর কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রত্যাশা করে না, আমাদের সময় হয়েছে রাষ্ট্র ও রাজনীতি সংস্কারের এবং সক্ষম প্রতিষ্ঠান গড়ার। পাশাপাশি আমাদের দরকার একটি নতুন সামাজিক সনদ, যেখানে রাজনীতিবিদেরা সমাজ ও মানুষের সঙ্গে কীভাবে ন্যায়নিষ্ঠ ও সাম্যভিত্তিক মানবিক আচরণ করবে, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন কায়েম করবে, তার বিশদ বোঝাপড়ার নতুন শপথ।

লেখক: টেকসই উন্নয়নবিষয়ক লেখক। গ্রন্থকার: চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ; বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর; অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের অভাবিত কথামালা; বাংলাদেশের পানি, পরিবেশ ও বর্জ্য।

তৃতীয় মেয়াদে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট

(প্রথম পাতার পর)

তামিম বিন হামাদ ও হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর অরবান। এক টুইটে কাতারের আমির বলেছেন, 'প্রিয় ভাই আমার রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, আপনার বিজয়ে অভিনন্দন। নতুন মেয়াদে আপনার সাফল্য কামনা করছি।'

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী অরবান এক টুইটে 'প্রশ্নহীন' বিজয়ে এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভোটের ফল আসার পর নিজের শহর ইস্তাম্বুলে এক ভাষণে এরদোয়ান বলেছেন, 'জাতির পক্ষে রায় দিয়ে আমরা দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ করেছি।' ছাদ খোলা বাসের ওপর দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আমরা আপনাদের আস্থা রক্ষা করব।'

গত ১৪ মে তুরস্কে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় প্রেসিডেন্ট পদে কোনো প্রার্থীই ৫০ শতাংশ ভোট পাননি। ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছিলেন এরদোয়ান। এরপরই ছিলেন কেমাল কিলিচদারওলু। তাঁর ভোট ছিল ৪৪ দশমিক ৮ শতাংশ। ফলে ভোট দ্বিতীয় দফায় গড়ায়।

২০১৪ সাল থেকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন এরদোয়ান। এর আগে ২০০৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশটির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর ইস্তাম্বুলের মেয়র ছিলেন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত।

নিউ মেক্সিকো রাজ্যে গুলিতে নিহত ৩

(প্রথম পাতার পর)

নিউ মেক্সিকোর রেড রিভার শহরে। ছোট্ট এই শহরে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিল প্রায় ২০ হাজার মোটরসাইকেল।

জানা গেছে, শনিবার বিকেল ৫টার দিকে এই গুলির ঘটনা ঘটে। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমকে একটি ভিডিও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন রেড রিভারের মেয়র লিন্ডা ক্যালহাউন। তিনি বলেন, এই ঘটনায় সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিংবা উদ্ধারকারীদের কেউ আহত হননি। স্থানীয় কেউ এ ঘটনায় হতাহত হননি। কোনো একটি অপরাধী চক্র এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ধারণা করছেন তিনি লিন্ডা বলেন, যাঁরা গুলি চালিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই ঘটনায় এডি কুক নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, মানুষ দৌড়াচ্ছিল এবং চিৎকার করছিল। মানুষ যখন দৌড়াচ্ছিল, তখন গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

এদিকে গুলির ঘটনার পর সেখানে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। রাত ১০টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত কারফিউ জারি ছিল এবং সেই সময় মদ বিক্রিও বন্ধ ছিল। এর আগে ১৫ মে গুলিতে নিউ মেক্সিকোয় তিনজন নিহত হয়েছিলেন।

প্রথম নারী হিসেবে ওয়েস্ট পয়েন্টে সমাবর্তন বক্তৃতা ভাইস

(প্রথম পাতার পর)

চার দশক ধরে ধীরে এই এই একাডেমিতে নারী ক্যাডেট গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা বাড়ছে। তবে এই প্রথম কোনো নারী সেই গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে কমেন্সমেন্ট স্পিচ রাখার সুযোগ পেলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, প্রতিবছর প্রেসিডেন্ট নিজেই এই অনুষ্ঠানে কমেন্সমেন্ট স্পিচ রাখলেও এবছর তা রাখলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এ বছর যাচ্ছেন কোলোরাডোতে ইউএস এয়ারফোর্স একাডেমির গ্রাজুয়েটদের সমাবর্তনে। ইউএস আর্মি একাডেমিতেও কমলা হ্যারিসের এটি প্রথম সফর।

নিউইয়র্কের ওয়েস্ট পয়েন্টে ৯৫০ জন নারী পুরুষ ক্যাডেট একই গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে অংশ নেন একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর গুরুত্বের দিকগুলোতে জোর দেন কমলা হ্যারিস তার বক্তৃতায়। গ্রাজুয়েটিং ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে তিনি দেশের সেবায় সকল স্বার্থকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। একটি শক্তিশালী আমেরিকাই পারবে একটি স্থিতিশীল বিশ্ব নিশ্চিত করতে, বলেন কমলা হ্যারিস। তিনি বলেন, মিলিটারি অ্যাকাডেমির গ্রাজুয়েটরাই একদিন এই শক্তির অন্যতম ভিত হয়ে উঠবে। ম্যানহাটন থেকে ৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত এই ওয়েস্ট পয়েন্টে কমলা হ্যারিস মিলিটারি অ্যাকাডেমির গ্রাজুয়েশেন অংশ নেন।

এ বছরের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে এক চতুর্থাংশই নারী। তবে এদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ নারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৭৬ সালে একাডেমিতে প্রথম নারী ক্যাডেটদের ভর্তির সুযোগ হয়। আর তারা গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন ১৯৮০ সালে। ১৮০২ সালে ওয়েস্ট পয়েন্ট মিলিটারি অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে এখান থেকেই দেশের ভবিষ্যত সামরিক নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে আসছে যাদের মধ্যে অন্যতম নামগুলো হচ্ছে জেনারেল ডগলাস আর্থার, জেনারেল জর্জ প্যাটন ও প্রেসিডেন্ট ইউলিসিস এস গ্র্যান্ট ও প্রেসিডেন্ট ডুইট ডি আইসেনহাওয়ার। গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে ক্যাডেটরা সেনা বাহিনীর সেকেন্ড লেফট্যান্যান্ট হিসেবে কমিশন প্রাপ্ত হলেন। গত বছর কমলা হ্যারিস যোগ দিয়েছিলেন কানেটিকাটের নিউ লন্ডনে ইউএস কোস্ট গার্ড একাডেমির গ্রাজুয়েশনে। তার আগের বছর তিনি যান মেরিল্যান্ডের এনাপোলিসস্থ ইউএস নেভাল একাডেমিতে।

আন্দোলনের কৌশল সন্ধানে!

॥ কাজী মুহাম্মদ মাইন উদ্দীন ॥

বাংলাদেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য কিভাবে আন্দোলন করতে হবে তার জন্য এই প্রবন্ধে বয়সভিত্তিক আন্দোলন বিভাজন করে দেখানো হয়েছে। মোট ছয়টি বয়সভিত্তিক স্তর করা হয়েছে। প্রথম স্তরে থাকবে দলের বুদ্ধিজীবীরা। এদের বয়স হবে ৭০ বছরের উর্ধ্বে। দল এদের ব্যাপারে বেশ সতর্ক থাকবে। যেকোনো রকম জেল-জুলুম হুলিয়া এরা সহ্য করতে পারবেন না। এ ধরনের অবস্থার শিকার হলে এদের মৃত্যুও হতে পারে। প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দল তাদের কর্মকে দু'ধারায় বিভক্ত করবে। একটি হলো অভ্যন্তরীণ কর্ম, অন্যটি হলো বহির্মুখী কর্ম। এর সদস্যরা বহির্মুখী কর্মের সাথে যুক্ত হবেন। এদের বিশেষ পদবি থাকবে।

আলোচনার সুবিধার্থে একটি নাম এই প্রবন্ধে দেয়া হলো- তা হলো 'পার্টি এনভয়' বা দলীয় দূত। এরা বড় বড় প্রভাবশালী দেশে যাবে দলের হয়ে। যাকে আমেরিকাতে পাঠাবেন তার পদবি হবে (দলীয় পদবির বাইরে) পার্টি এনভয় ইন আমেরিকা বা আমেরিকায় দলীয় দূত। এদের দু'টি পদবি থাকবে। একটি হবে দলীয় পদবি আর অন্যটি হবে কর্মপদবি। কোনো দলের প্রেসিডিয়াম মেম্বার বা স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার হয়ে কেউ যে দেশে নিয়োগ পাবেন সে দেশের দলীয় দূত হবেন। মূল পদবি ঠিক থাকবে এবং সেই পদবি শূন্য হবে না। এই আলোচনায় চার প্রক্রিয়ায় দলীয় দূত নিয়োগ করার কৌশল দেখানো হয়েছে-

১. বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলোতে; ২. আমাদের দেশে বিনিয়োগ আছে এমন দেশগুলোতে; ৩. মুসলিম দেশগুলোতে; ৪. দলকে বা দলীয় প্রধানকে পছন্দ করে বা দলীয় শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বকে পছন্দ করে এমন দেশগুলোতে।

এরা যেসব কাজ করবে :

১. দলীয় দূতরা যিনি যে দেশে কর্মরত হবেন সে দেশের সরকারকে নিজ দেশের সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের বিষয়ে জ্ঞাত করে নিজ দলের অনুকূলে সহযোগিতা করার জন্য কার্যকর প্রচেষ্টা চালাবেন।

২. সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রমাণপত্রসহ ওই দেশগুলোকে অবহিত করতে হবে। তাদের মধ্যে এমন বিশ্বাস তৈরি করতে হবে যে, আমাদের দেশে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ এবং তা পরিবর্তন করতে হবে।

৩. বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান দেশ। সরকারি চাকরির কত ভাগ অমুসলিম জনগণ ভোগ করছে, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কত ভাগ অমুসলিম, ৬৪ জেলায় কতজন অমুসলিম জেলা প্রশাসক রয়েছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কতজন অমুসলিমপ্রধান পদে আছেন তা তথ্যপ্রমাণসহ উপস্থাপন করতে হবে। এটি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের জন্য নয়। করা হবে অতি উৎসাহী হয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়তি সুযোগ দিয়ে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বঞ্চিত করার জন্য। ইসলামী রাজনৈতিক নেতাদের হেনস্তা করা, গ্রেফতার করার বিষয় জানাতে হবে। মুসলিম ব্যক্তিত্বদের ফাঁসির দন্ডাদেশ কার্যকর করার বিষয় আলোচনায় আসবে। সংখ্যাগুরুদের নির্যাতন করার জন্য কিভাবে হেইট ক্যাম্পেইন করা হয় সেটা জানানোর জন্য। তবে সব ৭০+ বছরের শারিরীকভাবে অক্ষম রাজনৈতিক নেতাকে দলীয় দূত হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না। যারা চলাফেরায় সক্ষম তাদের এ কাজে নিয়োগ দিতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপটির বয়স রেঞ্জ হবে ৬০-৬৯ বছর। এই অংশের নাম হবে দলীয় সম্পদ। এরা দেশের ভেতর থেকে সরকার হঠাও আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন। এদের স্লোগান হবে- সরকার হটাও, দেশ বাঁচাও। এদের আন্দোলন দু'টি ধারায় বিভক্ত হবে। একটি হলো- মাঠ-ময়দানভিত্তিক রাজপথকেন্দ্রিক। অন্যটি হবে বুদ্ধিবৃত্তিক। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এরা সমমনা পেশাজীবীদের সংযুক্ত করে 'কম্বাইন্ড ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট' সৃষ্টি করবেন। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন হলো এমন এক আন্দোলন যে আন্দোলনে জান-মালের ক্ষতি হয় না, সরকারকে বুঝিয়ে, তা না হলে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে অথবা বলপ্রয়োগ করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা বা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন করা অনেক শান্তিপূর্ণ। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সর্বশেষ প্রক্রিয়া হলো- বলপ্রয়োগ। তবে এটি করতে গেলে সজ্ঘাত অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে এমন সম্ভাবনাকে কোনো অবস্থায় নাকচ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সরকার বেসামরিক প্রশাসন, আধা-সামরিক প্রশাসন ও দলীয় কর্মী-সমর্থক নিয়ে বাধা দিতে পারে। ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের রাজনীতির দিকে দৃষ্টি দিলে এ ব্যাপারে ধারণা লাভ করা যাবে।

রক্তের খেলা যাতে না হয় তার জন্য কিছু দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করতে হবে। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল, ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন সরকার যাকে বলা হয় সেনাসমর্থিত বেসামরিক সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে হটিয়ে জেনারেল পারভেজ মোশাররফের ক্ষমতা দখল, মিয়ানমারে সুচিকে হটিয়ে সামরিকজান্তার ক্ষমতা দখল প্রভৃতি রক্তপাতহীন পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত।

আফ্রিকা মহাদেশে ১৯৫২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ৮৫ বার অভ্যুত্থান ঘটেছিল। পশ্চিম আফ্রিকায় ৪২ বার অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি ছাড়া বাকি অভ্যুত্থানগুলো রক্তপাতহীন ছিল।

তৃতীয় ধাপটির নাম হবে নেতৃত্ব। এদের বয়স হবে ৪৫ বছর থেকে ৫৯ বছর। এরা অভ্যন্তরীণ আন্দোলন পরিচালনা করবেন। এদের নেতৃত্ব হবে মাঠে-ময়দানে, সড়কপথে, নৌপথে, রাজপথে। দ্বিতীয় ধাপকে অবহিত করে তৃতীয় ধাপ নেতৃত্ব পরিচালনা করবে। ৫১ সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চতর গ্রুপ পুরো ঢাকাকে চারটি অংশে বিভক্ত করে চারটি গ্রুপ নেতৃত্ব তৈরি করবে। প্রতিটি গ্রুপ রাজপথে থাকবে। প্রতিটি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা সমান থাকবে। কিন্তু গ্রুপের সব সদস্য এক সাথে মাঠে বা রাজপথে থাকবে না। মাঠে ও অন্তরালে পাল্টাপাল্টিভাবে অবস্থান করবে। গ্রেফতার এড়াতে নেতৃত্বকে এভাবে সাজাতে হবে। ছয় মাসের আন্দোলন পরিকল্পনা তৈরি করে এর ছয়টি ভাগ রচনা করতে হবে। প্রতি ভাগের মেয়াদ হবে এক মাস। প্রথম মাসে পতন করাতে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় মাসে পতন ঘটাতে হবে। এভাবে সর্বোচ্চ ছয় মাসের মধ্যে সফলতায় পৌঁছাতে হবে।

অন্যান্য শহরে বা নগরেও ৫১ সদস্যের প্রধান গ্রুপ থাকবে, যারা তাদের অধীনে চারটি গ্রুপ নির্বাচন করবে। প্রতি ১০ দিনে তাদের নেতৃত্ব পরিবর্তন করবে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। অন্য দিকে অধীন চারটি গ্রুপ নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্য এবং যেকোনো ধরনের ঝুঁকি এড়াতে প্রতি পাঁচ দিনে নেতৃত্ব পরিবর্তন করতে হবে। তবে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। প্রত্যেক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অধীন নেতৃত্ব পরিবর্তন করতে পারবে। এখানেও আন্দোলন পরিকল্পনা ছয় ভাগে বিভক্ত থাকবে। প্রতি ভাগের মেয়াদ হবে এক মাস।

চতুর্থ ধাপটির নাম ওহঃবৎধপঃরড়হ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এরা কাজ করবে সরকারের দ্রুত পতনের জন্য। এদের ব্যানার হবে- ডব ড়িৎশ ভড়ৎ ফবসড়পৎধপু ধহফ ড়িৎশ ভড়ৎ ংধাব ষরনবৎঃু এদের স্োগান হবে- দেখা হবে মিছিলে, কথা হবে স্োগানে, লাঠিতে লাঠিতে শরীরচর্চা করো।' এদের বয়স হবে ৩৫ থেকে ৪৪ বছর। এরা স্বাধীনভাবে কাজ করলেও অপেক্ষাকৃত উপরের ধাপের নির্দেশনা মেনে চলবে। সাধারণত পিকেটিং, পুলিশি বাধা মোকাবেলা, অবরোধ তৈরি করা, হরতালের মতো কর্মসূচি কঠোরভাবে পালন প্রভৃতির জন্য রাজপথে কঠিন আত্মরক্ষামূলক অবস্থান করবে। এরা কোনো ক্রিয়া করলে (যেমন- অবরোধ তৈরি) প্রতিক্রিয়া কী হয় তার ওপর ভিত্তি করে নতুন কর্মসূচি তৈরি করবে।

পঞ্চম ধাপটির নাম হবে বাস্তবায়ন। এরা মাঠে-রাজপথে কাজ করবে। এদের বয়স হবে ২৫ থেকে ৩৪ বছর। সরকার পতনের জন্য এরা উপরের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবে। এদের কাজ হতে পারে সচিবালয়সহ সরকারি অফিস আদালত ঘেরাও, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অকার্যকরে ভূমিকা গ্রহণ।

ষষ্ঠ ধাপের নাম হবে সক্রিয় কর্মী। এদের বয়স হবে ১৮ থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত। এই বয়সটি হচ্ছে অসীম সাহসী বয়স। এরা সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করবে। সরকারি নির্দেশনা পালনকারী আধা-সামরিক বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকারদলীয় ক্যাডার বাহিনী বা সরকারদলীয় অ্যাক্টিভিস্ট কর্তৃক যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসী হামলা বা অন্য যেকোনো বাধা মোকাবেলায় সামনে এরা থাকবে। এরা উপরের নির্দেশনা অনুসারে কাজ করবে। এরা আন্দোলনের সম্মুখসারির সর্বাধিক কার্যকর অংশ। এ কাজের ঝুঁকি অনেক বেশি বলে দল থেকে এদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। শুধু তাই নয়, আন্দোলনে আহত-নিহতদের পুরস্কারের ঘোষণা দল থেকে আসতে হবে। এরা মাঠে-রাজপথে অবস্থান করে আন্দোলন সফল করবে।

বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তা থেকে বিএনপি তথা বাংলাদেশের মুক্তির উপায় একটি গণ-অভ্যুত্থান। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন বা অহিংস আন্দোলন দীর্ঘ সময়ের আন্দোলন। আর এটি হবে কার্যকর গণ-আন্দোলন, সংক্ষিপ্ত সময়ের আন্দোলন। বর্তমান সংসদের মেয়াদ মাত্র কয়েক মাস রয়েছে। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকার যদি জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে সক্ষম হয় তাহলে নির্বাচনী ফলাফল তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অনুকূলে আসতে পারে এবং তা হলে তারা সরকার গঠন করবে। তাতে বিরোধী মতের ওপর নির্যাতন বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে। ইসলাম ধর্মানুসারীদের ওপর চরম মাত্রায় নির্যাতন হতে পারে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ও ইসলাম ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সরকারবিরোধী কঠিন আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যদি কোনো আন্দোলন ছাড়া আন্তর্জাতিক প্রভাবে শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয় তাহলে কোনো অরাজনৈতিক সরকার গঠিত হতে পারে। এ অবস্থায়ও গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের জন্য বিএনপিকে আন্দোলন করতে হবে। ফলে অরাজনৈতিক সরকার বা নির্দলীয় সরকার আন্দোলন ঠেকানোর জন্য আওয়ামী লীগের সাথে হাত মেলাতে পারে (এখন এটা অসম্ভব মনে হতে পারে)।

প্রভাবশালী পক্ষগুলো নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে আবার ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে পারে। আনুমানিক দুই বছর সময় নিয়ে তারা এ কাজটি করতে পারে। তাই এখনই সময় আন্দোলন করে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। প্রাকৃতিক নিয়মে বা বিশ্ব রাজনীতির মারপ্যাঁচে সরকারের পতন সম্ভাবনা রয়েছে। এর সাথে যদি আন্দোলন যুক্ত হয় তাহলে পতন ত্বরান্বিত হবে- এমনটি আশা করা যায়।

লেখক: প্রেসিডিয়াম মেম্বার, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি

(প্রথম পাতার পর)

টেলিভিশনের টক শো এসব চলছেই প্রায় এক সপ্তাহ ধরে। বাংলা পত্রিকা'র এই প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত।

কি আছে ভিসা নীতিতে

যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের কয়েকটি ধারা অনুযায়ী নতুন যে ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। ৩ মে যুক্তরাষ্ট্র নতুন এই ভিসা নীতির বিষয়ে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন প্রথমে টুইট করে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। পরে এ বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত বিবৃতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনেও বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি চালুর বিষয়টি তুলে ধরেন। এ বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতিতে বলেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কাজের মধ্যে রয়েছে: ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, জনগণকে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার চর্চাকে সহিংসতার মাধ্যমে বাধাদান। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, ভোটার, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমকে তাদের মতামত প্রচার করা থেকে বিরত রাখতে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের পরবর্তী সংসদ নির্বাচন যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু হয়, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রত্যাশার কথা বারবার বলে আসছে। বিশেষ করে চলতি বছরে এ পর্যন্ত ঢাকা ও ওয়াশিংটনে দুই দেশের মধ্যে নানা পর্যায়ের যেসব বৈঠক ও আলোচনা হয়েছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের এই প্রত্যাশার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন টুইটে লিখেছেন, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে আমি আজ নতুন একটি ভিসা নীতি ঘোষণা করছি। এই নীতির অধীনে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে মনে করা ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ভিসা প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপে আমরা সক্ষম হব।'

বিবৃতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন বলেছেন, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ভোটার, রাজনৈতিক দল, সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যমসহ সবার। যারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে চায়, তাদের সবাইকে আমাদের সমর্থন দিতে আমি এই নীতি ঘোষণা করছি।' যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু বাংলাদেশের একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিনকেন গত বুধবার বাংলাদেশের জন্য নতুন যে ভিসানীতি অনুমোদন করেছেন তা সরকারি, বিরোধী পক্ষ, সামরিক-বেসামরিক কর্মী, নিরাপত্তা বাহিনী, বিচার বিভাগসহ সবার জন্য প্রযোজ্য হবে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া:

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা সম্পর্কে খুব দ্রু একটি প্রতিক্রিয় দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। তিনি বলেন, 'এটা নিষেধাজ্ঞা নয়। বিএনপির উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত, তারা নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের সময় যে সহিংসতা চালিয়েছে, সেটার জন্যও ভিসা বিধিনিষেধ আসতে পারে। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই এই ভিসা নীতিতে সরকারের উদ্বেগের কিছু নেই।'

কিন্তু ভাবনায় আওয়ামী লীগ

যদিও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা এবং মন্ত্রীরা একই সুরে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত ভিসা নীতির বিধিনিষেধ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব রাজনৈতিক দলের জন্যই প্রযোজ্য এবং একটা সতর্কবার্তা। এ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও সরকার বিচলিত নয়। কিন্তু দলটির একাধিক নেতা জানিয়েছেন, বিষয়টাতে সরকার ও তাঁদের দলের ভেতরে কিছু প্রশ্ন আলোচনায় রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতির প্রভাব কী হতে পারে, সেটি ভাবনায় ফেলেছে আওয়ামী লীগকে। বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার ক্ষেত্রে যারা বাধা সৃষ্টি করবে, তাদের বিধিনিষেধের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে। কিন্তু তা চিহ্নিত করা হবে কীভাবে, এটি বড় প্রশ্ন আওয়ামী লীগ ও সরকারের কাছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে চিহ্নিত করার কথা বলেছে। তাতে আওয়ামী লীগ ও সরকার সন্তুষ্ট হতে পারছে না। দলটির বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে এমন ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। একই সঙ্গে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতির প্রভাব কী হতে পারে অথবা প্রভাব কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে- এটিও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন না আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকে। বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এই ভিসা নীতির বিধিনিষেধের বিষয়টি ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে। কে এর আওতায় পড়ে যাবে, সেটা যেমন পরিষ্কার নয় সরকারের কাছে; একই সঙ্গে কাউকে সুনির্দিষ্ট করে নিষেধাজ্ঞা যে দেওয়া হয়নি, সেটাকে একধরনের স্বস্তি হিসেবে দেখছেন ক্ষমতাসীনেরা। তাঁরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপে সব রাজনৈতিক দলের জন্যই বার্তা দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা তাঁদের আলোচনায় এসেছে। যার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে মন্ত্রীদের বক্তব্যে।

যা বললেন ওবায়দুল কাদের

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি নিয়ে বিএনপি বেকায়দায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন করব। তাতে বাইরের কে ভিসা নীতি দিল, নিষেধাজ্ঞা দিল, এ নিয়ে আওয়ামী লীগের, শেখ হাসিনার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা তো নির্বাচন সুষ্ঠু করব, অবাধ ও নিরপেক্ষ করব। গাজীপুরে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। আমেরিকা যে ভিসা নীতি প্রকাশ করেছে, তাতে নির্বাচনে বাধা দিলে খবর আছে। আমেরিকার নতুন ভিসা নীতিতে বিএনপির গলা বসে গেছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। আমরা প্রস্তুত, খেলা হবে। ফাইনাল খেলা আগামী নির্বাচনে, নৌকা বনাম ধানের শিষ খেলা হবে। বাংলার মানুষ ধানের শিষ চায় না।নতুন ভিসা নীতিতে আমেরিকা বলেছে, সুষ্ঠু নির্বাচনে যারাই বাধা দেবে, তাদের ভিসা বন্ধ করে দেবে। এখানে আমাদের কিছুই নেই। সবশেষ গাজীপুরে সুষ্ঠু নির্বাচন করে দেখিয়ে দিয়েছি, আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন করব।

সুযোগ ও ঝুঁকি দুটোই দেখছে বিএনপি

বিএনপির নেতারা মনে করেন, তাঁদের আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে নতুন আমেরিকান ভিসা নীতি বিএনপির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে বলে দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা মনে করেন। তবে তাঁদের এমন মূল্যায়নও রয়েছে, ভিসা নীতিতে কিছু অস্পষ্টতা থাকায় বিষয়টিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। এটি পরে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই দুশ্চিন্তা ও ঝুঁকি এড়িয়ে ভিসা নীতির সুযোগ কতটা কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে দলের উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে। বিএনপির নেতাদের মধ্যে এমন আলোচনাও রয়েছে, তাঁদের দীর্ঘ আন্দোলনের পটভূমিতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে। ফলে পুরো বিষয়টিকে তাঁরা ইতিবাচক হিসেবেই দেখতে চান। বিএনপির নেতারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়ে তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে সরকারের ওপর কতটা চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন, সেই আলোচনা চলছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির বিধিনিষেধ দেশের সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও বলেছে, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার দায়িত্ব শুধু সরকার বা একক কোনো দলের নয়। বিএনপিসহ সব দলেরই দায়িত্ব রয়েছে। ফলে নতুন ভিসা নীতি সব দলের জন্যই সতর্কবার্তা। বিএনপিও যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপকে সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখছে।

'ষড়যন্ত্র' হিসেবে দেখছেন মেনন

বাংলাদেশের ওপর আরোপ করা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতিকে 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। মেনন বলেন, '৮০ বছরে পৌঁছে মনে হয়েছে, হয়তো অবসরে যাওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশকে ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে প্রতিক্রিয়াশীলদের। ষড়যন্ত্রের সবশেষ বহিঃপ্রকাশ দেখলাম সম্প্রতি বাংলাদেশের ওপর আরোপিত নতুন মার্কিন ভিসা নীতির মধ্য দিয়ে।'

আবেদন করার প্রয়োজন নেই: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি নিয়ে সরকারের আবেদন করার কোনো প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন, 'যদি এই আইনের (ভিসা নীতি) কারণে জ্বালাও-পোড়াও বন্ধ হয়, তা হবে আশীর্বাদ।' ভিসা নীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোনো আবেদন করবেন কি না এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের আবেদন করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা একটি সুন্দর, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য যা যা করার দরকার, সেই ইনস্টিটিউশন ডেভেলপ করেছি। আমরা একটা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করব। সেখানে অন্য লোক সাহায্য করেন ভালো, না করলেও উই আর কমিটেড টু ইট।'

রাষ্ট্রদূতের বাসায় বৈঠক: সতর্কবার্তা হিসেবে দেখছে সব পক্ষ

বিষয়টিকে সতর্কবার্তা হিসেবে দেখছে সব পক্ষ। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টিসহ সংশ্লিষ্ট সবাই যুক্তরাষ্ট্রের ওই হুঁশিয়ারি বার্তা আমলে নিয়েছে। ওই দলগুলোর প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠক করেছেন। ভিসানীতি ব্যাখ্যা করতে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তাঁর বাসায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিলেন তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সেলিম মাহমুদ ও সুচিন্তা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো. এ আরাফাত। বিএনপির পক্ষে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ এবং জাতীয় পার্টির পক্ষে মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু ও প্রেসিডিয়াম সদস্য মেজর (অব.) রানা মোহাম্মদ সোহেল উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রতিনিধিদের মধ্যে কিছুটা বাহাস হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রায় দুই ঘণ্টা বৈঠকের পর জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে আমেরিকান সরকারের ঘোষণা করা ভিসা নীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তারা এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত জানতে চেয়েছে। তিন দলের পক্ষ থেকে মতামত দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নিয়েও আওয়ামী লীগ-বিএনপি নেতারা কথা বলেছেন। চুন্নু বলেন, 'নির্বাচন যেন সুষ্ঠু হয় সে কারণেই তারা ভিসানীতি ঘোষণা করেছে, এটা বোঝা গেছে। এ ব্যাপারে আমাদের দলও একমত। আমরা বলেছি, মার্কিন সরকার যে ভিসানীতি ঘোষণা করেছে তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।' বৈঠকে আওয়ামী লীগের নেতারা গণতন্ত্রের জন্য আওয়ামী লীগের সংগ্রাম, নির্বাচন কমিশন আইন প্রণয়নসহ নানা অবদানের কথা তুলে ধরেন।

বৈঠকের প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ কালের কণ্ঠ-কে বলেন, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তাঁদের নতুন ভিসানীতি নিয়ে আলাপ করেছেন। এ আলাপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো বক্তব্য দেয়নি। সেলিম মাহমুদ আরো বলেন, 'বিএনপি আমাদের দেশের ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ চেয়েছিল সেটা সফল হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। তারা যে ভিসানীতি ঘোষণা করেছে তার ফলে বিএনপির নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা থেকে সরে আসতে হবে। নির্বাচন প্রতিহত করতে চাইলে তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি প্রয়োগ হবে।'

বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়ায় 'সন্তুষ্ট' যুক্তরাষ্ট্র

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে নতুন আমেরিকান ভিসা নীতির বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র 'সন্তুষ্ট' বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এক প্রশ্নের জবাবে তাঁর দেশের এই অবস্থানের কথা জানান। ম্যাথু মিলার বলেন, 'আমাদের সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানোয় আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাকে এগিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে স্থায়ী উপায় গণতন্ত্র। এ জন্যই আমরা এই ঘোষণা দিয়েছি। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চাই।' এদিকে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস তার ফেসবুক পেজে এক বার্তায় বলেছে, 'আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে সমর্থন করি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে এমন ব্যক্তিদের ভিসা সীমিত করার এই নতুন ভিসানীতি সবার জন্য প্রযোজ্য।'

এনওয়াপিডি'র প্রধান বিপাকে

(প্রথম পাতার পর)

২০২১ সালে থ্যাংকস গিভিং ডে'র আগের রাতে তার কিছু সিদ্ধান্তের কারণে এবার তাকে সাজা ভোগ করতে হচ্ছে। সাজা হিসেবে তার ১০টি ছুটির দিন কেটে নেওয়া হতে পারে। সিভিলিয়ান কমপ্লেইন্ট রিভিউ বোর্ডের একটি নিরপক্ষ প্যানেল এ বিষয়ে তদন্ত করে এই সুপারিশ করে।

ঘটনার বিবরণে বলা হয়ছে, ২০২১ সালে থ্যাংকস গিভিং ডে'র আগের রাতে এনওয়াইপিডির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্রুইথপ ফরেস্টার ১২, ১৩ ও ১৪ বছর বয়সী তিন কিশোরকে ব্রাউজভিলের সড়কে ধাওয়া করেন। বালকদের অপরাধ ছিলো, বাস্কেটবল খেলার সময় তাদের ছুড়ে মারা বল এসে ওই সাবেক পুলিশ কর্মকর্তার বাড়ির সামনের সার্ভিলেন্স ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ফরেস্টার অস্ত্র হাতে বালকদের তাড়া করেন। প্রায় ৭ মিনিট ধরে তাদের পেছনে অস্ত্র উঁচিয়ে ছুটতে থাকেন। আর বালকগুলো মৃত্যুভয়ে দৌড়াতে থাকে। পরে পুলিশের এক সার্জেন্ট ফরেস্টারকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ কার্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত ওই কর্মকর্তা পুলিশ প্রধান জেফরি ম্যাডরে-কে কল করতে বলেন। পরে ম্যাডরে ওই পুলিশ কার্যালয়ে আসেন এবং ফরেস্টারকে ছেড়ে দিতে বলেন। বিষয়গুলো তদন্তে প্রমাণিত হলে পুলিশ কমিশনার কিসান্ত সোয়েল সাজা হিসাবে ম্যাডরের ১০টি ছুটির দিন বাতিলের সুপারিশ করেন। পরবর্তী বিভাগীয় বিচারে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এনওয়াইপিডি'র একজন মুখপাত্রের বরাতে খবরে বলা হয়েছে, ডিসিপ্লিনারি বিষয়ে বিভাগ থেকে কোনো মন্তব্য দেওয়া হয় না।

তবে মেয়র এরিক অ্যাডামস এরই মধ্যে জেফরি ম্যাডরের পক্ষে তার সমর্থন জানিয়েছেন বলে ফক্স এর ওই খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিটি কাউন্সিল পাস হাউজিং ভাউচার

(প্রথম পাতার পর)

ও নিম্ন আয়ের মানুষের হাউজিং ভাউচার ব্যবহারের সুযোগ বাড়লো। বৃহস্পতিবার (২৫ মে) এই ভোটাভুটিতে বিলটির পক্ষে ভোট পড়ে ৪১ টি। আর বিপক্ষে ৭ টি। মেয়র এরিক অ্যাডামসের ভেটো থাকলেও বিলের পক্ষে ভোটের ব্যবধান এত বেশি ছিলো যে তা কার্যকর হয়নি। এই বিলের লক্ষই ছিলো নিম্নআয়ের ও গৃহহীন নগরবাসীর জন্য সিটি ফ্যামিলি প্রিভেনশন সাপোর্ট নামের একটি ভাউচার চালু রাখা। এর আওতায় যতটা অর্থ মেলে তাতে এসব পরিবারের জন্য বাড়িভাড়াটা হয়ে যায়।

কাউন্সিলের স্পিকার অড্রিন অ্যাডামস বলেন, 'এই বিলটি পাশের মাধ্যমে নিউইয়র্কারদের গৃহহীনতার সমস্যা মেটানোর পথ প্রসারিত হলো।' সিটিএফএইচইপিএস ভাউচার এ লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা। যা আমাদের অব্যহত রাখতেই হবে, বলেন স্পিকার। এর মধ্যে ৮৭৮-এ বিলে ভাউচারটি পেতে নিউইয়র্কারদের ৮০ দিন হোমলেস সেন্টারে কাটাতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ৮৯৩-এ বিলে সিটিএফএইচইপিএস ভাউচার পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি আরও ব্যাপক করা হয়েছে যাতে আরও অনেকেই এর আওতায় আসতে পারেন। আর তারা একটি রেন্ট ডিম্যান্ড লেটার জমা করলেই উচ্ছেদ থেকে রেহাই পাবেন। ২২৯-এ বিলে এই ভাউচারের অর্থে ইউটিলিটি বিল দেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই এই বিলের বিরুদ্ধে কথা বলে আসছিলেন কিন্তু কাউন্সিল সদস্যদের সর্বোচ্চ সমর্থনে এটি পাশ হলো আর তাতে ভেটো দেওয়ার অধিকারও থাকলো না মেয়রের। মেয়র অবশ্য এ জন্য অর্থ ব্যয়ের যুক্তিটাই সামনে এনেছিলেন। বলেছিলেন এই ভাউচার চালু রাখতে আগামী ৫ বছরে ১৭ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। আর সে জন্য নিউইয়র্কারদের ওপরও ট্যাক্সের বোঝা বাড়বে। বিলটি এমনই এক সময় পাশ হলো যখন নিউইয়র্কে শেল্টারহোমগুলোর জনসংখ্যা বেড়ে ৮০ হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা ৬৫ হাজার অ্যাসাইলাম প্রার্থীও রয়েছেন। যাদের টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোট বাসে চাপিয়ে সরাসরি পাঠিয়ে দিয়েছেন নিউইয়র্ক।

ট্রেন-বাসের ভাড়া আরও বাড়বে!

(প্রথম পাতার পর)

ইয়র্ক কর্তৃপক্ষ। এখন এই ঘাটতি পূরণে যারা ভাড়া পরিশোধ করে বাস-ট্রেনে চড়ছেন তাদের ওপরই চাপাতে চাইছেন। ফাইন্যান্স কমিটির শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে এমটিএ'র এই ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব। এতে বর্তমান প্রতি রাইডের ভাড়া ২.৭৫ ডলার থেকে বাড়িয়ে ২.৯০ ডলার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যাতে ভাড়া বাড়বে ৫ শতাংশ হারে।

এমটিএ'র ডেপুটি চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার জয় প্যাটেলকে উদ্ধৃত করে খবরে বলা হয়েছে সাপ্তাহিক মেট্রোকার্ডের দামও এক ডলার বাড়িয়ে ৩৪ ডলার করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আগামী মাসে এই প্রস্তাবের ওপর গণশুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। বাস-ট্রেনের ভাড়া বাড়ানোর এই প্রস্তাব এমন সময়ই এলো যখন নগরবাসী এরই মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কায় বেসামাল। অনেকের জন্যই পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণের বাইরে। নতুন প্রস্তাবে এক্সপ্রেস বাসের ভাড়াও বাড়ানোর কতা বলা য়েছে। এছাড়া এমটিএ ব্রিজ টোল ৬% থেকে বাড়িয়ে ১০% করার কথা বলা হচ্ছে। এমটিএ বোর্ড জুলাইয়ে এ সংক্রান্ত ভোট নেবে। আর অনুমোদন হয়ে গেলে আগামী লেবার ডে'র আগেই নতুন ভাড়া কার্যকর হয়ে যাবে।

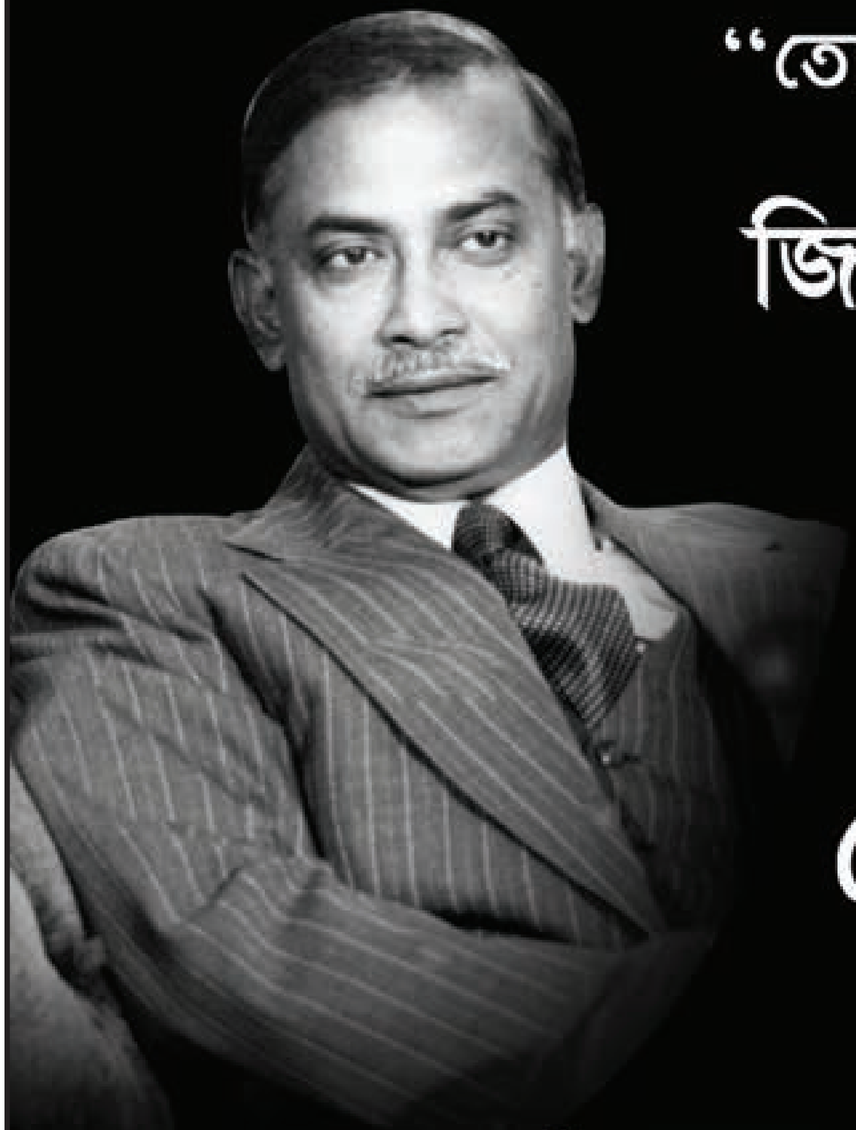

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহান"

শহীদ রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর

৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে

দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ

৩০ মে ২০২৩	মঙ্গলবার দুপুর ২টা	নবান্ন রেষ্টুরেন্ট এর সামনে
30th May 2023	Tuesday at 2:00pm	In Front of Nabanno Restaurant

উত্তর আমেরিকার দল নিরপেক্ষ সার্বজনীন এই বৃহৎ আয়োজনে সবাই আমন্ত্রিত

| আমন্ত্রণে |

আহ্বায়ক
দেওয়ান মনির
যুগ্ম আহ্বায়ক : আফতাব জনি
শামস্ জনি
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
শাহাদাত হোসেন রাজু
ইত্তারুজ্জামান রতন
আশরাফুজ্জামান আশরাফ

প্রধান সমন্বয়কারী
সারওয়ার খান বাবু
সমন্বয়কারী : রফিকুল ইসলাম ডালিম
প্রফেসর মনিরুল ইসলাম খান
মফিজুর রহমান, বি এম বাদশা
মাহবুবুর রহমান, জীবন শফিক
ফারুক হোসেন মজুমদার
মিজানুর রহমান মিজান, সেলিম আহমেদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আবুল কাশেম
মোঃ গিয়াস উদ্দিন
মোশারফ হোসেন সবুজ
এ. জেড. এম. জাহাঙ্গীর হাসাইন
সাইফুল ইসলাম
সুলতান নাসির উদ্দিন রতন

সদস্য সচিব
আমানত হোসেন আমান
যুগ্ম সদস্য সচিব: আজাদুল ইসলাম (নাঈম)
এ সিদ্দিক পাটওয়ারী
মনিরুল ইসলাম মনির
জাহাঙ্গীর আলম জয়
ইঞ্জিনিয়ার মাঈন উদ্দিন
মোহাম্মদ রইচ উদ্দিন
ওয়াহিদুজ্জামান নিলু

কৃতজ্ঞতা: জিল্লুর রহমান জিল্লু, মিজানুর রহমান ভুইয়া মিল্টন, ইয়র্ক হোল্ডিং রিয়েলটি (জাকির এইচ চৌধুরী), জসিম উদ্দিন ভুইয়া, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, মার্শাল মুরাদ, প্রফেসর দেলওয়ার হোসেন, আক্তার হোসেন বাদল, বারী হোম কেয়ার (আসেফ বারী টুটুল), গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার (শাহনেওয়াজ), এটর্নী মঈন চৌধুরী, নুরুল আজিম, মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, মামা'স রেষ্টুরেন্ট (লিটু চৌধুরী), আশা হোম কেয়ার, বেঙ্গল হোম কেয়ার, রাশ এক্সপার্ট এন.সি (ইশতিয়াক রুমি), ফাউমা ইনোভেটিভ (ফাহাদ সোলায়মান), টপ টি (সরদার হক রন), সিগাল কর্পোরেশন (মোহাম্মদ আর হক), সাফুর খান হারুন (বিশিষ্ট রিয়েলেটর), পিয়ার আহমেদ, মহসিন নবী, গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিসেস (তারেক হাসান খান), জেনাস গ্লোবাল (মাসুদ রানা/ মোহাম্মদ মান্নান), রাইজিং রিয়েলটি (মনিরুল ইসলাম), মোহাম্মদ বশির, এক্সিট রিয়েলটি প্রাইম (সারোয়ার খান বাবু), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, এফিলিয়েট এডাল্ট রেসিডেন্টস কেয়ার ইন (মাকসুদ এইচ চৌধুরী), কামরুজ্জামান কামরুল, মনসুর চৌধুরী, ডা. ওলিউর রহমান খান, হযরত আলী, রিপন মিয়া (বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী)।

সহযোগিতায়ঃ মীর নিজামুল হক, মোঃ মানিক বাবু, শাহ জে চৌধুরী, আলমগীর খান আলম, আবু সাঈদ আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার খালেক, শেখ নোমান পলাশ, ফরহাদ রেজা, এম রহমান, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মিয়া মোঃ দুলাল, শাহীন এইচ চৌধুরী, ওয়াসীম খন্দকার, ইফতি খান টিপু, নেহার সিদ্দিকী, শফিউদ্দিন মিয়া, আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর, জেড আর চৌধুরী, মোঃ শামীম চৌধুরী, এম. আর খন্দকার সেন্টু, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, এম এ বাতিন, রুহুল আমিন সরকার, বক্কার সেলিম, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, সৈয়দ এম এ রেজা, গোলাম ফারুক শাহীন, রাফেল তালুকদার, ভিপি জসিম উদ্দিন, সাইদুর রহমান সাঈদ, সেলিম রেজা, মাজহার রবিন, নাসিম আহমেদ, মোবারক হোসেন সজল, নুর ইসলাম বর্ষন, সৈয়দ এনায়েত আলী, নাজমুল আলম, সৈয়দ এনাম আহমেদ, জাহিদ আহমেদ খান, মাজহারুল ইসলাম জনি, মাহবুবুর রহমান মুকুল, সাইদুর খান ডিউক, কাজী বাবুল, বাবুল জামান, সৈয়দ মাহমুদ বাদশা, আরিফ মল্লিক, রফিকুল ইসলাম, রবিন এইচ চৌধুরী, এমডি. কামাল উদ্দিন, জামান তুহিন, মাজহার রবিন, মাসুদ করিম মিলন, খুলকু রহমান, মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুল্লাহ, রাউফুল ইসলাম লিটন, আমজাদ হোসেন, আবুল কালাম, সাইফুল ইসলাম লিটন, ফরিদ খন্দকার, শাহবাজ আহমেদ, মোঃ হুমায়ুন কবির, লাল মিয়া (মহসিন), মশিউর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), হুমায়ুন কবির, হাবিবুর রহমান, নূর হোসেন, মাসুদ রানা, আনোয়ার পলাশ, বাদল মির্জা।

সভাপতি ঃ শাকিল মিয়া ◀ধন্যবাদান্তে▶ সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ আলম নবী

আয়োজনে: জ্যাকসন হাইটস্ এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক

এলমহার্স্ট হাসপাতালের ধর্মঘট প্রত্যাহার

(শেষের পাতার পর)

বাস্তবায়ন করা হবে। আর এই বাড়তি বেতন কার্যকর করা হবে ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে। কমিটি অব ইন্টার্ন অ্যান্ড রেসিডেন্টস এর পক্ষ থেকে এসব জানানো হয়েছে। এই ইউনিয়নের ডাকেই চিকিৎসকরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। যা শুরু হয় গত সোমবার। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নতুন চুক্তিমতে, চিকিৎসকরা ২০০০ ডলার করে সাটিসফিকেশন বোনাস পাবেন। ঝুঁকি ভাতা, খাদ্য ভাতা ও পরিবহন সমস্যা দূর করতে একটি পরিবহন কমিটি গঠন করার বিষয়েও চুক্তিতে সুযোগ রাখা হচ্ছে। ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকর থাকবে। এর আগে নিউইয়র্কের কুইন্সে এলমহার্স্ট হাসপাতালের ১৭০ জন আবাসিক চিকিৎসক ২২ মে থেকে ৫ দিনের ধর্মঘট শুরু করেন। বেতন বৈষম্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাবের প্রতিবাদে এই ধর্মঘটের ঘোষণা দেওয়া হয়। মাউন্ট সিনাইয়ের ইকান স্কুল অব মেডিসিনের নিয়োগকৃত এই চিকিৎসকরা হাসপাতালের কমিটি অব ইন্টার্নস অ্যান্ড রেসিডেন্টস (সিআইআর) এর ইউনিয়নভুক্ত। তারা বলছিলেন, বেতন বাড়ানো এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ে প্রায় এক বছর ধরে দরকষাকষি করে এখন তারা বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছেন। আর সে কারণেই তাদের এই ধর্মঘট। চিকিৎসকদের দাবিগুলোর মধ্যে ছিলো, বেতনে সমতা, শিক্ষা, পরিবহন, ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, খাদ্য ভাতা ও ঝুঁকি ভাতা। মাউন্ট সিনাইয়ের আচরণ বৈষম্যবাদী ও ইউনিয়ন-বিরোধী বলে আখ্যা দিয়ে আসছিলেন চিকিৎসকরা। কোভিড-১৯ প্যানডেমিক যখন চরম রূপ নিয়েছে তখন এই এলমহার্স্ট হসপিটাল ছিলো এপিসেন্টারেরও এপিসেন্টার। তখন চিকিৎসকদের আত্মনিয়োজনে এই হাসপাতাল জাতীয় সংবাদপত্রের শিরোনামেও উঠে এসেছে। কিন্তু এখন তাদেরই নিজেদের সুযোগ সুবিধার দাবিতে ধর্মঘটে যেতে হলো। নিউইয়র্ক সিটিতে গত ৩০ বছরে প্রথম চিকিৎসকদের এমন কোনো ধর্মঘটে যেতে হলো।

আমেরিকার হোমিও

(শেষের পাতার পর)

গত নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয় নি। আপাত: মনে হতে পারে রেগে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র খুব কঠিন একটা পদক্ষেপ নিলো। আসলে সিদ্ধান্তটা হয়েছে আরও আগে। বাংলাদেশে সরকার আবেদ খানকে দিয়ে আগেই বাজারে ছেড়ে রেখেছিল।

অবশেষে সেই বাঘ এসেছে! স্যোসাল মিডিয়ায় স্যাংশন স্যাংশন নিষেধাজ্ঞা রব। কিন্তু নিউজটা ভাল করে পড়লে দেখা যাবে আদতে এটা কোন স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা না। বাংলাদেশের ইলেকশন ক্রিমিনালদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বন্ধে নতুন একটা ভিসানীতি। এর আওতায় যারা পরবেন তারা শুধু যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। যেহেতু ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের স্যাংশন না তারা ভিসা কার্ড মাষ্টার কার্ড যথারীতি ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যবসা বাণিজ্যও করতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকা অফিসের ওয়েব সাইটে প্রশ্নোত্তর আকারে এ ব্যাপারে বিশদ ব্যখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মজার ব্যপার হচ্ছে- এই নীতিটি কার্যকর হবে নির্বাচনের পর! বলা হয়েছে ভোটের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এই ব্যবস্থা। অপরাধগুলো কি কি! ভোট জালিয়াতি, ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, স্বাধীনভাবে সভা-সমাবেশ ও শান্তিপূর্ণ জমায়েত বন্ধে বল-প্রয়োগ বা সহিংসতা। তাহলে অর্থটা কি দাঁড়ালো! অধিকাংশ অপরাধই ভোটগ্রহন বা ভোটের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ ভোট হয়ে যাওয়ার পর সাব্যস্ত হবে কারা কারা জালভোট দিয়েছে বা ভোটারদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়েছে! ততক্ষণে কারবার তো সাড়া! ভোট হয়ে যাবে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হবে সরকারও বসে যাবে। পুলিশ কারা বিরোধীদলকে পেটালো তারা স্যাংশন খেলেই বা সরকারের কি! আর এই স্যাংশন কতজনকে দেবে। ভোটচুরি জালভোট ভোটকেন্দ্র দখল বিরোধী প্রার্থীদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া বা টাকা খেয়ে কোন প্রার্থীকে হয়রানি করা এলাকাছাড়া করা কর্মী সমর্থকদেরকে দৌড়ের ওপর রাখা- এমন অপরাধি খুঁজতে গেলে সংখ্যা দাঁড়াবে কয়েক লাখ। এটাই বাংলাদেশের নির্বাচনী চালচিত্র। আমেরিকা কয়জনকে নিষেধাজ্ঞা দেবে!

প্রাইম কনসার্নটা হচ্ছে শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ সরকার পরের টার্মে কন্টিনিউ করবে কি করবে না। অবস্থা এখন এমন, যদি আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন হয় তাহলে পরের টার্মে তারা, আর যদি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হয় পরের টার্মে অন্য কেউ। এই বাস্তবতায় আমেরিকা যদি একটা স্পষ্ট অবস্থান নিতো বোঝা যেতো এ্যালোপ্যাথী ট্রিটমেন্ট। দরকার যেখানে সার্জারি সেখানে হোমিও থেরাপি!

এখানে কয়েকটা বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমদিকে আমেরিকা অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রনমূলক নির্বাচনের কথা বললেও কালেক্রমে তারা কিন্তু অংশগ্রহনমূলক কথাটা থেকে সরে এসেছে। এর অর্থ যদি কেউ এভাবে করেন, প্রধান প্রধান বিরোধীদলগুলো নির্বাচনে না এলেও তাদের আপত্তি নাই। তারা চায় যে নির্বাচনই হোক তা যেন সুষ্ঠু হয়। অথবা বিএন পি কে ই ঙ্গিত দেওয়া তোমরা আওয়ামী লী গের অধী নে নির্বাচ নে যাও! দ্বিতীয়ত: এক তরফা নির্বাচন ঠেকানোর জন্য বিরোধীদের আন্দোলন সংগ্রামে যদি সহিংসতা হয় তাহলে তারাও স্যাংশন খাবে বা ভিসা নিষেধাজ্ঞা পাবে! নির্বাচনে বাধা দিলেও। তাহলে অর্থটা কি দাঁড়ালো! বিরোধী দল একতরফা নির্বাচনে বাধাও দিতে পারবে না! এ প্রসঙ্গে ক'দিন আগে ভারতীয় সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের একটা আর্টিকেলের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে তিনি বাংলাদেশের পরবর্তী সরকার নিয়ে বলেছেন, ভারত চায় শেখ হাসিনাই পরের টার্মে থেকে যান তবে তাকে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সর্বশেষ পদক্ষেপ সেই পারপাজই সার্ভ করতে চলেছে- এমনটা যদি কেউ মনে করেন খুব কি ভুল হবে!

আরও লক্ষণীয়, এই নতুন ভিসানীতি সম্পর্কে যখন বাংলাদেশের সরকারকে অবহিত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া তখন খোদ ওয়াশিংটনে। তিনি ওখানে বসেই এই সংবাদ পেয়েছেন। এবং এরপর থেকেই আমেরিকার প্রতি নানাবিধ অভিযোগ তুলে আসছিলেন। বিবিসির সাথে ইন্টারভিউয়ে 'আমেরিকা সম্ভবত: আমাকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না' বলে দেশে আসার পরই যুক্তরাষ্ট্রসহ চার রাষ্ট্রদূতের বাড়তি প্রটোকল বাতিল করা হয়েছে। শুধু তাই না, এ সপ্তাহ থেকেই পুলিশ নতুন করে বিরোধী দলের সভা সমাবেশে হামলা করছে পন্ড করে দিচ্ছে, নতুন করে শুরু হয়েছে ধরপাকর গায়েবী মামলা। খোদ এমপি পর্যন্ত পিস্তলহাতে মিছিলে নেমে পরেছেন। নতুন ভিসানীতি ঘোষনার পর অফিশিয়াল প্রতিক্রিয়ায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন ওসব নিয়ে তারা এখন মাথা ঘামাচ্ছেন না। তার অর্থ তাদের কাছে এই ভিসানীতির কোন গুরুত্ব নাই, অথবা তারা জানে এই নীতি তাদের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ পরের টার্ম ধরে রাখার পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

আর যদি নির্বাচনের পর কিছুলোকের ওপর এলোই ভিসা নিষেধাজ্ঞা, সো হোয়াট! সরকার তো বসে যাবে! পুলিশের দারোগা পেয়াদা যুবলীগ ছাত্রলীগের কোন নেতা বা স্কুলের মাস্টার আনসার ভিডিপির কিছু লোকের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিলেই কি না দিলেই কি! ওরা কয়জন যুক্তরাষ্ট্রে যায় বা যুক্তরাষ্ট্রে না গেলে কার পেটে ভাত জুটবে না! ওপরের লেবেলের যারা ঝুঁকি নেবেন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও তাদের যাবার আরও অনেক জায়গা আছে। সবচেয়ে বড় কথা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার চাইতে তাদের এখন জান বাঁচানো আগে দরকার। কারন তারা জানেন পরের টার্মে আওয়ামী লীগ থেকে যেতে না পারলে তাদেরও খবর হয়ে যাবে! কাল এক স্যোসাল মিডিয়ায় একজনকে বলতে শুনলাম, বাংলাদেশের কোন এক পুলিশ কর্মকর্তা নাকি তাকে বলেছেন আমাদের আমেরিকা লাগবে না, শেখ হাসিনা যদি ক্ষমতায় থাকেন তাইলে আমরা আরও বেশী ভাল থাকবো।

আমি তো দেখছি এই ভিসানীতি ক্ষমতাসীনদের জন্য শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছে। তারা বিরোধী দল ছাড়া নিজেদের মত করে ইলেকশন করতে পারবে। পক্ষান্তরে বিরোধী দল নির্বাচনে বাধা দিতে পারবে না, বড়জোর রাবিন্দ্রীক আন্দোলন করতে পারবে!

ভয়ের কিছু নাই। পরিশেষে গনতন্ত্রকামীদের জন্য অবশ্য একটা সান্তনা বাক্যও আছে। বিংকেন সাহেব বলেছেন, বাংলাদেশের গনতন্ত্রকে যারা এগিয়ে নিতে চান তাদের প্রতি সমর্থন দিতে না কি ওই নীতি প্রনয়ণ করা হয়েছে!

তবে হ্যাঁ এই ভিসানীতি আমেরিকার এক ইউনিক নীতি। দুনিয়ায় এবং মার্কিন ইতিহাসে এই প্রথম কোন একটি দেশের ইলেকশনের জন্য এক্সক্লুসিভলি একটা ভিসানীতি প্রবর্তন করা হলো। এবং সেই হতভাগা বা গর্বিত দেশটি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ!

শামসুল ইসলাম মজনু জিয়া

(শেষের পাতার পর)

করে তাকে সংগঠনের যুক্তরাষ্ট্র কমিটি গঠনের অনরোধ জানানো হয়েছে। জিয়া পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব আব্দুল্লাহিল মাসুদ স্বাক্ষরিত এক পত্রে এই তথ্য জানা গেছে। উল্লেখ্য, মজনু যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব। খবর ইউএনএ'র।

রোববার (২৮ মে) বিএনপি নেতা শামসুল ইসলাম মজনু বরাবর প্রেরীত প্রাপ্ত কেন্দ্রের পত্রে বলা হয়েছে: 'জিয়া পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব প্রফেসর ড. মো: এমতাজ হোসেনের নির্দেশক্রমে যুক্তষ্ট্র জিয়া পরিষদের শাখা কমিটি গঠনের জন্য আপনাকে দায়িত্ব প্রদান করা হলো। যত তাড়াড়াড়ি সম্ভব আপনি একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে কেন্দ্রে পাঠান। উল্লেখ্য, জিয়া পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান ও মহাসচিব মহোদয় চুড়ান্ত অনুমোদন করবেন।'

এব্যাপারে শামসুল ইসলাম মজনু'র সাথে যেগাযোগ করা হলে তিনি ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, জিয়া পরিষদ-এর যুক্তরাষ্ট্র শাখার কমিটি গঠনের দায়িত্ব পেয়েছি। দেশ ও প্রবাসের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষপটে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তিনি বলেন, সাংগঠনিক নিয়ম-নীতির মধ্যে থেকে এই দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবো। এজন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা এবং তাকে কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মনেনীত করায় কেন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ডলার কি আধিপত্য হারাচ্ছে

(৫ পাতার পর)

অবিশ্বাস্য নয়।

উল্লেখ্য, ইউএস ডলারের সবচেয়ে বেশি পতন ঘটে ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর ফলে রাশিয়ান রিজার্ভের ৩০০ বিলিয়ন ডলার পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ ফ্রিজ করার মধ্য দিয়ে। তখন পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ বিদেশে থাকা তাদের নিজস্ব ডলার রিজার্ভ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের ৭০ শতাংশ হয় রুবল, না হয় ইউয়ানে। রাশিয়া ও ভারত রুপিতে তেলের ব্যবসায় করছে। ক্রস বর্ডার লেনদেনের জন্য সুইফটের বিকল্প হিসেবে সিআইপিএস সিস্টেমে নিবন্ধন করেছে। এই সিআইপিএস পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত আর্থিক মেসেজিং সিস্টেম সুইফটের চীনা বিকল্প। দেখা যাচ্ছে, সুইফটের বদলে চীনের বিকল্প ব্যবস্থার দিকে বিশ্বের অনেক দেশ ঝুঁকছে। আগে ইরান বা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা পাওয়া দেশগুলো এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এখন ব্রাজিলের মতো দেশের অংশগ্রহণের তাৎপর্য কম নয়।

চলমান চীনের নেতৃত্বে ডিডিসি ব্রিকস ব্যানারে নতুন গতি অর্জন করছে বলে মনে হচ্ছে। চীন ও ফ্রান্সের পেট্রোলিয়াম কোম্পানি সাংহাই পেট্রোলিয়াম ও ন্যাচারাল গ্যাস রফতানির বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ভারতের সাথে তাদের রুপি ও টাকায় বাণিজ্য নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। কারণ তারা মনে করে, এ ব্যবস্থাটি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমিয়ে দেবে এবং বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে। চীন ও ব্রাজিল তাদের সাম্প্রতিক দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় ইউএস ডলারকে বাইপাস করে সরাসরি স্থানীয় মুদ্রায় পারস্পরিক বাণিজ্য লেনদেন নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান সদস্যদের বৈঠকে কীভাবে ডলার, ইউরো, ইয়েন ও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের ওপর নির্ভরতা কমানো যায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য দেশীয় মুদ্রা আরো বেশি ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারত ও মালয়েশিয়া তাদের পারস্পরিক ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য রুপি ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়া ও বাংলাদেশের চুক্তি হয়েছে মার্কিন ডলারকে এড়িয়ে। প্রথম ৩০০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ ইউয়ানে হবে; তবে রাশিয়া পরেরটি রুবেলে পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। রাশিয়া ও বলিভিয়ার বাণিজ্য চুক্তি এখন বলিভিয়ার মুদ্রায় হবে। লক্ষ করার মতো যে, ডলারের বিকল্প মুদ্রায় বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে ব্রিকসের অনেক দেশ এখন জড়িত। এই ব্রিকসের সাথে যোগ দিতে চাচ্ছে আরো অন্তত ১৯টি দেশ। ব্রিকস এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে জি-সেভেনের চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আইএমএফের পরিসংখ্যান অনুসারে, ব্রিকসের পাঁচটি বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে ৩২.৫ শতাংশ অবদান রাখবে। আর সেখানে জি-সেভেনের হার ২৯.৯ শতাংশ। সৌদি আরব, ইরান ও মিসরের ব্রিকস রথের ওপর চড়ার প্রস্তুতির কারণে প্রচারটি আরো উৎসাহিত হয়েছে এবং গুরুত্ব পেয়েছে। হাইপার ইনফ্লেশনের সাথে লড়াইরত আরো দু'টি দুর্বল অর্থনীতি, তুরস্ক ও আর্জেন্টিনাও এই মিশনে যোগদানের জন্য সারিবদ্ধ হয়েছে। এসব দেশ যোগ দেয়ার সাথে সাথে বিশ্ব অর্থনীতি এক নতুন মেরুকরণে রূপ নেবে।

পরিশেষে বলতে হয়, ডলারের শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তির জন্য অতীতে বিক্ষিপ্তভাবে ইরাক, লিবিয়াসহ বেশ কিছু দেশ চেষ্টা করেছিল যার পরিণতিতে ওই দেশের অবস্থা বিশ্ব দেখেছে। তবে এবারের প্রচেষ্টা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে জোরালো ও অর্গানাইজড। গ্লোবাল সাউথের মূল খেলোয়াড়রা পশ্চিমা আধিপত্যের বিপরীতে সক্ষম বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর দিচ্ছে যার মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও ওশেনিয়ার অনেক দেশ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ব্রিকসের সদস্য দেশগুলোর কাছে পণ্য রয়েছে। অন্য দিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জি-সেভেন নিয়ন্ত্রণ করে অর্থ। জি-সেভেন পণ্য তৈরি করতে পারে না, তবে ব্রিকস মুদ্রা তৈরি করতে পারে। এই মুদ্রার সাথে সংযুক্ত রয়েছে স্বর্ণ, তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদ। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলো তেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা ওপেক প্লাসকে হুমকি দিয়েছিল যে, তারা যেন রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু তাদের কথা কেউ শুনেনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু তেল উৎপাদনকারী দেশ ডলার মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বিশেষ করে সৌদি আরবের কারণেই ডলার পেট্রোডলার নাম ধারণ করেছে, যার কারণেই ডলার এতটা শক্তিশালী। ফলে ডলার যদি পেট্রোডলারের মর্যাদা হারায় তাহলে একটা কিছু হতেও পারে।

তবে ডি-ডলারাইজেশন ক্যাম্পেইন (ডিডিসি) আন্দোলনে সফলতার জন্য ডলারের একটি পরিষ্কার বিকল্প থাকতে হবে। প্রশ্ন হলো- বিকল্পটি কী? যদি ডলারের বিকল্প হয় রুবল অথবা ইউয়ান অথবা রুপি তাহলে কালের বিবর্তনে ডলারের মতো এই মুদ্রাগুলো বিশ্বকে শোষণ করতে থাকবে। অন্য বিকল্প হতে পারে- যার যার মুদ্রা সে সে ব্যবহার করবে, কোনো আন্তর্জাতিক মুদ্রা থাকবে না; দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে লেনদেন হবে। এই বিকল্পটি বর্তমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে খুবই বৈষম্যপূর্ণ বিশ্বে অবাস্তব। ক্রিপ্টোকারেন্সিও একটি বিকল্প হতে পারে যেখানে মুদ্রার ওপর কোনো দেশের একক নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তবে আমার মতে, সবচেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে ফিয়াট কারেন্সির পরিবর্তে কমোডিটি কারেন্সির প্রচলন আবার শুরু করা। যেটিই হোক না কেন, ডলারের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে চায় বিশ্ব; চেষ্টা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এডওয়ার্ড হিকসনের নৈতিক গানের একটি কলি মনে করা যেতে পারে, 'প্রথমে আপনি সফল না হলে, চেষ্টা করুন, আবার চেষ্টা করুন।'

লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
• We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
• After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
• Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
• We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!
DATABASE
ADMINISTRATION
ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

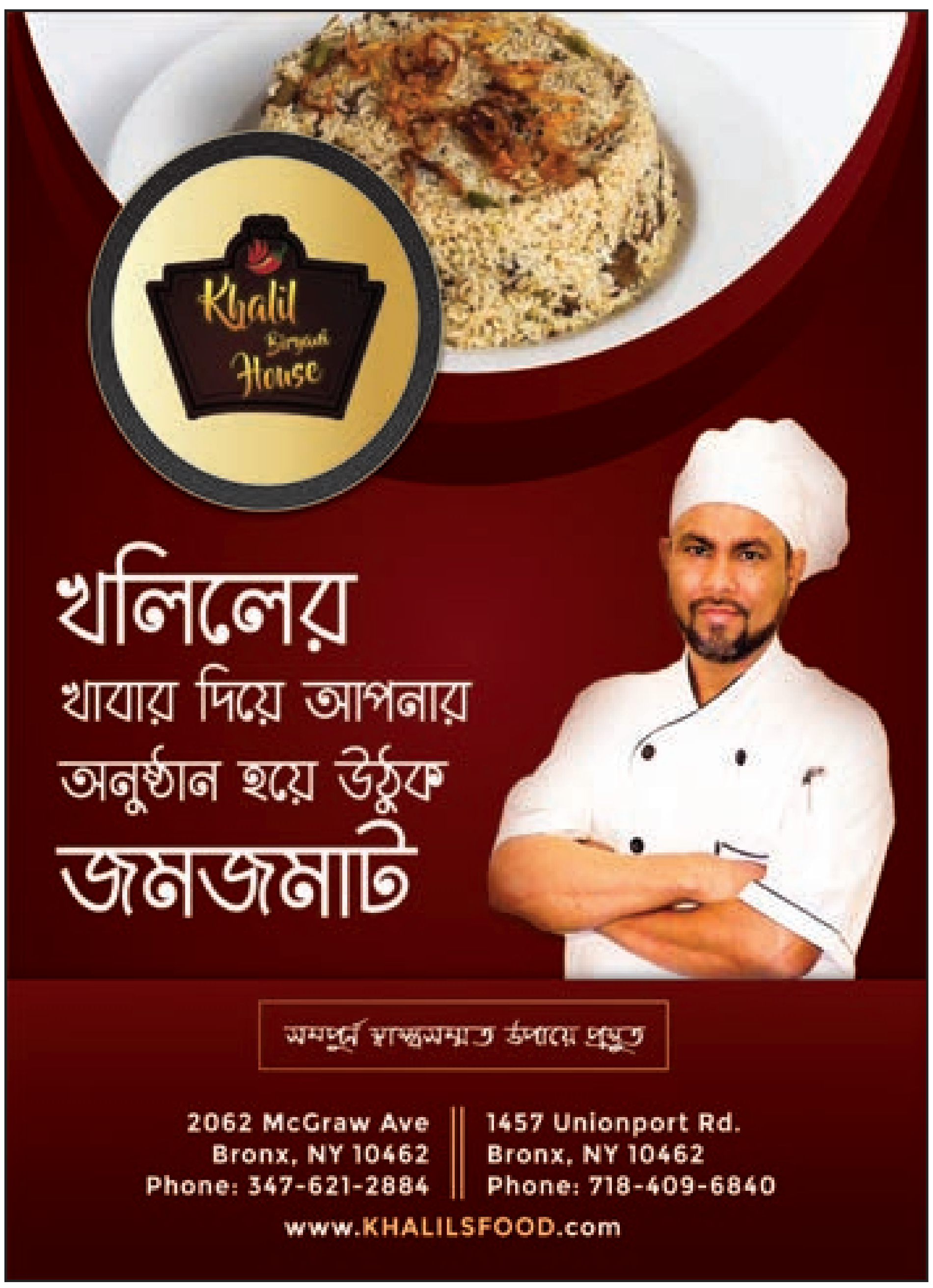
Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি

ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি NMLS# 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE

No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

আমি কী করেছি, যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে আহত শিশুর প্রশ্ন

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : অ্যাডারিয়ানের মা তাকে পুলিশ ডাকতে বলেছিলেন, কারণ তাঁর অন্য সন্তানের বাবার আচরণ স্বাভাবিক ছিল না

অ্যাডারিয়ানের মা তাকে পুলিশ ডাকতে বলেছিলেন, কারণ তাঁর অন্য সন্তানের বাবার আচরণ স্বাভাবিক ছিল না

যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে ১১ বছরের এক শিশুকে বুকে গুলি করেছে পুলিশ। আহত শিশু অ্যাডারিয়ান মারে'র মা ন্যাকালা মারে জানিয়েছেন, পুলিশ যখন গুলি করে, ছেলে বলেছিল, 'আমি কী করেছি, আমাকে গুলি করল কেন?' মিসিসিপির সানফ্লাওয়ার কাউন্টির ইন্ডিয়ানোলা শহরে গত শনিবার এ ঘটনা ঘটে। শিশু অ্যাডারিয়ান মারেকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নেওয়া হয়েছে।

পুলিশের গুলিতে শিশু অ্যাডারিয়ানের পাঁজর, ফুসফুস ও যকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার পরপরই তাকে ইউনিভার্সিটি

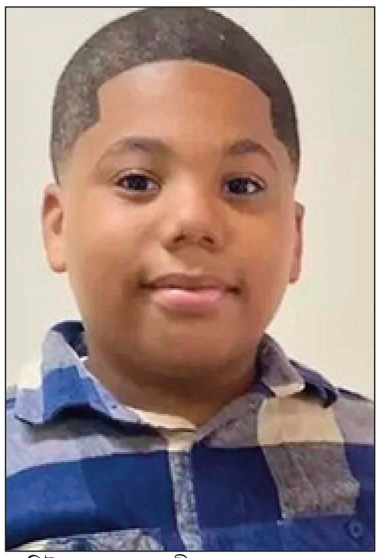

মোদিই ফের প্রধানমন্ত্রী, আগের থেকেও কম আসন পাবে কংগ্রেস: অমিত শাহ

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : পদমর্যাদায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডেপুটি। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। বিজেপিতেও তাঁর স্থান মোদির পরেই। সেই অমিত শাহ বলে দিলেন ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন জিতে আবারও প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদি। শুধু তাই নয়, শাহী মূল্যায়ন- কংগ্রেস গত লোকসভার থেকেও কম আসন পাবে। তিনশোর বেশি আসন নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। কর্নাটকে বিজেপির পরাজয়ের পরও এই কথা বলছেন? এই প্রশ্নের জবাবে অমিত শাহ কর্ণাটককে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে জানান। বলেন, কংগ্রেস নেতিমূলক রাজনীতি করছে। লোকসভা উদ্বোধন বয়কটের মাধ্যমে এই নেতিবাচক মানসিকতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে গেছে। অমিত শাহ বলেন, দেশের লোক নিরাপদ একটি সরকার চায় যা বিজেপি ভিন্ন পাওয়া যাবে না।

সেটা তারা বুঝতে পারছে। অমিত শাহ আসামে প্রায় ৪৪ হাজার নিয়োগপত্র বিতরণ

যুক্তরাষ্ট্রে ঘরে আরবি বলা মানুষের সংখ্যা ব্যাপক বেড়েছে

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : মার্কিন গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টার জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ঘরে আরবি ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ব্যাপকহারে বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০ সালে দুই লাখ ১৫ হাজার মানুষ আরবিতে কথা বলত, ২০২১ সালে এসে তা ১৪ লাখে ঠেকেছে। খবর: আরব নিউজ'র।

পিউ'র সহ-গবেষক জেফ্রি প্যাসেল ও মোহামাদ মোসলিমানি বলেন, তাদের গবেষণা মতে, আরবি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাসাবাড়িতে ব্যবহার হওয়া অ-ইংরেজি ভাষাগুলোর মধ্যে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের আরও যে ভাষা যেমন, তুর্কি, ফারসি ও হিব্রু ভাষা সে তুলনায় কম বেড়েছে।

জার্মানি ও ইতালিতে বিপুল সংখ্যক আরবি ভাষাভাষী থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

পিউ'র গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে ঘরে আরবি বলা মানুষজনের দুই-তৃতীয়াংশ অভিবাসী। আর মার্কিন দেশে আরবি ভাষাভাষীদের ৫৩ শতাংশই পাঁচটি অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা, এদের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৭ শতাংশ, মিশিগানে ১৪ শতাংশ, টেক্সাসে ৮ শতাংশ, নিউইয়র্কে ৭ শতাংশ ও নিউজার্সিতে ৬ শতাংশ।

মোদিই প্রধানমন্ত্রী আগের থেকেও কম আসন পাবে কংগ্রেস: অমিত শাহ

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : পদমর্যাদায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডেপুটি। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। বিজেপিতেও তাঁর স্থান মোদির পরেই। সেই অমিত শাহ বলে দিলেন ২০২৪-এর লোকসভা

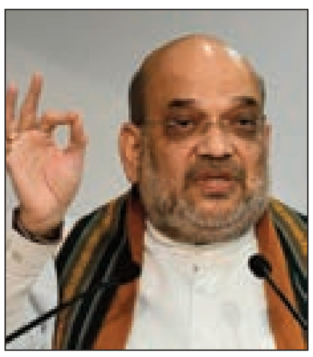

নির্বাচন জিতে আবারও প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদি। শুধু তাই নয়, শাহী মূল্যায়ন- কংগ্রেস গত লোকসভার থেকেও কম আসন পাবে। তিনশোর বেশি আসন নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। কর্নাটকে বিজেপির পরাজয়ের পরও এই কথা বলছেন? এই প্রশ্নের জবাবে অমিত শাহ কর্ণাটককে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে জানান। বলেন, কংগ্রেস নেতিমূলক রাজনীতি করছে। লোকসভা উদ্বোধন বয়কটের মাধ্যমে এই নেতিবাচক মানসিকতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে গেছে। অমিত শাহ বলেন, দেশের লোক নিরাপদ একটি সরকার চায় যা বিজেপি ভিন্ন পাওয়া যাবে না।

সেটা তারা বুঝতে পারছে। অমিত শাহ আসামে প্রায় ৪৪ হাজার নিয়োগপত্র বিতরণ করে এসব কথা বলেন।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন banglapartikausa.com

ব্রুকলিনে আমেরিকার সর্ববৃহৎ পথমেলা

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। পাশে নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের ম্যানেজার শিউলি বেগম ও ইনটেক ম্যানেজার কানিজ সুলতানাসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

উদ্বোধনের সময় বক্তব্য রাখছেন মেলার আয়োজক সংগঠক আমেরিকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির সভাপতি বিশিষ্ট সংগঠক কাজী আযম।

এই ঢেউ ভালোবাসার, এই ঢেউ ঐক্যবদ্ধতার, এই ঢেউ নবজাগরণের। এটি শুধু বাঙালি জাতির জন্য নয়, আমেরিকার সব জাতির মাঝে আমরা গড়েছি গৌরবের মাইলফলক। আমরা আমেরিকান বাংলাদেশি, সারা পৃথিবীর নেতৃত্বের অংশীদার

আবু জাফর মাহমুদ
চেয়ারম্যান এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্
প্রতিষ্ঠাতা, জয় বাংলাদেশ ইনক্ ও আবু জাফর মাহমুদ ফাউণ্ডেশন

ব্রুকলিনের বর্ণাঢ্য পথমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন মানবসেবায় প্রেসিডেন্টের আজীবন সম্মাননা স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আবু জাফর মাহমুদ। সঙ্গে আছেন নিউইয়র্কের মাইমনিডিস হসপিটালের ভাইস প্রেসিডেন্ট জবলাস ডগলাস, এনওয়াইপিডি'র ৬৬ প্রিসিঙ্কট কমান্ডিং ইনচার্জ ডগলাস মোডি, আমেরিকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির সভাপতি কাজী আযমসহ অন্যান্যরা।

বক্তব্য রাখছেন নিউইয়র্কে ব্রুকলিনের কেনসিংটন এলাকা থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলওমেন সাহানা হানিফ।

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক্
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

সাহিত্য সাময়িকী

সঙ্গম

কাজল চক্রবর্তী

রতি কম্পনে কেঁপেছিলো জোড়া ঠোঁট
ভূমিকম্পনে ফাটলে নাভির জমি
ঘুম থেকে উঠে প্রথম পুরুষাকারে
কঠিন রাতেও পাথর ভেঙেছ তুমি

প্রতিসরণের প্রতিভাস মনে পড়ে!
সীমন্ত তখন অনুরাগে ছিল লাল
এভাবেই জানি যদুবংশের ঝড়ে
মানুষ আপন নমুনা সহজে গড়ে

নদী ও নারীর বদল

শ্যামল বণিক অঞ্জন

শুনেছি নারী বহতা নদীর মতোই,
হয়তো ছিলো আগে অনেক আগে!
যখন নদীগুলো ছিলো বিশুদ্ধ,
স্বচ্ছ টলমলে জলের প্রবাহ ছিলো বিষাক্তহীন।

কালের পরিক্রমায় বদলে গেছে পরিস্থিতি,
অবাধে দুষিত হচ্ছে কিছু নদীর মমতা,
ঘোলা কালো জলে হারিয়েছে রূপ লাবন্য,
দুষিত হচ্ছে পরিবেশ আর নষ্ট হচ্ছে সকল মানবিকতা।

তেমনি কিছু নারীও বহুবিধ কারণে অকারণে হয়ে যাচ্ছে দুষিত-
যেখানে লুকায়িত অজস্র স্বার্থ, লোভ, প্রতারণার আশ্রয়ের ছল,
বিষের সাগর ধারণ করে কেড়ে নেয় মানুষের জীবন,
চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ধ্বংস করছে সামাজিক পারিবারিক অস্তিত্ব,
রং বদলের খেলায় কেউ কেউ আজ পরিণত হচ্ছে নির্দয় খুনীতে!

জাগ্রত হোক বিবেক প্রতিষ্ঠিত হোক মানবিকতা
আসুক সামাজিক পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা আর মহানুভবতা।

উইলো

মঈনুস সুলতান

বৃক্ষও বিষাদগ্রস্ত হয়
উইলোর ঝিরিঝিরি পত্রালী দখিনা হাওয়ায় হয় ক্রন্দসী,
সব হারানোর বিধুর দৃষ্টিপাত নিয়ে গ্রীবা বাঁকিয়ে তাকায়
মেঘের মসলিনে জড়ানো পান্ডুর- রুগ্নশশী।
ক্যানিয়নের পাথুরে পিনাকোলে বসে অজস্র গানভোলা রবিন,
দেখেছি-কীভাবে গুটিপোকার শরীরে জড়ায় রেশমি সূত্র বইন;
মাঝেমধ্যে বৃক্ষেরও কাছে আসে গোলাপি এক পক্ষী রোজিয়ে স্পুনবিল,
শাখায় বসে রঙের মরাল- নীরবে বুনে যায় নিসর্গের ছন্দ-মাত্রা-মিল
অইখানে আক্রা নয় অভিষেকের উপযুক্ত মনিরত্ন পাথর
বলার কিছু থাকলে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে নিজস্ব স্বর;
বৃক্ষের পত্রপ্রতীম নয়ন মুদে আসে মানচিত্রের খোয়াবে-
গিরিপথের প্রান্তিকে এসে দাঁড়ায় শ্বেতশুভ্র ঘোড়া
গোধূলির আলো ঝলসে যায় জিনগদির কিংখাবে
পর্বতে সওয়ার হয় ক্র্যাচ হাতে পাড়াগাঁয়ের খোঁড়া;
নিসর্গপটের অন্তর খুঁজে খুঁজে কই যে হারিয়ে আমিও হই ঋদ্ধ,
বাসনা বিশাল কিছু নয়- চেয়েছি সামান্য শুধু সান্নিধ্য।

ব্যস্ত ধারাপাত

সৈয়দ আহমদ জুয়েদ

বিকেল ছুঁয়ে রোদের কিরণ
তোমার বাড়ি যায়, প্রতারক
সময় অঘটনের বার্তা বহন করে
চোখের জলে.....

বাতাস নিঃশ্বাসের বিশ্বাস খুঁজে
পরম মমতায়।

প্রতারিত স্বপ্ন জাল বুনে
নিজস্ব আঙিনায়, দূরের আকাশ
রংধনুর তালে ভীষণ মাতাল,
পাড়া পড়শী জল খেলায় হারজিতের
হিসেব কষে.....

আমার যাওয়ার কোথাও জায়গা নেই
ঘুরে ফিরে তোমার কাছে আসতে হয়,

তুমি আলো ছায়া হয়ে
যাও সরে দূরে.....
তোমার দূরত্বের অচেনা পথ
কঠিন আমার যাপিত জীবন।

প্রেম থেকে যায় তাই নাগালের
বাহিরে, পরিপাটি ব্যস্ততায়।

সেই এক নগ্নতা

হাফিজ রশিদ খান

তোমার নগ্নতা রেশমি বসনে শুধু রঙে-রূপে
একটু-আধটু বদলায়
আমেরিকা আফ্রো-এশিয়ায়
চীন জাপান ভিয়েতনামে
নর্ডিক ও সেমেটিকে ভিন্ন-ভিন্ন নামে
নন্দনভঙ্গিমা বা চারু সহবতে
ভালোবেসে অথবা ঘৃণায়
কিংবা কাগুজে মুদ্রায়

তোমার নগ্নতা সেই একই বার্তা আনে
সভ্যতার সাজানো বিতানে

তবু তুমি সর্বজয়া, প্রাণদায়িনী কাঙ্ক্ষিত তপোবন
তোমাকে হেরেমে রেখে কাঁদে আমার নিজস্ব নগ্নতার হুতাশন

ধর্ষণ, উত্যক্তকরণ- পেরিয়ে এইসব তারকাঁটা
তোমার সমীপে তবু ধ্যান করি
সারা গায়ে দৃষ্টি আকর্ষণী শিল্পিত পোস্টার সাঁটা ...

ডাক

বেনজির শিকদার

ফিরে চাও!
একবার চোখ রাখো আকাশের বুকে।
বেহুলা-যত্নের সচেতন সমবায় আর
অনিমেষ আকাঙ্খায় দেখো কী বিশালতার সমাচার!

একটু তাকাও!
দেখো, কী অবারিত ত্যাগে-
মৃত্তিকার বুকচিরে উদ্ভাসিত প্রাণের সমারোহ!
গীতল আহ্বানে ছুঁয়ে গেছে শহরের বিলাস
প্রেমের বুকখোলা বারান্দায় তাকিয়ে প্রত্যক্ষ প্রত্যয়
আর পাশাখেলার আবেদনে এক অভিনব সংযোজন!

একবার চোখ রাখো সমুদ্রের দিকে!
ভালোবাসার সম্মোহনে গভীর জলরাশি
তীব্র ব্যাকুলতায় অপেক্ষমাণ মেরু ব্যবধানী জোছনার!
ঢেউয়ের সুদ্ধ পঙতিগুলো দোদুল্যমান অপার্থিব দোলায়
বিচিত্র বাসনায় প্রেম; জলের বুকে জল কী অবাধে মেলায়।

দাঁড়াও পথিক!
দাঁড়াও হে জীবনের গতি;
দেখো নক্ষত্রের মতো অনন্ত সৌন্দর্য কাঙাল হয়ে আছে।
অন্যকিছু নয়, তুমুল আকাঙ্খা কেবল তোমার প্রতি!

একবার ফিরিয়ে দেখো চোখ;
তোমার দিকে চেয়ে আছে অসীম বিশ্বালোক!

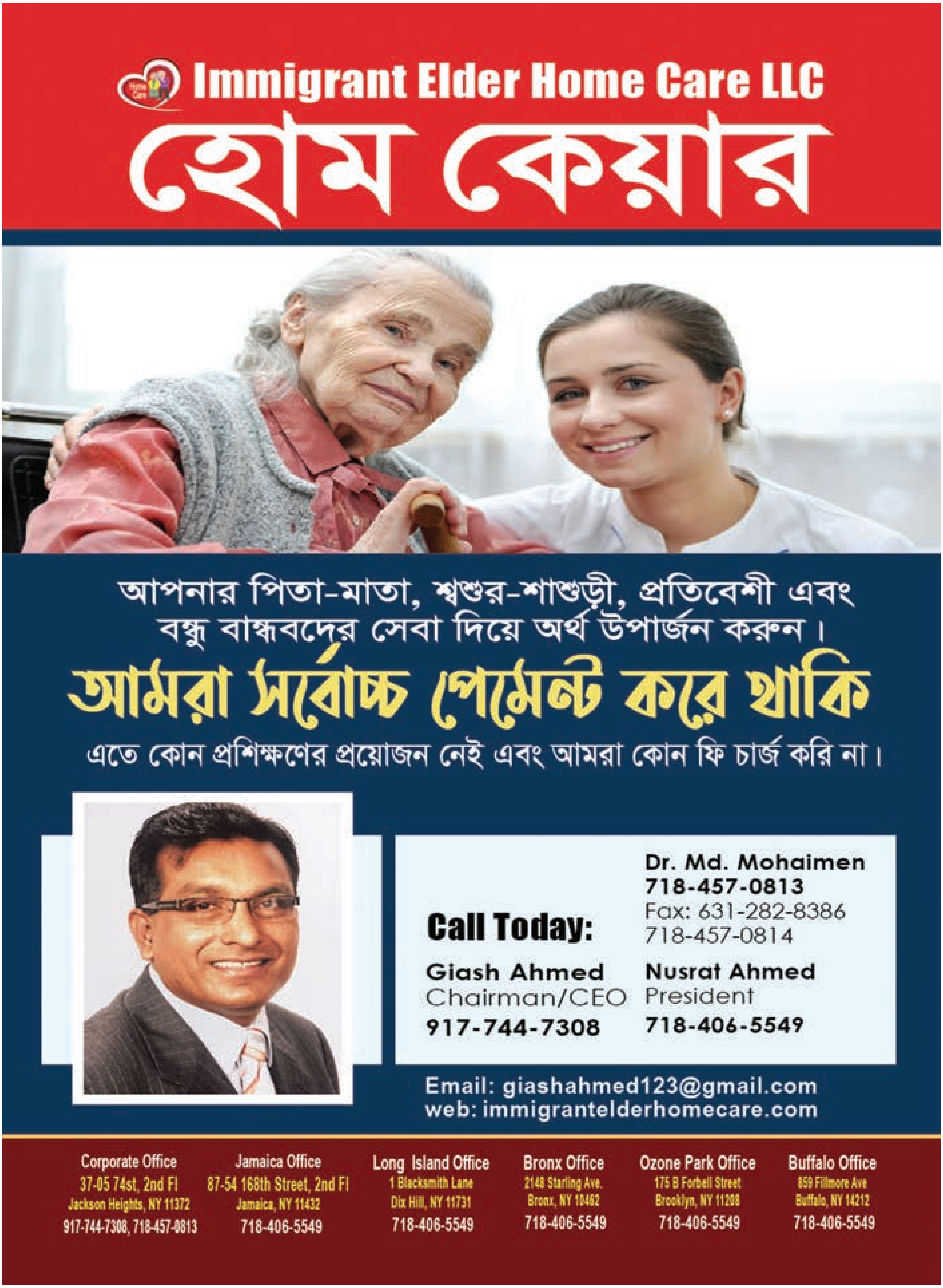
Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Call Today:
Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814
Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
Nusrat Ahmed
President
718-406-5549
Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Jamaica Office
87-54 168th Street, 2nd Fl
Jamaica, NY 11432
718-406-5549
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549
Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

জায়েদা খাতুনের বিজয় যা বললেন গায়ক আসিফ

বিনোদন ডেস্ক: প্রথম গানে মানুষের মন জয় করেন শিল্পী আসিফ আকবার। গানের জনপ্রিয়তায় তার অবস্থান এখনো অটুট। গানের পাশাপাশি সব সময় সামাজিকমাধ্যমে দেখা যায় এ শিল্পীকে। প্রায় সময় তার বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দিতে দেখা যায়। এবার গাজীপুরের মেয়র নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন এ শিল্পী। শুক্রবার (২৬ মে) ভোরে তিনি সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীরের মা জায়েদা খাতুনকে নিয়ে তার নিজের ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, মজলুমের সব বিজয় সবসময় দিকনির্দেশনার চিহ্ন রেখে যায়। মজলুম প্রতিবাদী না হলে নিজের চরিত্র হারিয়ে ফেলে। একজন মায়ের বিজয় হয়েছে, আর এভাবেই ইতিহাসগুলো নতুনভাবে রচিত হয়। তিনি আরও লেখেন, অভিনন্দন গাজীপুরের নবনির্বাচিত নগরমাতা শ্রদ্ধেয় মিসেস জায়েদা খাতুন, আপনি একজন কাচকাটা হীরা, গাজীপুরের আম্মাজান। সবশেষে আসিফ লেখেন, আপনার সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

এবার শাহরুখকে টেক্কা দিলেন সালমান

বিনোদন ডেস্ক: হাল সময়ে সিনেমা দিয়ে না পারলেও মহত্ব দিয়ে ঠিকই বলিউড কিং শাহরুখ খানকে টেক্কা দিলেন বলিউড ভাইজান সালমান খান। মাস কয়েক আগে শাহরুখ খানের 'পাঠান' নামে একটি সিনেমা মুক্তি পায়। পাঁচ বছর পর কামব্যাক এ সিনেমা দিয়ে বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন শাহরুখ খান।

গত মাসে সালমান খানের 'কিসি কা ভাই কিসি কা জান' নামের একটি সিনেমা মুক্তি পায়। এটিও ব্যবসাসফল হয়। কিন্তু শাহরুখ খানকে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে টেক্কা দিতে পারেননি ভাইজান। তবে অন্যদিক দিয়ে কিন্তু ঠিকই ভক্তদের মন কেড়েছেন সালমান। মাসখানেক আগে শাহরুখ 'ডাঙ্কি' সিনেমার শুটিং সেরে কাশ্মীর থেকে মুম্বাই ফিরছিলেন।

বিমানবন্দরের গেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় সঙ্গে তার ম্যানেজার পূজাও ছিলেন। সে সময়ই সাদা শার্ট পরা এক ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে সেলফি তোলার জন্য পাশে এলে তাকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেন। লোক-টিও বেশ বিব্রত হন। নেট দুনিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হয়। সবাই এ ঘটনার জন্য শাহরুখকে তুলোধুনা করতে ছাড়েননি।

একই ঘটনা সম্প্রতি সালমানের সঙ্গেও ঘটেছিল। কিন্তু ভাইজান ঘটিয়েছেন অন্যরকম কান্ড। ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, এয়ারপোর্টে প্রবেশ করছেন সালমান খান। তাকে ঘিরে রয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। তখন হঠাৎই ছুটে আসে একটি বাচ্চা। এসে জড়িয়ে ধরেন সালমানকে। সালমান বাচ্চাটির পিঠ থাবড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। কথাও বলেন। আর এতেই সালমান হয়ে ওঠেন প্রশংসার পাত্র। নেটিজেনরা করতে থাকেন প্রশংসাসূচক মন্তব্য। একজন লিখেছেন, 'সালমান বরাবরই বাচ্চাদের ভালোবাসে। ছোটদের সঙ্গে তার রসায়ন অসাধারণ।' আরেকজন শাহরুখের সমালোচনা করে লিখেছেন, 'শাহরুখ-ভক্তদের দেখা উচিত এই ভিডিও। কিছুদিন আগেই তো কিং খান ঠেলে দিয়েছিল একজনকে এয়ারপোর্টে।' অন্যজন লিখেছেন, 'শাহরুখের উচিত সালমানের কাছ থেকে ব্যবহার শেখা।'

৬০ বছর বয়সে বিয়ে করলেন বলিউড অভিনেতা আশিষ

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড ও দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা আশিস বিদ্যার্থী ৬০ বছর বয়সে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। বৃহস্পতিবার (২৫ মে) জামাইষষ্ঠীর দিন কলকাতায় দ্বিতীয় বিয়ে সেরে ফেললেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী এ অভিনেতা।

কলকাতার এক নামি ফ্যাশন হাউসে চাকরি করেন পাত্রী রুপালি বড়ুয়া, তিনি আসামের মেয়ে। এদিন ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে কোর্ট ম্যারেজ সারেন আশিষ ও রুপালি। এর আগে কলকাতার জামাই ছিলেন আশিষ। অভিনেত্রী-গায়িকা রাজোশি বড়ুয়াকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তবে সেই বিয়ে টেকেনি। এবার নতুন করে গাঁটছড়া বাঁধলেন আশিষ। বিয়ের পর্ব সেরে উচ্ছ্বসিত এ জুটি।

বিয়ের পর্ব সেরে অভিনেতা বলেন, জীবনের এই পর্যায়ে ররুপালির সঙ্গে বিয়েটা একটা অসাধারণ অনুভূতি। বৃহস্পতিবার সকালে আমাদের কোর্ট ম্যারেজ হয়েছে, তার পর সন্ধ্যায় গেট-টুগেদার।' সবটাই ভাগ্যের খেল তা জানিয়ে দিলেন নবদম্পতি। অল্পদিনের পরিচয় তাদের তাও স্পষ্ট করলেন।

কেমনভাবে আশিষের প্রেমে পড়লেন রুপালি? তার সোজা জবাব– উনি একজন ভালো মনের মানুষ, উনার সঙ্গ পাওয়াটা সৌভাগ্যের।'

১৯৮৬ সালে অভিনয় জীবনের সফর শুরু আশিষ বিদ্যার্থীর। গত চার দশকে তিন শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। ভারতীয় ১১টি ভাষার সিনেমাতে কাজ করেছেন তিনি।

'দ্রোহকাল' সিনেমার জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতা হিসাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন এ অভিনেতা।

আশিষের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে যা বললেন প্রথম স্ত্রী

এদিকে রূপালিকে বিয়ে করার আগে দীর্ঘ সময় তিনি সংসার করেছেন রাজোশি বড়ুয়ার সঙ্গে। অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়ার মেয়ে রাজোশির সঙ্গে লম্বা দাম্পত্য জীবনের পর ছাড়াছাড়ি হয় তাদের। এক পুত্রসন্তান রয়েছে তাদের। নাম অর্থ বিদ্যার্থী।

সাবেক স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবরে গত ১৭ ঘণ্টায় দুবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দেন, সেখানেই জীবন নিয়ে মুখ খোলেন রাজোশি। রাজোশি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লেখেন- 'যে মানুষেরা তোমার কাছের, সে কখনো জিজ্ঞেস করবে না, তাদের কাছে তোমার মূল্য ঠিক কতটা। সে এমন কোনো কাজ করবে না, যাতে তুমি কষ্ট পাও।'

তিনি আরও লেখেন, 'যাবতীয় দুর্ভাবনা এবং সন্দেহ দূর হয়েছে। ধন্দ কেটে গিয়ে সব কিছু স্পষ্টভাবে ধরা দিচ্ছে। জীবনে শান্তি ও স্থিতি আসুক। তুমি নিজে যথেষ্ট শক্তিশালী। ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে নতুন করে শুরু করতে হবে।' শেষে তার সংযোজন, 'জীবন নামের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেও না।'

কলকাতার এক নামি ফ্যাশন হাউসে চাকরি করেন পাত্রী রূপালি বড়ুয়া, তিনি আসামের মেয়ে। বিয়ের পর্ব সেরে অভিনেতা বলেন, জীবনের এই পর্যায়ে রূপালির সঙ্গে বিয়েটা একটা অসাধারণ অনুভূতি। বৃহস্পতিবার সকালে আমাদের কোর্ট ম্যারেজ হয়েছে, তার পর সন্ধ্যায় গেট-টুগেদার।'

১৯৮৬ সালে অভিনয় জীবনের সফর শুরু আশিষ বিদ্যার্থীর। গত চার দশকে তিন শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। ভারতীয় ১১টি ভাষার সিনেমাতে কাজ করেছেন তিনি।

প্রকাশ্যে রণবীরের গালে একের পর এক চড় আনুশকার

বিনোদন ডেস্ক: তারকাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়; এমন ধারণাই ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। তবে কালের বিবর্তনে ভেঙে গেছে সেই ধারণা। ছবির সেটে অভিনয় করতে গিয়ে ভালো বন্ধুত্বও হয়ে যায় তাদের মধ্যে। আনুশকা শর্মা ও রণবীর কাপুর এর ব্যতিক্রম নন।

২০১৬ সালে করণ জোহর পরিচালিত 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন দুই তারকা। তার পর থেকেই বেশ ভালো বন্ধু তারা। অথচ সে বন্ধুকেই একের পর এক চড় মারছেন আনুশকা। কেন? সম্প্রতি সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, রণবীর কাপুরকে একের পর এক চড় মেরে যাচ্ছেন আনুশকা শর্মা। রণবীরও প্রথমে চুপ করে সেই চড়গুলো সহ্য করছিলেন। তার পরেই হঠাৎ করে রেগে যান তিনি। খেপে গিয়ে রণবীর বলেন ওঠেন– 'সব কিছুর একটা সীমা থাকে!' হঠাৎ দুই বন্ধুর মধ্যে কী হলো? কৌতূহল অনুরাগীদের।

জানা যায়, ওই সময় 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' ছবির শুটিং করছিলেন রণবীর ও আনুশকা। ছবিরই একটি দৃশ্যে রণবীরকে চড় মারার কথা ছিল আনুশকার। পর্দায় যাতে ওই চড় মেকি না লাগে, সে জন্য সত্যি সত্যিই রণবীরকে কষিয়ে চড় মারা অভ্যাস করছিলেন অভিনেত্রী।

এদিকে আনুশকার হাতে চড় খেতে খেতে বিরক্ত রণবীর। রেগেমেগে তিনি বলেন ওঠেন– 'সব কিছু মশকরা নয়!' আনুশকা তখন রণবীরকে প্রশ্ন করেন– 'তুমি কি সত্যিই রেগে গেছ?' রণবীর বলেন, 'আলবাত রেগে গেছি! এত জোরে চড় মারলে গালে লাগছে তো!' রণবীর ও আনুশকার এই ভিডিওতে মজেছেন দর্শক ও অনুরাগীরা।

ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওর নিচে অনেকে মন্তব্য করেছেন– আনুশকা ও রণবীরের এই রসায়নের জন্যই ছবি দেখতে উৎসাহ পেয়েছিলেন তারা।

২০১৬ সালে করণ জোহর পরিচালিত 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেন আনুশকা ও রণবীর। ছবিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ঐশ্বর্য রাই ও ফাওয়াদ খান। ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা গিয়েছিল শাহরুখ খানকেও।

টেস্টে সাকিবকে মিস করব: হাবিবুল বাশার

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : আফগানিস্তান ক্রিকট দল জুনে বাংলাদেশ সফরে আসছে। দুই ধাপের এই সফরে প্রথম দফায় একটি টেস্ট খেলবে আফগানরা।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজে তর্জনীতে চোট পাওয়া সাকিব ম্যাচটিতে থাকছেন না। সাকিব না থাকায় নির্বাচকদের জন্য দল গড়া কিছুটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ ব্যাটিং-বোলিং দুই দিকটাই ভাবতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমন জানিয়েছেন, সাকিবের অনুপস্থিতিতে সেই দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে অন্যদের। বৃহস্পতিবার মি-রপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গণমাধ্যমকে তিনি এই কথা বলেন।

বাশার বলেন, বিশ্ব ক্রিকেটে খুব কম ক্রিকেটারই আছেন যারা ব্যাটিং-বোলিং করে দলে আসতে পারে। সাকিবের ব্যাটিং-বোলিং আমরা মিস করব। আমার মনে হয় বাকি যারা দলে আছে তাদের দায়িত্ব সেই কাজটা করে দেয়া।

জাতীয় দলের এই নির্বাচক বলেন, সাকিব না থাকলে একটা বাড়তি ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলতে হবে অথবা একজন বোলার বেশি নিয়ে খেলতে পারি। কন্ডিশন অনুযায়ী সেটা আমরা করে থাকি। ওর না থাকাটা স্টেপ ব্যাক।'

একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি খেলতে আগামী ১০ জুন ঢাকায় পা রাখবে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। হোম অব ক্রিকেটে ১৪ জুন থেকে শুরু হবে ম্যাচটি। ম্যাচটি শেষ করে ভারত যাবে রশিদ খানরা।

ভারত থেকে ফের বাংলাদেশে এসে ঈদুল আজহার পর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে দুই দল। সাকিব ফিরতে পারেন ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে।

বিধ্বস্ত হওয়ায় অজুহাত দিচ্ছে ব্রড: স্টার্ক

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : করোনার মধ্যে হওয়ায় সবশেষ অ্যাশেজ সিরিজকে গোনার বাইরে রাখেন মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। ইংলিশ পেসারের এমন কথার পাল্টা জবাব দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ান পেসারের প্রশ্ন– বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে অজুহাত দিচ্ছেন না তো ব্রড।

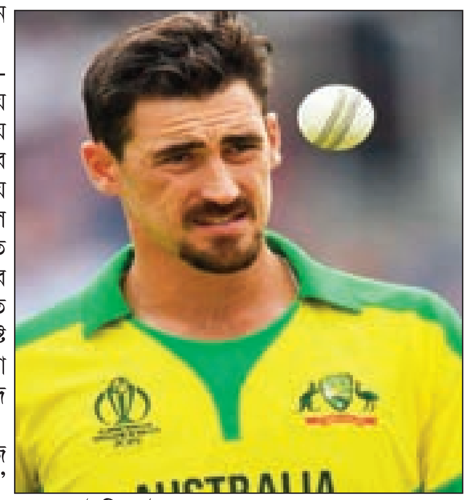

সবশেষ অ্যাশেজে ২০২১-২২ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে রীতিমতো উড়ে যায় ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের সিরিজটি তারা হেরে যায় ৪-০ ব্যবধানে। কেবল সিডনি টেস্ট ড্র করতে পারে তারা শেষ জুটির নাটকীয়তায়। বৃষ্টিতে অনেকটা সময় খেলা নষ্ট না হলে হয়তো হোয়াইটওয়াশের স্বাদ পেতেন ইংলিশরা।

ভরাডুবির ওই সিরিজ 'সত্যিকারের অ্যাশেজ' হিসেবে গণ্য করতে নারাজ ব্রড। ডেইলি মেইলে গত মাসে তিনি বলেছিলেন, কোভিডের কারণে কোয়ারেন্টিন ও নানা বাধ্যবাধকতায় ওই সিরিজে লড়াইয়ের উপযুক্ত পরিবেশই ছিল না। তাই সিরিজটিকে বাতিলের খাতায় রেখেছেন তিনি।

এখানেই আপত্তি স্টার্কের। বুধবার অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ডে তিনি বলেন, বড় হারের কারণে অজুহাত দিচ্ছেন ব্রড। তিনি জানান, ওটা কি সত্যিই কোয়ারেন্টিন ছিল? ওই সফরে তাদের তো গলফ খেলারও সুযোগ ছিল। এটা কি ৪-০ ব্যবধানে হারার অজুহাত? চমৎকার সিরিজটির অংশ হওয়া দারুণ ব্যাপার ছিল। তাদের জন্য পুল, জিমের ব্যবস্থা ছিল। তারা গোল্ড কোস্টে রিসোর্টে ছিল। অনুশীলন করেছিল মেট্রিকন স্টেডিয়ামে। রুমে বন্দি হয়ে থাকতে হয়নি, তাদের পরিবারও সঙ্গে ছিল।

ব্রডের মন্তব্য হাস্যকর মনে হয়েছে স্টার্কের কাছে। তার মতে, কোভিডের সময় হলেও স্বাভাবিক পরিবেশই পেয়েছিল ইংল্যান্ড। স্টার্ক বলেন, সবচেয়ে হাস্যকর হচ্ছে– গোল্ড কোস্টে তারা এটাকে জৈব সুরক্ষাবলয় বলছে। কোয়ারেন্টিনের অভিজ্ঞতা আমার সাতবার হয়েছে। এটাই ছিল সবচেয়ে সহজ।

এবারের অ্যাশেজ ইংল্যান্ডের মাটিতে। আগামী ১৬ জুন এজবাস্টনে শুরু হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের ঐতিহাসিক সিরিজটি।

সাইবার হামলার শিকার ম্যারাডোনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর প্রয়াত হয়েছেন দিয়েগো ম্যারাডোনা। তার স্মৃতি ফিরে আসে বারবার। কখনো আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে, কখনো নাপোলির সেরি-এ লিগ-সাফল্যে। এবার '৮৬ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহানায়ক নিজেই হাজির ধরাধামে! নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রায় এক কোটি ২০ লাখ অনুসারীকে বিভ্রান্ত করে তার যুগান্তকারী পোস্ট, 'তোমরা নিশ্চয় জানো, আমার মৃত্যুর খবর ঠিক না।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যারাডোনার এই পোস্ট নিয়ে ঝড় ওঠার পরই জানা যায় আসল ঘটনা।

মঙ্গলবার রাতে ম্যারাডোনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মেক্সিকোর কোনো হ্যাকার আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তার আরেকটি পোস্ট ছিল বেশ মজার, 'স্বর্গে কোকাকোলা নেই, শুধু পেপসি আছে।'

এছাড়া লিওনেল মেসির প্রশংসা ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সমালোচনা করে পোস্ট করা হয়।

পরে হ্যাকিংয়ের খবর নিশ্চিত করে ম্যারাডোনার পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, 'আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, দিয়েগো ম্যারাডোনার অফিশিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। আমরা অ্যাকাউন্টটি যত দ্রুত সম্ভব আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। তার আগ পর্যন্ত এখানে প্রকাশ করা সব কিছু বর্জন করুন।'

আহা! কী গোল!! সোনালি সময় ফিরিয়ে আনলেন রোনাল্ডো

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : সেরা সময়ের ঝলক? গোলটি দেখে থাকলে কেউ আপত্তি করবেন না। দুই ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বক্সের বাইরে থেকে গোলার মতো শটে করা দুর্দান্ত গোল মনে করিয়ে দিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সোনালি সময়কে। ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়া গোলটি দলকে শুধু অসাধারণ এক জয়ই এনে দেয়নি, আল নাসরেকে টিকিয়ে রেখেছে শিরোপার দৌড়েও।

মঙ্গলবার রাতে সৌদি প্রো লিগে আল শাবাবের বিপক্ষে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত রোনাল্ডো-ঝলকে ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে আল নাসরে। ৫৯ মিনিটে জয়সূচক গোলের পর মাটিতে চুমু দিয়ে উদ্যাপন করেও সৌদি ভক্তদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন পর্তুগিজ মহ-াতারকা। সৌদি লিগে ১৫ ম্যাচে তার গোল হলো ১৪টি। ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত রোনাল্ডো বলেন, '২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর ফেরা কঠিন। তবে আমাদের বিশ্বাস ছিল শেষ পর্যন্ত এবং আমরা তিনটি গোল করতে পেরেছি।' এই জয়ে ২৮ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আল নাসরে। শীর্ষে থাকা আল ইত্তিহাদের পয়েন্ট ৬৬। হেড টু হেডে এগিয়ে থাকায় বাকি দুই ম্যাচের একটিতে জিতলেই শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে ইত্তিহাদের। তাদের পয়েন্ট হারানোর ওপর নির্ভর করছে রোনাল্ডোদের সম্ভাবনা।

রোনাল্ডো নিজে অবশ্য পুরো সৌদি লিগেরই অপার সম্ভাবনা দেখছেন, 'আমি মনে করি, সৌদি লিগ ধীরে ধীরে বিশ্বের সেরা পাঁচ লিগের একটি হয়ে উঠবে। তবে এজন্য সময় লাগবে, ভালো খেলোয়াড় লাগবে। পর্যাপ্ত অবকাঠামো লাগবে। এই দেশ ও লিগের সম্ভাবনা অপার। সৌদি আরবের মানুষও অসাধারণ।'

সৌদি আরবের এত গুণগান গেয়ে রোনাল্ডো হয়তো কৌশলে মরুরাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিকে!

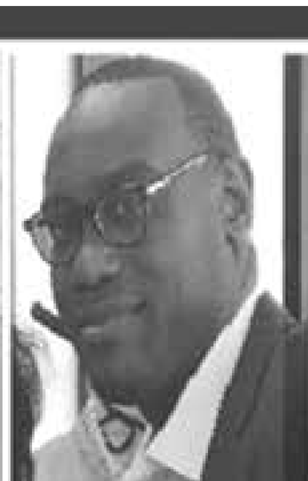
LAW OFFICE
এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন; ক্রিমিনাল, ডিভোর্স, বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট, ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন।
এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজুরী।
Rafi : 917-432-7458

ইমরান খানসহ ৮০ পিটিআই নেতার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্ক, ২৭ মে : পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তার স্ত্রী বুশরা বিবিসহ দলটির ৮০ জনের বেশি নেতার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বিশেষ সহকারী আতাউল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর ডনের।

আতাউল্লাহ বলেন, পিটিআই নেতাদের মধ্যে তালিকায় রয়েছেন আসাদ উমর, মালেকা বোখারি, কাসিম সুরি, আসাদ কায়সার, মুরাদ সাঈদ, হাম্মাদ আজহার, ইয়াসমনি রশিদ ও আসলাম ইকবাল।

তিনি বলেন, ইমরান খান ও বুশরা বিবিসহ এই নেতাদের নো ফ্লাই তালিকা এক্সিট কন্ট্রোল লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আতাউল্লাহ বলেন, পিটিআই নেতাদের তালিকা দেশ থেকে বাইরে যাওয়ার সব পয়েন্ট ও বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে বলা হয়েছে, তালিকা নাম থাকা ব্যক্তিদের পাকিস্তান ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হবে না।

এর আগে বুধবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছিলেন, ইমরানের দল পিটিআইকে নিষিদ্ধ করার কথা বিবেচনা করছে সরকার।

গত বছর এপ্রিলে পার্লামেন্টে আস্থাভোটে হেরে ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান। এর পর তিনি অভিযোগ

করেছেন, তাকে অপসারণের নেপথ্যে রয়েছে সেনাবাহিনী। আগাম নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন তিনি। তার বিরুদ্ধে দেড় শতাধিক মামলা করা হয়েছে।

আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান গ্রেফতার হওয়ার প্রতিবাদে গত ৯ মে পাকিস্তানজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে পিটিআইকর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সেনাবাহিনীর কয়েকটি স্থাপনায় ভাঙচুরের খবর পাওয়া যায়। কয়েক দিনের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন নিহত হন। এর পর থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে।

সম্প্রতি পিটিআইয়ের একাধিক নেতা দল থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে দলটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী। বুধবার তার দল ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেক্রেটারি আসাদ উমর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তিনি পিটিআই সদস্য থাকবেন।

জাপানে পুলিশসহ ৪ জনকে হত্যায় স্পিকারের ছেলে গ্রেফতার

ঢাকা ডেস্ক, ২৭ মে : জাপানের মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশ নাগানোতে বন্দুক ও ছুরি হামলায় দুই নারী ও দুই পুলিশ সদস্যকে হত্যার ঘটনায় মাসানোরি আওকি (৩১) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি নাগানোর প্রাদেশিক সংসদের স্পিকার মাসামিচি আওকির বড় ছেলে। শুক্রবার তাকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা ২৫ মিনিটে নাগানোর প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাসানোরি আওকির হামলায় হতাহতের ওই ঘটনা ঘটে।

মাসানোরি আওকি প্রথমে এক নারীকে প্রায় এক ফুট লম্বা একটি ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন।

হত্যার উদ্দেশ্য এখনো স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ তাকে খুনের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাকে খুন করেছি। কারণ আমি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম।

গ্রেফতার এড়াতে ওই যুবক তার বাবার বাসভবনে ঢুকে পড়েন। সেখানে চার ঘণ্টা অবস্থান করেন তিনি।

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় জাপানে বন্দুক হামলার মতো ঘটনা একেবারে বিরল। দেশটিতে কেউ অস্ত্র কিনতে চাইলে, তাকে কঠোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লাইসেন্স পেতে হয়।

তবে সম্প্রতি দেশটির সবচেয়ে বেশি মেয়াদি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের ওপর বন্দুক হামলার ঘটনায় অস্ত্র আইন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয় দেশটিতে।

পশ্চিমা হুমকি ঠেকাতে পাল্টা যে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাশিয়া

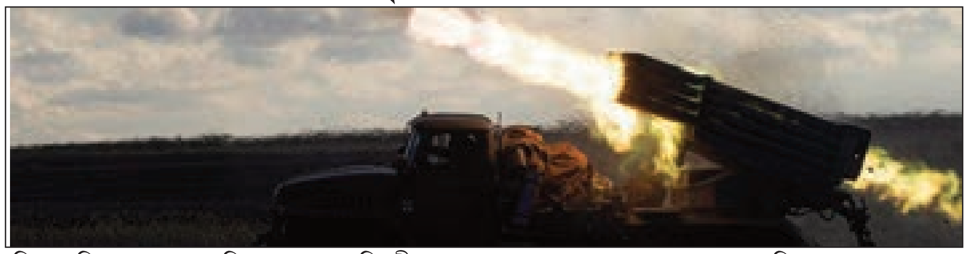

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : কৌশলগত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বেলারুশে মোতায়েনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করেছে রাশিয়া। রাশিয়া বলেছে, পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

বৃহস্পতিবার রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু ও বেলারুশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভিক্টর খ্রেনিন এ চুক্তি সই করেন।

রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু জানান, রাশিয়া ও বেলারুশের পশ্চিম সীমান্তে পশ্চিমা হুমকি অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হচ্ছে।

গত মার্চ মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রথম বেলারুশে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের ঘোষণা দেন। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে হামলা শুরু করে রুশ বাহিনী। এর পর থেকে পুতিন একাধিকবার বলেছেন, আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় প্রয়োজনে তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে পিছপা হবে না।

পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ মুহূর্তে তাদের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের অবস্থান বদলানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তবে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে পুতিনের মন্তব্যকে বিপজ্জনক ও দায়িত্বহীন বলে উল্লেখ করেছে ন্যাটো।

ইউক্রেনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রুশ মিত্র বেলারুশকে জিম্মি করে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হচ্ছে। শোইগু বলেন, বেলারুশে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা থাকলেও এর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত মস্কোর।

শোইগুকে উদ্ধৃত করে তাস জানিয়েছে, রাশিয়ার তৈরি ইস্কান্দারএম ক্ষেপণাস্ত্র বেলারুশের সেনাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের উপযোগী করে সু-২৫ যুদ্ধবিমান প্রস্তুত রাখা হয়েছে। শোইগু বলেন, রুশ প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বেলারুশের সেনারা। এ ছাড়া চুক্তিতে বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র রাখার জন্য সংরক্ষণাগার তৈরির কথাও বলা হয়েছে।

রাশিয়ার কৌশলগত পারমাণবিক এসব অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। যে পারমাণবিক অস্ত্রে পুরো শহর ধ্বংস করা যায়, এগুলো সে ধরনের নয়। রাশিয়ার কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কতকগুলো কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, সে সংখ্যা জানানো হয়নি।

এদিকে বাখমুতের নিয়ন্ত্রণ রুশ বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করতে শুরু করেছে দেশটির ভাড়াটে বাহিনী ভাগনার। গতকাল বৃহস্পতিবার ভাগনারের প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিন বলেন, তার বাহিনী বাখমুতের অবস্থান থেকে সরে আসতে শুরু করেছে। গত সপ্তাহে ইউক্রেনের বাখ-মুত পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।

রুশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের সীমান্ত এলাকায় ইউক্রেনের হামলা বন্ধে যুদ্ধবিমান ও বিভিন্ন অস্ত্র মোতায়েনের ঘোষণা দেওয়ার পর ভাগনার প্রধান বাখমুত থেকে সরে আসার ঘোষণা দিলেন।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন : এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন : ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
• লেড বিষ সম্পর্কীয়
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
• ভুল চিকিৎসা
• মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
• কাজের সময় দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
• ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea e-file
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

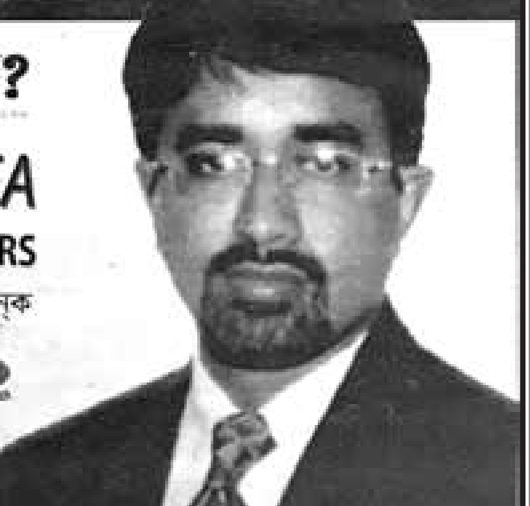

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

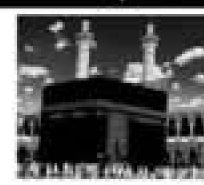

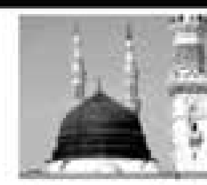

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates · السعودية SAUDIA · الاتحاد ETIHAD · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ভার্চুয়াল সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড লু

নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কেউ ভিসা পাবে না

ঢাকা ডেস্ক, ২৬ মে : বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাধাদানকারীদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি সরকারি ও বিরোধী-দুই পক্ষের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ।

তিনি বলেছেন, নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে বিরোধী পক্ষ সহিংসতা করলে তারাও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না । যারা এ কাজের আদেশ দেবেন এবং যারা বাস্তবায়ন করবেন তারা উভয়ই ভিসার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন ।

বুধবার রাতে চ্যানেল আইয়ের তৃতীয়মাত্রায় সাংবাদিক জিল্লুর রহমানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা জানিয়েছেন । ওই সাক্ষাৎকারবিবরণী ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস তাদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করেছে ।

জিল্লুর রহমান : যুক্তরাষ্ট্র সরকার কেন বাংলাদেশিদের জন্য এই নতুন ভিসানীতি চালু করতে যাচ্ছে? এটি কি সত্যিই প্রয়োজন ছিল?

ডোনাল্ড লু : 'আমি একটি বিষয় খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, আজ আমরা কারও বিরুদ্ধে স্যাংশন (নিষেধাজ্ঞা) দিইনি । আপনি যেমনটা বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন আজ একটি নতুন নীতি ঘোষণা করেছেন, যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সেসব ব্যক্তির ভিসা সুবিধায় বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে, বিশেষ করে যারা বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করবে । সুতরাং যে কেউ এর আওতায় পড়তে পারেন, সরকারের লোকজন, বিচার বিভাগের সদস্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা বিরোধী দলের কেউ ।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়া এবং সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্র রক্ষার বিষয়টি একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ।

জিল্লুর রহমান : দেশের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্য বাংলাদেশিদের কীভাবে এই নীতির আওতায় আনা হবে? আপনি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কথা উল্লেখ করেছেন-সরকারের কোনো সদস্য কি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত?

ডোনাল্ড লু : এই নীতিটি সরকারের এবং বিরোধী দলের সদস্য উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে । উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, সামনের নির্বাচনে যদি আমরা দেখি যে বিরোধী দলের কেউ সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েছেন বা ভোটারদের ভয় দেখিয়েছেন, তাহলে সেই ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না । একইভাবে যদি আমরা দেখি যে সরকারের কোনো সদস্য বা নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কেউ ভোটারদের ভয় দেখিয়েছেন বা সহিংসতায় জড়িত অথবা বাকস্বাধীনতাকে উপেক্ষা করেছেন, তবে সেই ব্যক্তিকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের অনুমতি দেব না ।

জিল্লুর রহমান : জড়িত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও কি ভিসা বিধিনিষেধ নীতির আওতায় পড়বেন?

ডোনাল্ড লু : এর জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ । নতুন এই নীতি এবং যে আইনের ওপর ভিত্তি করে এটি নেওয়া হয়েছে-উভয় জায়গাতেই এ বিষয়টি খুব স্পষ্ট । অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরা, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানরাও এই নীতিতে ভিসা বিধিনিষেধের সম্মুখীন হবেন ।

জিল্লুর রহমান : যাদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে, তাদেরকে কি আপনারা জানাবেন?

ডোনাল্ড লু : ঠিক তাই । যাদের ভিসা বাতিল করা হবে, তাদর সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি জানানো হবে ।

জিল্লুর রহমান : সুনির্দিষ্টভাবে কাদের এই বিধিনিষেধের আওতায় আনা হবে?

ডোনাল্ড লু : আবারও বলছি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিনকেন কেবল একটি নতুন ভিসানীতির ঘোষণা দিয়েছেন । আমরা এখনো নির্দিষ্ট কারও ওপর এ নীতি প্রয়োগ করিনি । এই নীতি আমাদের এ রকম, যে কোনো ব্যক্তির যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে বি-ধিনিষেধ আরোপে সহায়তা করবে, যারা এই চারটি কাজের যে কোনো একটিতে জড়িত থাকবেন-ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো, ভোট কারচুপি, বাক্স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করা বা সমাবেশ করার অধিকারকে অগ্রাহ্য করা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যাহত করতে সহিংসতার ব্যবহার ।

আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, সরকার ও বিরোধীদের উভয়ের ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষভাবে, গঠনমূলক পদ্ধতিতে এবং সমানভাবে এই নীতির বাস্তবায়ন করা হবে । যুক্তরাষ্ট্র সরকার নির্বাচনে কখনো কোনো পক্ষ নেয় না । আমরা বিশেষ কোনো দল বা প্রার্থীকে সমর্থন করি না । যুক্তরাষ্ট্র সরকার কেবল একটি বিষয় সমর্থন করে, সেটি হলো অবাধ ও নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ।

জিল্লুর রহমান : যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আদেশ বাস্তবায়ন করে থাকেন, তাদের ওপর এই নীতি প্রযোজ্য কি না?

ডোনাল্ড লু : এ বিধিনিষেধ যারা আদেশ দেবেন এবং যারা আদেশ পালন করবেন-উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য হবে । যারা আদেশ গ্রহণ করে সহিংসতা বা ভোটারদের ভয়ভীতি বা ভোট কারচুপির কাজ করবে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন । একইভাবে যারা এসব কাজের নির্দেশ দেবেন, তারাও যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের অনুমতি পাবেন না ।

জিল্লুর রহমান : গত ১৪ মে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা (ট্রাফিক এসকর্ট) কমিয়ে আনার পালটা পদক্ষেপ হিসাবেই কি এই নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে?

ডোনাল্ড লু : বিষয়টি একেবারেই তেমন না । গত ৩ মে বাংলাদেশ সরকারকে যখন নতুন এই নীতির বিষয়ে আগাম অবহিত করা হয়েছিল, তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলাম । সুতরাং ৩ মের নতুন এই নীতি এবং এর ঘোষণা কোনোভাবেই সরকারের ১৪ মের ঘটনার পালটা পদক্ষেপ নয় । যুক্তরাষ্ট্র সরকার কখনো পালটা ব্যবস্থার ভিত্তিতে কখনো সিদ্ধান্ত নেয় না এবং নেবে না ।

জিল্লুর রহমান : অতীতের কতদূর পর্যন্ত নতুন এই নীতি কার্যকর হবে?

ডোনাল্ড লু : এটি একটি ভবিষ্যৎমুখী নীতি । আমাদের আশা, এ নীতি সহিংসতা প্রতিহত করতে সহায়ক হবে এবং বাংলাদেশে আগামী দিনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবে । আমরা এই দায়িত্বটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে থাকি এবং আমরা পেছনে ফিরে তাকাতে চাই না । যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বাংলাদেশের বন্ধু মনে করে । আমরা নতুন এই নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, তার সরকার, বাংলাদেশি নাগরিক সমাজ ও বাংলাদেশের জনগণের যে চেষ্টা, তাকে বেগবান করতে চাই-এটি যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ।

জিল্লুর রহমান : বাংলাদেশের নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

ডোনাল্ড লু : বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার । আমাদের কাছে এই দেশটির বিশেষ স্থান রয়েছে । এই দুই দেশের মানুষে মানুষে, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কম্পানি পর্যায়ে দারুণ সম্পর্ক রয়েছে । আমরা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র এগিয়ে নিতে চেষ্টা করি । এটি বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে একটি সত্যিকারের গণতন্ত্র রয়েছে । এ কারণেই এখানে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া দরকার ।

ডোনাল্ড লু আরও বলেন, আমি জানি, নতুন এই নীতিকে ঘিরে অনেক প্রশ্ন উঠবে । আমি আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই, আমরা এই সিদ্ধান্তটি সবচেয়ে গঠনমূলক এবং ইতিবাচক উপায়ে নিয়েছি । আমরা চাই, এটি বাংলাদেশে সংলাপ এবং আগামী বছরে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার, বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ-সবার প্রচেষ্টায় অবদান রাখবে ।

তিনি বলেন, সামনের সময়টি বাংলাদেশের জন্য কঠিন হতে পারে । অথবা এই সময়টি সত্যিই একটি আনন্দময় যুগের সূচনা করতে পারে, যেখানে বাংলাদেশ তার সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অর্জন উদ্যাপন করবে, এমন একটি নির্বাচন করে, যা আগের সব নির্বাচনের চেয়ে ভালো হবে । এটাই আমাদের আশা ।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট অ্যান্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

স্পেশাল

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

মার্কিন নতুন ভিসানীতি : বিশ্লেষকদের অভিমত

পরিবর্তন আসবে প্রশাসন, ইসি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও রাজনৈতিক দলের আচরণে

ঢাকা ডেস্ক, ২৭ মে : বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি রাজনৈতিক দলসহ সবার জন্য রয়েছে বেশ-কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। এর সঙ্গে কূটনীতি, রাজনীতি এবং অর্থনীতিসহ অনেক বিষয় জড়িত।

বাংলাদেশকে চাপে ফেলতেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত। তবে এটি এককভাবে কোনো দল নয়-দেশের প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলের আচরণেও প্রভাব ফেলবে। তবে সামগ্রিকভাবেই যা দেশের জন্য ইতিবাচক নয়। কারণ নির্বাচন ইস্যুতে এই পদক্ষেপ বিশ্বে বিরল। এছাড়া এই ঘটনা বাণিজ্যিক সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেললে তা সামাল দেওয়ার মতো প্রস্তুতি আমাদের নেই। আর এই পরিস্থিতির জন্য আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা দায়ী।

যুগান্তরের সঙ্গে আলাপকালে দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ এবং অর্থনীতিবিদরা এসব মন্তব্য করেন। তাদের মতে, বিশ্বের অনেক দেশে গণতন্ত্রের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু ওই দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভালো সম্পর্ক। এছাড়া এবার একতরফা নির্বাচন হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু কোনো দলের খুব বেশি খুশি হওয়ার কারণ নেই।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিতের লক্ষ্যে নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই নীতির আওতায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িতদের ভিসা দেবে না দেশটি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বুধবার এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের কয়েকটি ধারায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কাজের মধ্যে রয়েছে-ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, জনগণকে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার চর্চাকে সহিংসতার মাধ্যমে বাধাদান। পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, ভোটার, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমকে তাদের মতামত প্রচার করা থেকে বিরত রাখতে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আমেনা মহসিন বৃহস্পতিবার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলসহ আমাদের সবার জন্য একটি বার্তা। তাদের এ ধরনের বার্তায় আমরা অবাক হয়েছি। এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে এক ধরনের চাপে ফেলা। এর পেছনে বড় কারণ আমাদের সব রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা। যেজন্য আজ আমরা এই পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি। এটিই হলো আমার কাছে খারাপ লাগা কিংবা উদ্বেগের জায়গা।

তিনি বলেন ‘আমরা বুঝতে পারছি, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি টেনশন বিরাজ করছে। তবে কতগুলো জায়গা রয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে অর্থনীতি অন্যতম। তিনি বলেন, সত্যি কথা বললে পৃথিবীর অনেক দেশ এখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেই। এর মধ্যে কিছু দেশে গণতন্ত্রের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু ওইসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আছে। ওইসব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

তিনি বলেন, ভিসা বাতিলের যে কথা বলেছে, এটা একক কোনো দল বা সরকারকে বলেনি। সবার জন্যই প্রযোজ্য। এখানে সরকার, যে কোনো রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং তাদের পরিবারকেও রেখেছে। তার মতে, এত বড় পরিধি রেখে একটি সিদ্ধান্ত নিল এবং তারা এটা (অপরাধী) কীভাবে নির্ধারণ করবে, সেটি আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তার মতে, এখানে ভিসা বাতিল বড় ব্যাপার নয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত আসাটা অবশ্যই একটা চাপ। আমাদের যেসব শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে যাচ্ছে, তারাও একটা চিন্তার মধ্যে পড়বে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক বলেন, ‘অবশ্যই একটি বিষয় তো বোঝা যাচ্ছে যে, এবার একতরফাভাবে নির্বাচন করে ফেলার মতো পরিস্থিতি হয়তো থাকবে না। পাশাপাশি আমার কাছে মনে হয়, বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। তারা আগের পরিস্থিতিতে নেই। অর্থাৎ ২০১৮ সাল এবং এখনকার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রভাব আছে। সে কারণে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বাংলাদেশের অনেক রাজ-নীতিবিদ সেখানে বাড়ি-গাড়ি করেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়াশোনা করছে। ফলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত সবার ওপরে একটি চাপ। এটি ভাবার বিষয়। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে এ ধরনের সিদ্ধান্তের কথা আমি এর আগে কখনো শুনিনি। এছাড়া অন্য দেশগুলো থেকেও এসব ব্যাপারে তাদের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। ফলে বিষয়টি একটু কঠিনই মনে হচ্ছে।

ড. আমেনা মহসিন আরও বলেন, ‘গত নির্বাচনে আমরা ব্যাপক হারে একটি বিষয় দেখেছি। ফলে এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের চিহ্নিত করার মাপকাঠি কী সেটি একটি প্রশ্ন। তিনি বলেন, এখানে দুটি বিষয় আছে। একটি হলো-ঢালাওভাবে একতরফা নির্বাচন হয়ে যাচ্ছে, মানুষ ভোটের অধিকারই পাচ্ছে না। দ্বিতীয় বিষয় হলো নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হওয়া। তবে স্বচ্ছ হওয়া অনেক প্রক্রিয়ার ব্যাপার। অনেক আগে থেকেই তা আরম্ভ হয়। এটি শুধু ভোটের দিনের বিষয় নয়। তিনি বলেন, আমরা যেদিন ভোট দিচ্ছি, তার আগে-পিছেও অনেক ভয়ভীতি কাজ করে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনকে ফোকাস করার চেয়ে প্রক্রিয়াকে ফোকাস করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জানতে চাইলে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের পর সরকারি দল বলছে, তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিরোধী দলও এটাই চায়। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মতো যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত, আমরাও ইতিবাচকভাবে দেখছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা আছে, স্বাধীনতার অর্থ হলো আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। তাই এক্ষেত্রে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমাদের সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। একই সঙ্গে আমাদের প্রত্যাশিত শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ সৃষ্টি হবে। যেখানে নিশ্চিত হবে সুশাসন। এর ফলে যে আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি সার্থক হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও নির্বাচন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র যেসব বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলছে, তা অন্যায় প্রতিরোধমূলক। অর্থাৎ অন্যায় প্রতিরোধে সহায়তা করবে। আর কেউ অন্যায় না করলে, সেগুলো প্রয়োগ হবে না।

তিনি আরও বলেন, যেসব অপরাধের ব্যাপারে পদক্ষেপের কথা বলছে, বাংলাদেশে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) এবং নির্বাচনি আচরণ বিধিতেও সেগুলো অপরাধ। ফলে নির্বাচনি অপরাধ ঠেকাতেই এই উদ্যোগ। এতে নেতিবাচকভাবে দেখার কারণ নেই।

এত বিশাল মানুষের মধ্যে নির্বাচনে অপরাধীদের কীভাবে চিহ্নিত করা হবে, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অনেক কিছুর জন্য গভীরে যেতে হয় না। এগুলো দেখলেই বোঝা যায়। যেমন নির্বাচনে কারা বাড়াবাড়ি করছে, কারা সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছে এবং মানুষকে ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে, এটি তো দেখাই যায়। সবাই জানে। এখন মূলত আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং অন্যদের আচরণ যেন নিরপেক্ষ হয়, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরেক প্রশ্নের উত্তরে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, অনেকের ছেলেমেয়েরা আমেরিকাতে আছে। তাদের ওপরও প্রভাব পড়বে। বাবা-মা অপরাধ করলে সন্তানকে কেন শাস্তি ভোগ করতে হবে-এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য কাউকে শাস্তি দেওয়া নয়। অপরাধ বন্ধ করা। ফলে অপরাধ না করলে, কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কথা হলো-আমাদের দেশে একশ্রেণির মানুষ, যারা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পেছনে তারা অন্যায় কাজ করেছে। প্রশ্ন ছিল, বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে, তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে নির্বাচনে যাবে না। সরকারও এ ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি নয়। সেক্ষেত্রে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হলে, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ কীভাবে কাজ করবে। উত্তরে তিনি বলেন, বিএনপি যদি তাদের নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, যদি সহিংসতা বা তাদের ওপর আক্রমণ না হয়, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হওয়ার পথ সুগম হবে।

এ বিষয়ে সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন কবির বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ফলে তাদের নতুন নীতি আমলে নেবেন কি না, সেটি আপনার বিষয়। তবে আমলে না নিলে বেশকিছু ঝুঁকি নিতে হবে। তিনি বলেন, যে কোনো বিচারে বা যে স্তরে মূল্যায়ন করা হোক, দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এর মধ্যে অন্যতম কূটনৈতিক সম্পর্ক। এছাড়াও রাজনীতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা-সব খাতেই ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক এই জায়গাতেও আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে আছি। এর ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, দেশের বাইরে থেকে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন সহযোগিতা (ওডিএ) আসছে, এর বড় একটা অংশই যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় একক বাজারও যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক সেখানে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় সবচেয়ে বেশি আসে দেশটি থেকে।

হুমায়ূন কবির আরও বলেন, বাংলাদেশের এ মুহূর্তে অন্যতম সমস্যা রোহিঙ্গা সংকট। এখানে আমরা আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে যেভাবে দেনদরবার করছি, সেখানে দুটি দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র বড় সহায়তা দিচ্ছে। এর মধ্যে প্রতিবছর ৭০০ থেকে ৮০০ মিলিয়ন ডলারের যে বিদেশি অনুদান আসে, এর সবচেয়ে অংশ অবদান তাদের। এছাড়াও রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে যে কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলা হয়েছে, এর সবচেয়ে বলিষ্ঠ সমর্থক যুক্তরাষ্ট্র।

তার মতে, করোনার সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ভ্যাকসিন এসেছে। অন্যদিকে বহুপাক্ষিক দিক মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে যে কাজ করছে, সেখানে তাদের সহযোগিতা রয়েছে। এক্ষেত্রে দুইভাবে সহায়তা করছে। প্রথমত প্রশিক্ষণ এবং দ্বিতীয় অপারেশনের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহে। এছাড়াও শান্তি রক্ষা মিশনে তারা সবচেয়ে বেশি অনুদান দেয়। মোট অনুদানের ২৮ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে। এসব বিবেচনায় নিয়ে নতুন নীতি আমলে নিলে এক কথা আর নিলে এসব বিষয়ে ঝুঁকি নিতে হবে।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বৃহস্পতিবার বলেন, এই ঘোষণা বাণিজ্যে প্রভাব পড়বে কিনা, তা নির্ভর করছে সরকারের প্রতিক্রিয়ার ওপর। তবে কোনো কারণে আমদানি ও রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অর্থনীতিতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিশাল বাণিজ্যিক অংশীদার। একক দেশ হিসাবে ওখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বড় বাজার। বাংলাদেশে রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়) আসার ক্ষেত্রেও দেশটি প্রথম সারিতে রয়েছে। ফলে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হয়, এমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত নয়। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যারা নিষেধাজ্ঞা দেবে, তাদের কাছ থেকে কিছু কিনব না, এটি অর্থনৈতিকভাবে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কোনো ইঙ্গিত কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমার মনে হয়, এগুলো রাজনৈতিক বক্তব্য। বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু না কিনলে, তারাও আমাদের পণ্য কিনবে না। এতে দেশ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধাক্কা সামাল দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেই।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই ভিসানীতির বিষয়ে ৩ মে বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। অ্যান্টনি ব্লিংকেন প্রথমে টুইট করে, এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। পরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবৃতি প্রকাশ করে। দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার সংবাদ সম্মেলনেও নতুন ভিসানীতির বিষয়টি তুলে ধরেন।

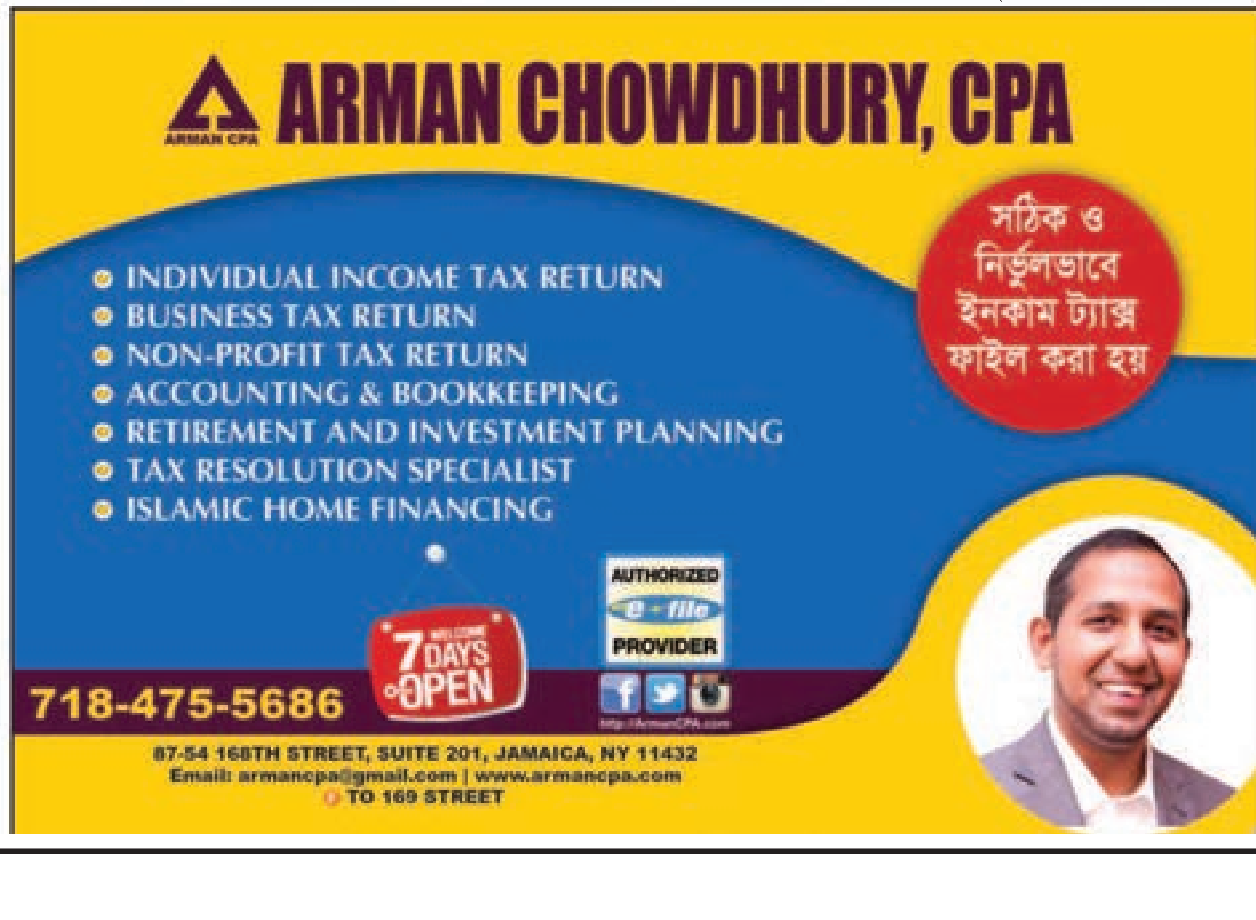

একে একে ক্যাম্প ছাড়ছেন নারী ফুটবলাররা

(শেষের পাতার পর)

ছেড়ে নিজের বাড়ি সিরাজগঞ্জে চলে গেছেন । ক্যাম্প ছাড়ার কারণ হিসেবে বাফুফেকে তিনি জানিয়েছেন- তার মা অসুস্থ । মা সুস্থ হলে ফিরে আসবেন । তবে আঁখির যাওয়ার পেছনে শোনা যাচ্ছে অন্য কারণও । আঁখির চীনে চলে যাওয়ার গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে । কারণ যেটাই হোক না কেন, বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল একজন তারকা ফুটবলারকে হারাতে যাচ্ছে । এর আগেও মায়ের অসুস্থতার কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্প ছেড়েছিলেন আঁখি । পরে বাফুফে তাকে অনুরোধ করে ফিরিয়ে আনে । দুই দিন আগেই সাফ চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য সিরাত জাহান স্বপ্নাও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে ফুটবলকে বিদায় জানান!

স্বপ্নার অবসর ঘোষণার দিনই জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে নারী দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া গোলাম রব্বানী ছোটন চাকরি ছাড়ছেন । বাফুফের কাছে বারংবার জবাবদিহি এবং কিছু মনোঃকষ্টের কারণেই দেশকে দারুণ সব সাফল্য এনে দেওয়া এই কোচ চলে যাচ্ছেন বলে শোনা যায় । এর আগে ক্যাম্প থেকে বাদ পড়ে ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন সাফজয়ী দলের আনুচিং মগিনি আর সাজেদা খাতুন ।

একের পর এক ফুটবলার এবং কোচের চলে যাওয়া নিয়ে অবশ্য খুব একটা চিন্তিত নন বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন । তার মতে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম । তবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা ফুটবলাররা এত কম বয়সে অবসর নিচ্ছেন- সেটা কি আশংকার নয়?

যে কারণে জাতীয় দল ছেড়ে চীনে যাচ্ছেন আঁখি

সাফ চ্যাম্পিয়ন ফুটবলারদের একে একে চলে যাওয়া নিয়ে দেশের ফুটবল অঙ্গনে তোলপাড় চলছে । সিরাত জাহান স্বপ্নার অকালে অবসর ঘোষণার দুই দিন পর জাতীয় ফুটবল দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছেন আঁখি খাতুন । কারণ হিসেবে তিনি বাফুফেকে বলেছেন, তার মা অসুস্থ । মা সুস্থ হলে আবার ফিরে আসবেন ।

তবে আঁখির ক্যাম্প ছাড়া নিয়ে আছে নানা গুঞ্জন ।

এর আগেও মায়ের অসুস্থতার কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্প ছেড়েছিলেন আঁখি । পরে বাফুফে তাকে অনুরোধ করে ফিরিয়ে আনে । এবার বাফুফের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম দাবি করেছে, আঁখি চীনের একজন কোচকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন । তিনি চীনেই স্থায়ী হবেন । এ কারণেই তিনি জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়েছেন । কারণ যেটাই হোক না কেন, বাংলাদেশ হারাচ্ছে আঁখিকে । এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর গণমাধ্যমের কাছে বক্তব্য দিয়েছেন আঁখি খাতুন ।

তিনি চীনে যাবেন পড়াশোনা এবং খেলাধুলা দুটিই চালিয়ে যেতে । তবে চীনের কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন সেটা জানাননি আঁখি । তিনি বলেন, 'আমি পড়াশুনো, খেলাধুলা উভয়ই করতে যাচ্ছি । এটা অনেকটা আমাদের বিকেএসপির মতোই । ওখানে দুইটি প্রতিষ্ঠান দেখেছি । যেটা আমার জন্য ভালো হবে সেটাতেই ভর্তি হয়ে যাব । তবে আমি যাচ্ছি এটা নিশ্চিত ।'

ফ্রিজে খাবার নিরাপদ রাখুন

(শেষের পাতার পর)

সুস্বাস্থ্যও অনেক সময় নির্ভর করে রেফ্রিজারেটরের ওপর ।গ্রীষ্মের মৌসুমে খাবার বেশিক্ষণ বাইরে রাখা যায় না । কারণ উচ্চ তাপমাত্রার কারণে খাবার তুলনামূলকভাবে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় ।

তীব্র গরমে তাই রান্না করা খাবার কিংবা কাঁচা সবজি ও ফলমূল আরো ভালোভাবে সংরক্ষণের জন্য রেফ্রিজারেটর ব্যবহারের টুকিটাকি কিছু কৌশল জেনে রাখতে পারেন আপনিও ।

পরিচ্ছন্নতার সেরা উপায় ডিপ ক্লিন

পুরোনো বাসি খাদ্যকণা রেফ্রিজারেটরের ভেতরের পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর করে তোলে । এজন্য প্রয়োজন ডিপ-ক্লিনিং! রেফ্রিজারেটর ডিপ-ক্লিন করার জন্য প্রথমেই রেফ্রিজারেটরটির বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিন । হাতে একজোড়া রাবারের গাভস পরে নিন এবং রেফ্রিজারেটরের ভেতরে রাখা সবকিছু বের করে নিন । এবারে বাসি ও গন্ধযুক্ত খাবারগুলো একটি ব্যাগে নিয়ে ফেলে দিন । এবারে একটি নরম কাপড়ে কুসুম গরম সাবান পানি ভিজিয়ে রেফ্রিজারেটরের প্রতিটি কোণে সময় নিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করুন । তেল-চিটচিটে দাগ ও জমে থাকা ময়লার স্যাঁতসেঁতে গন্ধ থেকে মুক্তি পেতে লেবু ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ফ্রিজের প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে রাখতে পারেন ।

ক্রস-কন্টামিনেশন এড়িয়ে চলুন

ক্রস-কন্টামিনেশন বলতে মূলত একাধিক খাবারের ক্ষুদ্র খাদ্যকণা ও জীবাণু মিশে যাওয়া বোঝায় । সাবধান না হলে রেফ্রিজারেটরের বদ্ধ পরিবেশে যা ঘটা খুবই স্বাভাবিক । যেমন অনেকেই কাঁচা মাংস খোলা অবস্থায় রেফ্রিজারেটরে রেখে দেন, যার ফলে মাংসের ক্ষুদ্রকণা রেফ্রিজারেটরের ভেতরে থাকা অন্য খাবারে মিশে যায় । রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষিত খাবারের এমন দূষণ ক্ষেত্রবিশেষে গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । ক্রস-কন্টামিনেশন এড়াতে কাঁচা মাংস, মাছ এবং কাঁচা সবজি ও ফলমূল প্রতিটি আলাদাভাবে নিরাপদে বক্সে বা ব্যাগে মুড়িয়ে রাখুন । পানীয় এবং পচনশীল খাবার কুলারে আলাদাভাবে প্যাক করুন । দুগ্ধজাত খাবার রাখার সময় ভালোভাবে সিল করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করুন, কারণ এ খাবারগুলোতে জীবাণু খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে ।

রেফ্রিজারেটর ব্যবহারে সঞ্চয়ী ও স্মার্ট হোন

রেফ্রিজারেটরের ভেতরে পর্যাপ্ত বায়ু সঞ্চালন এবং প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য খাবার আইটেমগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব রাখা প্রয়োজন, যা আমরা অনেকেই ভুলে যাই । এক্ষেত্রে 'ফার্স্ট ইন, ফার্স্ট আউট' নিয়ম অনুসরণ করতে পারেন; অর্থাৎ যে খাবারটি আগে রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়েছে, সেটিকেই আগে খাওয়ার জন্য বের করুন । প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো খাবার রান্নার দুই ঘণ্টার মধ্যেই রেফ্রিজারেটরে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন । সবসময় লিক-প্রুফ ও পরিষ্কার পাত্রে খাবার সংরক্ষণ করুন । এছাড়াও বাজার থেকে কিনে আনা সবুজ শাক-সবজিতে যদি ধুলো লেগে থাকে, তবে তা রেফ্রিজারেটরে রাখার আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পেপার টাওয়েল কিংবা ব্যাগে মুড়িয়ে নিন । এতে রেফ্রিজারেটরের ভেতরের পরিবেশ সতেজ থাকবে ।

দেশের বিভিন্ন শীর্ষ ব্র্যান্ড এখন অত্যাধুনিক ফিচার যুক্ত রেফ্রিজারেটর মডেল বাজারে এনেছে । কোনোটির টুইন কুলিং পাস প্রযুক্তি ফ্রিজ এবং ফ্রিজার কম্পার্টমেন্টগুলোকে আলাদাভাবে ঠান্ডা করে । সেই সাথে সর্বোচ্চ মাত্রার আর্দ্রতা নিশ্চিত করে এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়া রোধ করে । এর কনভার্টেবল ফ্রিজারের মাধ্যমে একটি পৃথক কম্পার্টমেন্টে কাঁচা মাংস অন্যান্য খাদ্য আইটেম থেকে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা যায় ।

মনে রাখবেন, ফ্রিজের যত্নের পাশাপাশি ফ্রিজ কেনার সময় এতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি বিষয়ে নিয়ে জানা চাই । এছাড়া সঠিক ব্র্যান্ডের ফ্রিজটি কেনাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।

আমেরিকান বাংলাদেশীদের মাঝে আমরা গৌরবের

(শেষের পাতার পর)

৬৬ প্রিসিংক্ট আয়োজিত মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন যুক্তরাষ্টে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয় ব্যক্তিত্ব, মানবসেবায় প্রেসিডেন্টের আজীবন সম্মাননা স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। এসময় তিনি বলেছেন, বাংলাদেশীরা তাদের নিজস্ব শক্তি, চেতনা আর ভালোবাসা নিয়ে এই আমেরিকায় অসামান্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছেন। মূলধারার রাজনীতি থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রেই তারা ইতিবাচকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ঢেউ তুলছি। এই ঢেউ অন্য জাতিগোষ্ঠির জন্য অনুকরণীয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের মাইমনিডিস হসপিটালের ভাইস প্রেসিডেন্ট জবলাস ডগলাস, এনওয়াইপিডি'র ৬৬ প্রিসিংক্ট কমান্ডিং ইনচার্জ ডগলাস মোডি, বাংলাদেশী-আরেকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আযম ও সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, ফিরোজ আহমেদ, এস এম ফেরদৌসসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সুধীবৃন্দ।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা সাড়ে আটটা অবধি মেলায় ছিল বাংলাদেশী বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের স্টল। মেলায় বিভিন্ন পর্যায়ে মুলধারার জনপ্রতিনিধিসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। এদের মধ্যে ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ৩৯-এর সদস্য শাহানা হানিফ, ব্রুকলীন সাউথ কমিউনিটি এফেয়ার্সের কমান্ডিং অফিসার লুথার্ন আইরা জিলান, ব্রুকলীন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এরিক গনজালেস, সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি লিয়াজোঁ লু লুই, বিশিষ্ট বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও মেলার আহ্বায়ক শাহ নেওয়াজ, এটর্নী মঙ্গন চৌধুরীসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমাদের মধ্যকার এই ঢেউ ভালোবাসার, এই ঢেউ আমাদের ঐক্যবদ্ধতার। এটি শুধু বাঙালী জাতির জন্য নয়। আমেরিকান বাংলাদেশীদের জন্য গৌরবের একটি মাইলফলক আমরা তৈরি করছি। আমরা সব জাতির মাঝে জানাচ্ছি আমরাই একটি শক্তি। আমরাই সারা পৃথিবীর নেতৃত্বের অংশীদার। আবু জাফর মাহমুদ তার হোম কেয়ার অভিযানের সূচনাক্ষেত্র ব্রুকলীনের এই বিশাল মেলায় উল্লেখ করেন, কেয়ারের কাজ করতে গিয়ে এখানে ভালোবাসার কাজ করছি। আমরা আমাদের পরিবার থেকে যে ভালোবাসা দেখে এসেছি, তাই আমরা আমেরিকান সমাজে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা যখন বাংলাদেশী-আমেরিকান তখন আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের সত্তা, আমাদের স্বকীয়তা এগুলো বাদ দিয়ে আমরা আমেরিকান হইনি। অন্যরা যেমন একা হতে হতে পিতৃ পরিচয়ও হারিয়ে ফেলছে ওই সমাজ আমাদের নয়। আমরা ভালোবাসার সরোবরে সাঁতার দিতে, ভালোবাসার মধ্যে থাকতেই জন্ম নিয়েছি। তিনি তার নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের মানুষের জন্য আমরা 'কাচারি ঘর' করেছি। এই 'কাঁচারি ঘর' শুধু বাংলাদেশে আছে, অন্য কোথাও নেই। এখানে যেমন ৫৪৪ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে কাঁচারিঘর করেছি, একইভাবে কাঁচারিঘর করেছি ১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ ওজোন পার্কে, আরো দুটি কাঁচারিঘর নেয়া হয়েছে ১৪৭-১৪ হিল সাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা ও ১৯৮-১২ হিলসাইড এভিনিউ হলিসে। এগুলো করা হয়েছে বাঙালীর ঐতিহ্য আমেরিকানদের মাঝে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছি। আমরা কাঁচারি ঘরে বসে চা কফি খাই। আমরা আমাদের সামাজিকতার চর্চা করি। আমি এই কাজটির মধ্যে আমি নিজে থাকছি, অন্যদের শেখাচ্ছি। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা আজ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তিনি উপস্থিত সবাইকে আমন্ত্রণ জানান, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের অফিসে 'কাঁচারি ঘর' এ।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, হোম কেয়ার অনেকেই করছে। এটি একটি ব্যবসা। প্রচুর লোকই ব্যবসা করে। আমার আর অন্যদের মধ্যে পার্থক্য কি? আমি বলি, ভালোবাসা ছাড়া কোনোদিন যত্ন হয় না। এই যত্নসহ ভালোবাসার একটি আলাদা শক্তি। এই আলো যখন একটি আন্ধকারে থাকা দুয়েকজনের গায়ে লাগে সেখানে একটু ঈর্ষা থাকবেই। তাদের মনের মঝে কষ্ট থাকবেই। এটিই প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা করতে করতে আজ যে জায়গায় এসেছি, সেখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্টই দেখতে পাই, আমাদের বিজয় অবধারিত। তিনি বিশ্ব মা দিবসে থাউজেন্ডস শেডস অফ উইমেন কর্তৃক বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এবং অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের সবচেয়ে সবচেয়ে পুরনো কর্মকর্তা ম্যানেজার শিউলি বেগম ও ইনটেক ম্যানেজার কানিজ সুলতানা বিশেষ সম্মানে ভূষিত হওয়ার কথা তুলে ধরেন।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা বাংলাদেশীরা আজ আমেরিকার রাজনীতিতে ফ্যাক্টর হয়ে গেছি। আমাদের মেয়ে শাহানা হানিফ এখানে কাউন্সিলওমেন। আমরা সবাই আজ আনন্দিত ও স্পন্দিত যে আমাদের ভেতর থেকে একজন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে কথা বলছে। শাহানা হানিফ বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতা। সে যতদূর যাচ্ছে ততদূর আমরা যাচ্ছি। সে আমাদের গৌরব। শাহানা যতবার প্রতিযোগিতা করছে, আমরা তার সঙ্গে আছি। সে যেখানে যাচ্ছে আমাদের কথা বলছে।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা সাড়ে আটটা অবধি মেলায় ছিল বাংলাদেশী বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের স্টল। মেলায় বিভিন্ন পর্যায়ে মুলধারার জনপ্রতিনিধিসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন।

অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে ছিল বিরামহীন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশী কমিউনিটির সুপরিচিত শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশ করেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দিনাত জাহান মুন্নি, শাহ্ মাহবুব, ত্রিনিয়া হাসান, উম্মে জান্নাতুল ফেরদৌস বাঁধন প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, বাংলাদেশী-আরেকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি ও এনওয়াইপিডি'র ৬৬ প্রিসিংক্ট আয়োজিত মেলার বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান ও মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া। এছাড়াও মেলায় কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। মেলায় অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেলার সদস্য সচিব ফিরোজ আহমেদ, যুগ্ম সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান ইকবাল হায়দার, শোটাইম মিউজিক-এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন এটর্নী মঈন চৌধুরী, রানো নেওয়াজ, চন্দ্রা রায়, শামীম সিদ্দিকী, অনিক রাজ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে উপস্থাপনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল ও এস এম ফেরদৌস।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file
IRS e-file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

**অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক**

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com
যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

নিউইয়র্কে অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের কাজ দিতে হবে

(শেষের পাতার পর)

ইমিগ্রেশন আইনজীবী ও ডেমোক্রেটিক দলের নেতারা এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। যাদের মধ্যে ছিলেন প্রতিনিধি সভার সদস্য জেরি নাডলার ও ড্যানিয়েল গোল্ডম্যান। অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের কাজের অনুমতির ক্ষেত্রে ছয় মাস পার হওয়ার সময়সীমা কমিয়ে আনার দাবি আগেই উঠেছিলো, যাতে এবার একমত হলেন নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও এরিক অ্যাডামস। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নির্বাহী আদেশ প্রত্যাশা করেন তারা।

গভর্ণর হোকুল বলেন, স্টেটে কর্মী সঙ্কট রয়েছে আর নতুন আসা এই অভিবাসীরা এই সঙ্কট দূর করতে পারে। সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ওয়ার্ক পারমিটের বাধা সরিয়ে নিতে হবে। গভর্নর জানান, এই মূহুর্তে নিউইয়র্কে বিভিন্ন খামারে ৫,০০০, খাদ্য সেবায় ৫০০০ ও গৃহপরিচারণায় ৪০০০ হাজার নতুন কাজের সুযোগ রয়েছে। এভাবে নিউইয়র্কে এক সঙ্গে দুটি সমস্যারই সমাধান সম্ভব, বলেন গভর্নর।

মেয়র এরিক অ্যাডামস জানান, নিউইয়র্কে নতুন করে ৭০,০০০ অভিবাসী পৌঁছেছেন, এর মধ্যে কেবল গেলো সপ্তাহেই এসেছেন ৫ হাজার ৮০০ অভিবাসী। অ্যাসাইলাম প্রার্থীরা শুরু থেকে কাজ করতে পারবে না, এমন একটি নিয়ম তাদের আমেরিকান ড্রিম পূরণে সত্যিই একটি বাধা। এত কিছু পারি দিয়ে তারা এদেশে আসে কাজ করার জন্যই। অনেক অভিবাসীই আমাকে বলেছেন, তারা থাকার জন্য ফ্রি জায়গা, পড়ার কাপড় কিংবা বিনামূল্যে খাবার চান না, তারা চান কাজ, বলেন মেয়র অ্যাডামস।

আশ্রয় অধিকারের বাধ্যবাধকতা স্থগিত করতে আদালতকে আহ্বান নিউইয়র্ক মেয়রের

এদিকে প্রতিটি গৃহহীন ব্যক্তির 'আশ্রয়ের অধিকার' সাময়িক স্থগিত করতে একজন বিচারকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। তিনি বলেছেন, হাজার হাজার অ্যাসালাইম প্রার্থী নিউইয়র্কের ভীড় করেছে। আর তাদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন নিউইয়র্ক সিটি কর্মকর্তারা। এ অবস্থায় প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান সুবিধা নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চার দশকের বেশি সময় ধরে প্রতিটি মানুষের বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা পালন করে আসছে নিউইয়র্ক সিটি।

১৯৮১ সালে সকল গৃহহীন মানুষের জন্য একটি অস্থায়ী আবাসস্থল নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেন একটি আদালত। একমাত্র নিউইয়র্কেই এই নির্দেশনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য বড় সিটিগুলোর কোথাও এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছে ৭০ হাজার অ্যাসাইলাম প্রার্থী। এদের অনেকেই মেক্সিকো থেকে সীমানা অতিক্রম করে ঢুকে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে। আর পরে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নিউইয়র্কে। এখন এই মানুষগুলোর জন্য অস্থায়ী আবাস, মাথার উপরে ছাদ আর ঘুমানোর জন্য বিছানা নিশ্চিত করতে হিমশিম খাচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ।

মেয়র এরিক এক বিবৃতিতে বলেন, যারাই যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ছে তাদের সকলের দায়িত্ব একা নিউ ইয়র্ক সিটি নিতে পারবে না। মেয়র বলেন, এভাবে এগুলে আমাদের সিস্টেমটাই ভেঙ্গে পড়বে। এ অবস্থায় আমাদের সরকারের অংশিদারদের বাস্তবতা অনুধাবন করতে হবে এবং ভাগাভাগি করে এই বোঝা সামলাতে হবে। 'আমি আশ্রয় অধিকারের স্থায়ী বিলুপ্তি চাইছি না, শুধুই আদালতের তরফ থেকে একটি স্থগিতাদেশ চাইছি,' বলেন মেয়র।

এদিকে মেয়রের এই প্রস্তাবের নিন্দা জানিয়েছেন গৃহায়ন বিষয়ক আইনজীবীরা। তারা বলেছেন, এতে করে খোলা আকাশের নিচে মানুষের বসবাস আরও বাড়বে। সড়কগুলোতে ভয়াবহ দশা সৃষ্টি হবে। নিউইয়র্কের শেল্টার হোমগুলো এরই মধ্যে রেকর্ডসংখ্যক মানুষের ঠাসাঠাসি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সিটি জানিয়েছে, ৯৩ হাজার মানুষ এখন থাকছে এসব শেল্টারহোমে। হোটেলগুলো অধিগ্রহণ করে তাতে থাকতে দেওয়া হচ্ছে এই অভিবাসীদের। তাতে উচ্চমূল্য খরচ হচ্ছে। তাবুতে, ক্রুজ শিপ টার্মিনালে, সাবেক পুলিশ অ্যাকাডেমি ভবনে তুলে দেওয়া হয়েছে অনেককে। এই মানুষগুলোর থাকা-খাওয়া, ভরন পোষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও অর্থ সহায়তা চেয়েছেন মেয়র এরিক। এবং এ জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না দেওয়ায় প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রশাসনেরও সমালোচনা করছেন তিনি। অ্যাডামস বলেন, হোয়াইট হাউজ যে ৩০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। আমরা এরই মধ্যে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ খরচ করে ফেলেছি। হিসেব করে দেখা গেছে এ পর্যন্ত যারা পৌঁছেছে তাদের সামলাতেই ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে। কিন্তু যে হারে প্রতিদিন মানুষ আসছে তাতে এই খরচের অংক আরও বাড়বে, বলেন মেয়র।

ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA,
- Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

বিশ্ব চলচ্চিত্র : কানেও নারী নির্মাতার জয়গান

(শেষের পাতার পর)

পূর্বানুমান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হলোও তা-ই। কেন লোচ, মার্কো বেলুচ্চিও, নানি মোরেত্তি, আকি কাউ-রিসমাকি, নুরি বিলগে জেলান, টড হেইনস, হিরোকাজু কোরে-এডা, ওয়েস অ্যান্ডারসনের মতো হেভিওয়েট পরিচালককে পেছনে ফেলে স্বর্ণপাম জিতল ফরাসি নির্মাতা জাস্টিন ত্রিয়েতের ছবি। পুরস্কার ঘোষণার মধ্য দিয়ে গত শনিবার (২৭ মে) রাতে ১২ দিন ধরে চলা কান উৎসবের পর্দা নেমেছে। এএফপি, বিবিসি, আইএমডিবি অবলম্বনে এবারের গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারগুলো নিয়ে এই প্রতিবেদন।

স্বর্ণপাম

‘অ্যানাটমি অব আ ফল’, ফ্রান্স

মার্ডার মিস্ট্রি, কোর্টরুম ড্রামা ঘরানার ছবিটি দিয়েই স্বর্ণপাম জিতেছেন ৪৪ বছর বয়সী ফরাসি নির্মাতা জাস্টিন ত্রিয়েত। এ নিয়ে তৃতীয়বার কানে স্বর্ণপাম জিতল কোনো নারী নির্মাতার ছবি।

তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা বানিয়ে হাত পাকানো ত্রিয়েত ২০১৩ সালে তৈরি করেন প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা, এজ অব প্যানিক। আর চতুর্থ ছবিতেই মিলল স্বর্ণপাম। পুরস্কার গ্রহণের পর ত্রিয়েত বলেন, ‘তৃতীয় নারী হিসেবে পুরস্কার নেওয়াটা আনন্দের ব্যাপার, পরিবর্তন ভালোর দিকে হচ্ছে।’

‘অ্যানাটমি অব আ ফল’ স্বামীকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত এক লেখিকার গল্প। স্বামী খুনের দায়ে অভিযুক্ত স্ত্রী, খুনের একমাত্র সাক্ষী তাঁদের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সন্তান্‌সব মিলিয়ে পর্দায় মানসিক দ্বন্দ্বটা যেভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক, জুরিদের সেটা ভাবিয়েছে। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন জান্দ্রা হলা। এই জার্মান অভিনেত্রীর এবারের কান উৎসব নিশ্চিতভাবেই আজীবন মনে থাকবে। কারণ, স্বর্ণপামজয়ী ছবিটা ছাড়াও গ্রাঁ প্রিজয়ী সিনেমাটাতেও যে অভিনয় করেছেন তিনি।

‘অ্যানাটমি অব আ ফল’ সিনেমার পোস্টার

‘চলতি বছরের প্রতিযোগিতা বিভাগের সিনেমাগুলো বেশ শক্তিশালী ছিল, সিনেমাগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে,’ উৎসব নিয়ে বলেন প্রতিযোগিতা বিভাগের প্রধান জুরি রুবেন ওস্টল্যান্ড। গত বছর এ নির্মাতাই ট্রায়াঙ্গেল অব স্যাডনেস’-এর জন্য স্বর্ণপাম জিতেছিলেন।

গ্রাঁ পি

‘দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট’, যুক্তরাজ্য

অশউইৎজ বন্দিশিবিরের পাশে এক পরিবারের বাস। পরিবারের কর্তা এক নাৎসি অফিসার। এই পরিবারের গল্প নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন ব্রিটিশ লেখক মার্টিন এমিস। সেই উপন্যাস থেকে একই নামের সিনেমা বানিয়েছেন জনাথন গ্লেজার।

ছবিটি দিয়ে এক নাৎসি পরিবারের জীবনের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। ছবিতে অশউইৎজ ক্যাম্পের ভয়াবহতা সরাসরি দেখাননি পরিচালক, শব্দ আর নিজের মুনশিয়ানা দিয়ে তুলে ধরেছেন নৃশংসতা। জান্দ্রা হলা নাৎসি অফিসারের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

চলচ্চিত্র নির্মাণের আগে মিউজিক ভিডিও, সিনেমা ও টিভি সিরিজের ট্রেলার তৈরি করেছেন গেজার। তবে তাঁর দুই দশকের ক্যারিয়ারে অন্যতম বড় অর্জন নিঃসন্দেহে কানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার জেতা।

সেরা পরিচালক

ট্রান আন হাং’, ফ্রান্স

জন্ম ভিয়েতনামে, ১২ বছর বয়সে চলে আসেন ফ্রান্সে। ১৯৯৩ সালে নিজের প্রথম ছবিতেই জানান দিয়েছিলেন প্রতিভার স্বাক্ষর, ‘দ্য সেন্ট অব গ্রিন পাপাইয়া’ সে বছর কানে ক্যামেরা দ’র জিতেছিল। তিন দশক পর নিজের সপ্তম ছবি দ্য পত-অঁ-ফু দিয়ে জিতলেন সেরা পরিচালকের পুরস্কার।

নির্মাতার কাজে বার্গম্যান, কুরোসাওয়া, ওজুসহ অনেক পরিচালকেরই প্রভাব লক্ষণীয়। তবে নিজের নির্মাণ নিয়ে আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক জানিয়েছিলেন, ছবি দিয়ে দর্শকের অনুভূতিকে চ্যালেঞ্জ করতে চান তিনি। সেরা পরিচালকের পুরস্কার পাওয়া নতুন ছবিটি ঐতিহাসিক রোমান্টিক ড্রামা।

১৮৮৫ সালের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত ছবিতে আছেন জুলিয়েত বিনোশ ও বেনুয়া ম্যাজিমেল। পত-অঁ-ফু সবজি ও মাংস দিয়ে তৈরি ফ্রান্সের জনপ্রিয় খাবার, যা অল্প আঁচে রান্না করতে হয়। ছবিটি আসলে এক পাচকের প্রেমের গল্প। অল্প আঁচে রান্নার মতো ছবিতে দেখানো হয়েছে ধীরলয়ের প্রেম। ছবিতে রান্নার দৃশ্যই আছে প্রায় ৪০ মিনিট। পুরস্কার গ্রহণ করে পরিচালক তাঁর সব কৃতজ্ঞতা জানান জুলিয়েত বিনোশের প্রতি। পরিচালকের ভাষ্য, ছবিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ।

সেরা অভিনেত্রী

মারভে দিজদার, ‘অ্যাবাউট ড্রাই গ্রাসেস’, তুরস্ক

তুরস্কের মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়ে মারভে দিজদার। শৈশবে বন্ধুরা যখন কেউ চিকিৎসক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন ভিন্ন এক পথে হাঁটলেন দিজদার, হতে চাইলেন আদর্শবাদী অভিনেত্রী। পরিবার এতে সায় না দিলেও পাশে থেকেছে। শুরু করলেন অভিনয় নিয়ে পড়াশোনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পার হয়ে মঞ্চনাটকের সঙ্গে যুক্ত হন। করেন টেলিভিশন সিরিয়ালও। কিন্তু অভিনয়ে তেমন অগ্রগতি হচ্ছিল না। পরিবারের কাছ থেকে দিজদারকে শুনতে হয়েছে, আর কত? নিজের খরচ জোগাতে গৃহপরিচারিকার কাজ করেছেন। তারপরও থামেনি স্বপ্নের পেছনে ছোটা। সেই অভিনেত্রীই চমকে দিলেন কান চলচ্চিত্র উৎসবে। তাঁর হাত ধরেই কানে প্রথমবার সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার গেল তুরস্কে। পুরস্কারটি সংগ্রামী নারীদের উৎসর্গ করে তিনি বলেন, ‘আমার যে বোনেরা সংগ্রাম করে শক্তি জোগান, জীবনে ঝুঁকি নেন, কঠিন বাধা এলেও হাল ছেড়ে দেন না, যাঁরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে যান শুধু ভালো দিনের জন্য; তুরস্কের আমার সেসব বোনদের এটা পাওনা।’ সেরা অভিনেত্রী পুরস্কারটি তাঁকে এনে দিয়েছে নুরি বিলগে জিলানের ‘অ্যাবাউট ড্রাই গ্রাসেস’ সিনেমা। এই ছবিতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক আর্ট শিক্ষিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দিজদার।

সেরা অভিনেতা

কোজি ইয়াকুশো, ‘পারফেক্ট ডেজ’, জাপান

অভিনেতা হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। বাউন্ডুলে জীবনযাপন করতেন। ১৯৭৬ সালের দিকে রাস্তায় একদিন একটা নাটকের পোস্টার দেখতে পান এই তরুণ। নাম ‘দ্য লোয়ার ডেপথস’। রচয়িতা ম্যাক্সিম গোর্কি। নাটকটি দেখেন। নাটকের পাত্রপাত্রীদের অভিনয় দেখে অভিনয়ে অনুপ্রাণিত হন। দুই বছর মঞ্চ অভিনয়ের পর জানতে পারেন টেলিভিশনে অভিনয়ের সুযোগ আছে। চারজন সুযোগ পাবেন। অডিশনে গিয়ে দেখেন ৮০০ জন আবেদন করেছেন। সেদিনই ভেবেছিলেন, চারজন নয় একজন নিলেও তিনি জায়গা করে নেবেন। সেই মনোবলই তাঁকে চারজনের মধ্যে জায়গা করে দেয়। চার দশকের ক্যারিয়ারে তিনি হয়ে ওঠেন জাপানের কিংবদন্তি অভিনয়শিল্পীদের একজন।

অভিনয়ে অনেক স্বীকৃতি পেলেও এবারই প্রথম কান উৎসবের সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন। পুরস্কার নিয়ে তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এবারই প্রথম খুব স্বল্প সময়ে কোনো রিহার্সেল ছাড়া অভিনয় করেছি। চরিত্রটি আমাকে পুরস্কৃত করল। কৃতজ্ঞতা ভিম (ভেন্ডার্স)।’

কোজি পুরস্কার পেয়েছেন ‘পারফেক্ট ডেজ’ সিনেমায় অভিনয় করে। টয়লেট ক্লিনারের মানবিক গল্প নিয়ে ছবি। যে চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন কোজি।

ক্যামেরা দ’র

থিয়েন আন ফাম, ‘ইনসাইড দ্য ইয়েলো কোকুন শেল’, ভিয়েতনাম

এবারের কান যেন ভিয়েতনামের জয়জয়কার। সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতেছেন ভিয়েতনামিজ-ফরাসি নির্মাতা ট্রান আন হাং।

অন্যদিকে প্রথম ছবির জন্য দেওয়া পুরস্কার ক্যামেরা দ’র-এ সেরা হয়েছেন ভিয়েতনামেরই আরেক নির্মাতা থিয়েন আন ফাম। নিজের শহরে ফেরা এক ব্যক্তির গল্প নিয়ে তাঁর প্রথম সিনেমা। অতীত স্মৃতি আর কামনা যাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায় সারাক্ষণ। কানে প্রিমিয়ারের পর ভ্যারাইটি, ডেডলাইন প্রভৃতি পত্রিকার সমালোচকের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন নির্মাতা। (সূত্র: প্রথম আলো)

দুনিয়ার বন্ধুত্ব যেভাবে জান্নাত লাভে সহায়ক হবে

(শেষের পাতার পর)

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে তৎপর হও। কেননা, এ সম্পর্কের কারণে হয়তো তোমরা আখিরাতে উপকৃত হতে পারবে।’ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে? তিনি বলেন, যখন জান্নাতিরা জান্নাতে অধিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন তারা পৃথিবীর ঘটনা স্মরণ করবে এবং তাদের পৃথিবীর বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যাবে। তারা বলবে, আমি তো আমার সেই বন্ধুকে জান্নাতে দেখছি না, কী করেছিল সে? তখন বলা হবে, সে জাহান্নামে।

তখন সেই মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বলবেন, ‘হে আল্লাহ, আমার বন্ধুকে ছাড়া আমার কাছে জান্নাতের আনন্দ পরিপূর্ণ হচ্ছে না।’

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদেশ করবেন, অমুক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাতে। তার বন্ধু জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেল এই কারণে নয় যে সে তাহাজ্জুদ পড়ত বা কোরআন পড়ত বা সাদকা করত বা রোজা রাখত; বরং সে মুক্তি পেল শুধু এই কারণে যে তার বন্ধু তার কথা স্মরণ করেছে। তার জান্নাতি বন্ধুর সম্মানের খাতিরে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হলো।

জাহান্নামিরা তখন অত্যন্ত অবাক হয়ে জানতে চাইবে যে কী কারণে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হলো, তার বাবা কি শহীদ? তার ভাই কি শহীদ? তার জন্য কি কোনো ফেরেশতা বা নবী শাফায়াত করেছেন?বলা হবে, না; বরং তার বন্ধু জান্নাতে তার জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ করেছে।

এই কথা শুনে জাহান্নামিরা আফসোস করে বলবে, ‘হায়! আজ আমাদের জন্য কোনো শাফায়াতকারী নেই এবং আমাদের কোনো সত্যিকারের বন্ধু নেই, যার উল্লেখ আছে এই আয়াতগুলোতে : ‘আমাদের কোনো সু-পারিশকারী নেই। আর কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই।’ (সুরা শুয়ারা, আয়াত : ১০০-১০১)

খুব বেশি বন্ধু নেই আমাদের। আর এত বন্ধুর প্রয়োজনও নেই। এমন একজন হলেই তো যথেষ্ট যে জান্নাতে যাওয়ার পর আমাদের সেখানে না পেলে খুঁজবে। সত্যিই কি এমন কেউ আছে, যে জান্নাতে আমাদের না পেলে খুঁজবে?

সূত্র: ড. আব্দুর রহমান আল-আরেফির লেকচার অবলম্বনে

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ছানু সভাপতি ও ফয়ছল সাধারণ সম্পাদক

(শেষের পাতার পর)

কমিশনার শেখ আতিকুল ইসলাম নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন। পরিচালনায় ছিলেন নির্বাচন কমিশনার নূরে আলম জিকু। নতুন কমিটির সভাপতি মাসুদুল হক ছানু ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আহমদ (ফয়ছল) নির্বাচিত হয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা ছাড়াও বৃহত্তর সিলেটের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ঘোষিত নতুন কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মাসুদুল হক ছানু, সহ সভাপতি (সিলেট)- খলিলুর রহমান, সহ সভাপতি (হবিগঞ্জ)- হাসান আলী, সহ সভাপতি (মৌলভীবাজার)- জাবেদ উদ্দিন, সহ সভাপতি (সুনামগঞ্জ)- জুসেফ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আহমদ (ফয়ছল), সহ সাধারণ সম্পাদক- কয়েছ অহমেদ, কোষাধ্যক্ষ- আবুল হোসেন, সাংগাঠনিক সম্পাদক- এমদাদ রহমান তরফদার, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক- চৌধুরী মুমিত তানিম, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মাসুদ আহমদ ইকবাল, মহিলা সম্পাদিকা- হাবিবা বেগম, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে আজিমুর রহমান বুরহান, আব্দুর রহিম বাদশা, আব্দুন নুর বড় ভূইয়া, মঞ্জুর আহমেদ চৌধূরী, শেখ আতিকুল ইসলাম, আতাউর রহমান সেলিম, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, হাজী আব্দুর রহমান, নুরে আলম জিকু, মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, শ্যামল কান্তি দে, শেখ জামাল হোসেন, জাবেদ আহমেদ ও শাহিন কামালী।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শেখ আতিকুল ইসলাম সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বৃহত্তর সিলেটবাসীর প্রাচীন এ সংগঠনটির গঠনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা এবং ঐহিত্য অক্ষুন্ন রেখে নয়া কমিটি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এ প্রত্যাশ সবার।

নব নির্বাচিত সভাপতি মাসুদুল হক ছানু ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আহমদ (ফয়ছল) নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং তাদের নির্বাচিত করার জন্য সংশিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। খুব শিগগির জমজমাট আয়োজনে নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বলে তারা জানান।

এদিকে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে সংগঠনকে আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.

Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.

Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Mohammed M. Alam
M.Com (Management), LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।
যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।
যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২
মে-০৮

বাসা ভাড়া
ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্রিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া
জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া
বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া
সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।
যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া
উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

রুম ভাড়া
সানিসাইডে সেভেন ট্রেন সাবওয়ের ৪৬ স্ট্রীট থেকে এক ব্লক দূরে একটি বড় রুম, একজন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার। ভাড়া ৭৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯৫-৫১৭৯ (প্রয়োজনে নাম, ফোন নম্বর সহ ম্যাসেজ রাখুন)।

আবশ্যক
Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিস্টেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়
টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।
কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দূরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক
লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়
আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স
মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
f-06/14
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই
ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE
1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Direct: 347-475-2186
E-mail: shaheduli@aol.com
Office: 81-15 Queens Blvd 2nd Fl Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 718-899-2000
Website: www.WinZoneRealty.com

Shahedul Islam
Licensed R.E. Salesperson

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান
আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

LOOKING FOR A NURSE PRACTITIONER TO JOIN A BUSY MEDICAL PRACTICE IN THE BRONX, NY.
COMPETITIVE COMPENSATION.
PLEASE CONTACT ME AT (267)342-1481.

আবশ্যক
অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য একজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

বিক্রি করা হবে
একটা পিজা স্টোরের সব মালপত্র বিক্রি করা হবে। 2 Oven, 5 refrigerator & freezer, One Greel, One fryer, Two A/C (wall mount), One pizza dough mixer messing, One pizza display counter, rack, camera system, me. যোগাযোগ: ৬৪৬-৬১০-৯০৯২ অথবা ৩৪৭-২১৩-৩৩১৩. মে-২২/২৯

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইয়র্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই
New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

নতুন মুখ-নতুন প্রজন্মের নতুন অভিজ্ঞতা

(শেষের পাতার পর)

জনপ্রতিনিধিদের কাজ কি, প্রবাসে দেশের রাজনীতির আদৌ প্রয়োজন আছে কি নেই, কমিউনিটির কল্যাণে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ কি ভূমিকা রাখতে পারেন এমন নানা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে লেজিসলেটিভ ডে-তে অংশগ্রহণকারী নতুন মুখ আর নতুন প্রজন্ম উৎসাহিত, পাশাপাশি বাগ'র উদ্যোগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা। অপরদিকে লেজিসলেটিভ ডে'র মূল কর্মসূচী ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ও সিনেট সদস্যদের সাথে বাগ প্রতিনিধিদের সরাসরি দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা এবং দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি শুনে জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, দাবী-দাওয়াগুলো বাস্তবায়নের দাবী রাখে এবং এসব বাস্তবায়নের জন্য সময় প্রয়োজন। তবে তারা সংশ্লিস্ট বিভাগের চেয়ার আর সহকর্মী জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক ষ্টেট জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুই ঈদে ও দিওয়ালী-তে ছুটি এবং হালাল খাবার সরবরাহ, ট্যাক্সি প্রটেক্টশন অ্যাক্ট সহ ৯টি দাবীর বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

যেভাবে শুরু হলো কর্মসূচী: নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীর ক্যাপিটাল ভবনে মঙ্গলবার (২৩ মে) দিনব্যাপী লেজিসলেটিভ ডে'র কর্মসূচী নিয়ে সরগম ছিলেন বাগ প্রতিনিধিরা। এতে প্রায় ১০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। নিউইয়র্ক সিটি থেকে দুটি বাসযোগে তারা আলবেনীতে যাতায়াত করেন। সকাল ১১টায় প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে কর্মসূচী শুরু হয়। এতে সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন ও সিনেটর নাটালিনা ফারনান্দেজ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ছাড়াও বাগ প্রতিনিধিদের মধ্যে সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক শাহানা মাসুম, কেয়ার নিউইয়র্কের সিস্টার আফাফ এবং নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি মাহতাব খান বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে বাগ প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে জনপ্রতিনিধিদের সাথে তাদের অফিসে গিয়ে সরাসরি দাবী-দাওয়া নিয়ে কথা বলেন।

অ্যাসেম্বলী ও সিনেট হাউজে দাবী উত্থাপন: বেলা আড়াইটার দিকে অ্যাসেম্বলী হাউজে অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান কে মামদানী এবং বিকেল ৪টার দিকে সিনেট হাউজে সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন বাগ প্রতিনিধি ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে দাবী-দাওয়ার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

দাবী-দাওয়া: এবারের দাবী-দাওয়াগুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলো সিনেট ও অ্যাসেম্বলীতে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- মুসলিমসহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল ধর্মীয় জনগোষ্ঠির প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবে স্কুল ছুটি ঘোষণা, পাবলিক স্কুলগুলোতে হালাল খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, ট্যাক্সি চালকদের নিরাপত্তা বিধান করা, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মজুরি বাড়ানো, মুসলিম আমেরিকান অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল গঠন, বিভিন্ন পেশার কর্মীদের ন্যুনতম মজুরি বাড়ানো, নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন গোটা ষ্টেটে ছুটি ঘোষণা।

সমাপনি অনুষ্ঠান: বিকেলে ক্যাপিটাল ভবনের ১০৪এ হলে অনুষ্ঠিত সমাপনী পর্বে কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন জন ও প্রতিষ্ঠানকে অ্যাওয়ার্ড ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়। এর আগে সিনেটর জেসিকা রামোস, জেসিকা স্কারসালা স্প্যানটন, অ্যাসেম্বলীম্যান ও ডেমোক্র্যাট দলীয় অ্যাসিস্টেন্ট মেজরিটি লূডার চার্লেস ডি ফল, অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড আই ওয়েপ্রিন, নাদের জে সায়েজ এবং অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্যাটালিনা ক্রজ, জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস সহ একাধিক সিনেটর ও অ্যাসেম্বলী সদস্যের প্রতিনিধি এবং গভর্ণরের প্রতিনিধিরা এই হলে এসে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে আমন্ত্রিত অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ও ইকনা'র সভাপতি মোহাম্মদ তারিকুর রহমান সহ বাগ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোহাম্মদ সাবুল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক শাহানা মাসুম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাপনী পর্ব পরিচালনা করেন বাগ-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন।

এসময় নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের পক্ষ থেকে সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন। এছাড়াও সম্মাননা পান আমেরিকা বাংলাদেশ এডভোকেসী গ্রুপের সভাপতি জয়নাল আবেদীনসহ কেয়ার নিউইয়র্ক, এনওয়াই ম্যান, টাইম টেলিভিমন এবং দিলরুবা চৌধুরী ও মাহতাব খান।

সমাপনি অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ তার বক্তব্যে দিনব্যাপী সফল কার্যক্রম শেষে আবেগে উচ্ছসিত অনুভূতি প্রকাশ করেন বলেন, গভীর ভালোবাসার ঢেউ যখন সকল সীমানা ছাড়িয়ে যায় তখনই তা চিরন্তন এক অর্থময়তা তৈরি করে, সেখানেই জন্ম নেয় অসাধারণ শক্তি। আজ অস-াধারণ এক সাফল্য অর্জনের দিনে আমি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছি। মনে হয়েছে আমাদের বাংলাদেশী সমাজে এক শিক্ষিত মানুষ, অনেক তরুণ গড়ে উঠেছে কিন্তু দেশের জন্য এতবড় কাজটি কেউ করেনি। এই একটিমাত্র টিম আমি দেখলাম, সত্যিকার অর্থে আমার জাতির জন্য কাজ করছে। আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আল্লাহ আমাকে ছোটোবেলা থেকে নেতৃত্বের এক শক্তি দান করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান সময়ে স্কুল জীবন থেকে নেতৃত্ব আমার ভালোবাসা। আজ যে নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি সেটি আমাদের গোটো জাতির নেতৃত্ব করছে। জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্য এই কল্যানমুখি কাজগুলোর সঙ্গে সবসময়ই আমার একাত্মতা রয়েছে।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, গত এক বছরে প্রায় অর্ধশত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ থেকে একটিই আহবান জানিয়েছি। একই জয়গান গেয়েছি। সেটি হচ্ছে ভালেবাসা। আমাদের ভেতরে এই ভালোবাসাটিই কমে যাচ্ছে। এদেশে যারা ভালোবাসাহীন জীবন যাপন করে, আমরা তাদের দিকে চলে যাচ্ছি। আমরা পরিবার রক্ষা করতে পারছি না। বিষয়টি আমাকে খুব স্পর্শ করে। তাই আমি আমার হোম কেয়ার থেকেই ভালোবাসার এক অভিযান শুরু করেছি। আমরা আমাদের পারিবারিক জীবনে ভালোবাসাসহই যত্ন শিখেছি। ভালোবাসা আর যত্ন নিয়েই বড় হয়েছি এই সত্যটিই সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি মাত্র। তিনি বলেন, আজ এখানে সিনেট ও অ্যাসেম্বলী আমাকে নতুন করে শিখিয়েছে, সভ্যতা কাকে বলে। আজ আমরা সবাই নিউইয়র্ক স্টেট পরিচালনার এই কেন্দ্রীয় ভবনে এসে নিশ্চিত হয়েছি, এখানে ইসলাম নিয়ে কোনো বৈষম্য নেই। বাছবিচার নেই। এখানে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি যথাযথ মর্যাদা আছে। সবাই আমাদেরকে ভালোবেসেছেন। আমরা সিনেট অ্যাসেমবিতে গিয়ে অভিভুত হয়েছি, সেখানে দায়িত্বশীলরা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন নামাজের কথা। তারা জায়গা করে দিয়েছেন, নামাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটি অনেক বড় দৃষ্টান্ত।

উল্লেখ্য, দিনব্যাপী কর্মসূচির বাস্তবায়নে শীর্ষ কর্মকর্তা ছাড়াও বিশেষ ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- বাগ'র উপদেষ্টা জুয়েল ভুইয়া, বোর্ড অব ডিরেক্টর মাহাতাব খান, পার্লামেন্টারিয়ান দিলরুবা চৌধুরী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, কোষাধ্যক্ষ এমডি রহিম, সেলিনা খাতুন, মিসবাহ মাহমুদ, সামিয়া নাজনীন, কো স্পন্সর কেয়ার নিউইয়র্কের সিস্টার আফাফ ও এনওইম্যানের মীর মাসুম আলী, আতিয়া কাজী, মোহাম্মদ নূর দেওয়ান, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আশিক মাহমুদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রহমত উল্লাহ প্রমুখ।

এছাড়াও নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার পরিবার থেকে ছিলেন সৈয়দ আলম, সৈয়দ আজিজুর রহমান তারিফ, আদিত্য শাহীন, মাঈনউদ্দিন ও নোমান আহমেদ। এবারের লেজিসলেটিভ ডে'র স্পন্সর ছিলো কেয়ার নিউইয়র্ক ও এনওয়াই মুসলিম অ্যাকশন নেটওয়ার্ক।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE

নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং

রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

ম্যানহাটনে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ১

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে ৬৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তি ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে রাত ১১টার দিকে ওই ব্যক্তিটি ম্যানহাটনের সাবওয়ে ট্র্যাকের ওপর দিয়ে হয় হাঁটছিলেন নয়তো শুয়েছিলেন। পরে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মিডটাউনের ফিফটি-সেভেন্থ স্ট্রিট ও সেভেন্থ এভিনিউর কিউ ট্রেনের ট্র্যাকে এই ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাকে ঘটনাস্থলেই মৃত ঘোষণা করা হয়। তবে ব্যক্তিটির পরিচয় জানায়নি কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

নিউইয়র্ক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রদানের সুবর্ণজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে ২৬ মে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্থায়ী প্রতিনিধির নেতৃত্বে মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয় এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসামান্য অবদান নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রদূত মুহিত তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার আলোকে তাঁর বিশ্ব শান্তির দূত হয়ে ওঠার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু নিপীড়িত বাঙালী জাতিকে শোষণের শৃঙ্খল মুক্ত করে ক্ষান্ত হননি, দেশ বা বিদেশে যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘন দেখেছেন, সেখানেই তিনি প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। এ কারণেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জুলিও কুরি আন্তর্জাতিক শান্তি পদকে ভূষিত করা হয়। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি পদক প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সফ্‌ট পাওয়ার প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি শান্তিকামী জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা সুদৃঢ় করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিপীড়িত মানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর 'পিস ডক্টিরিন' অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতিসংঘের বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে বাংলাদেশ শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অবশেষে রাষ্ট্রদূত মুহিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জাতির পিতার আদর্শে মানবতা ও শান্তির পক্ষে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

অনষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিশনের কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান ফাহমিদ ফারহান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জীবন উৎসর্গকারী

পাঁচ বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীকে সম্মাননা প্রদান করেছে জাতিসংঘ

নিউইয়র্ক: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত শান্তিরক্ষা মিশনে কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পাঁচ বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীকে মর্যাদাপূর্ণ মরনোত্তর 'দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেল' প্রদান করেছে জাতিসংঘ। গত ২৫মে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজের কাছ থেকে বাংলাদেশের পক্ষে এ মেডেল গ্রহণ করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

অনুষ্ঠানে ২০২২ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে কর্তব্যরত অবস্থায় ৩৯টি দেশের নিহত ১০৩ জন শান্তিরক্ষীকে তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য এ মেডেল প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের পাঁচজন জীবন উৎসর্গকারী শান্তিরক্ষীদের মধ্যে সার্জেন্ট মোহাম্মদ মনজুর রহমান আবেই (অনুবর)-তে ইউনিসফা মিশনে, ল্যান্স কর্পোরাল কফিল মজুমদার দক্ষিন সুদানের আনমিস (UNMISS) মিশনে, সৈনিক মোহাম্মদ শরিফ হোসেন, সৈনিক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং সৈনিক মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের মিনুসকা (MINUSCA) মিশনে কর্তব্যরত ছিলেন।

আত্মোৎসর্গকারী শান্তিরক্ষীদের পক্ষে মেডেল গ্রহণের পর এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সাধারণ পরিষদ হলে রক্ষিত শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রদূত মুহিত। শোকবার্তায় তিনি শান্তিরক্ষায় জীবন দানকারী সকল শান্তিরক্ষীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং অপূরণীয় এই ক্ষতির জন্য তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রায় ৭ হাজার ৫০০ জন শান্তিরক্ষী বিশ্বের ৯টি মিশনে কর্তব্যরত রয়েছেন। দায়িত্বরত অবস্থায় এ পর্যন্ত ১৬৬ জন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী জীবন উৎসর্গ করেছেন। উল্লেখ্য, 'দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেল' জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব দ্যাগ হ্যামারশোল্ড এর নামে প্রবর্তিত হয়।

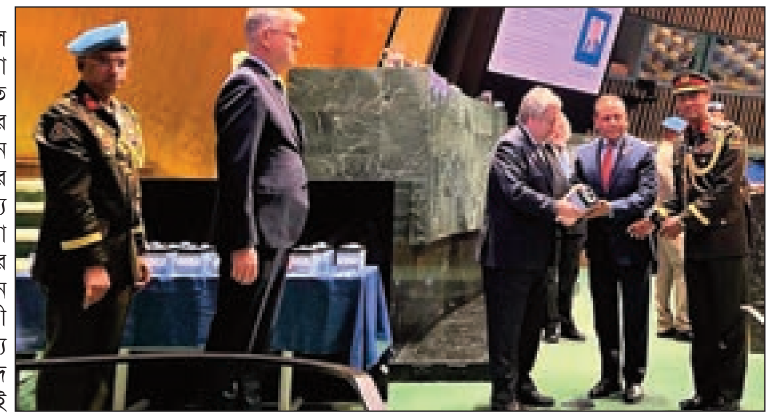

এটর্নী মঈন চৌধুরী 'প্রবাস-বন্ধু' খেতাবে ভুষিত

(শেষের পাতার পর)

নিরন্তরভাবে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীকে এ খেতাব দিলো স্টেট অ্যাসেম্বলী। গত ২০ মে শনিবার নিউইয়র্কে 'এশিয়ান-আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডারস হেরিটেজ মাস' উপলক্ষে বহুজাতিক এক সমাবেশে 'প্রবাস-বন্ধু' খেতাব সম্বলিত বিশেষ ঘোষণা পত্রটি ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এটর্নি মঈন চৌধুরীকে হস্তান্তর করেন স্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান স্টিভেন রাগা।

উল্লেখ্য, এর কয়েক বছর আগে এটর্নী মঈন চৌধুরীকে উদীয়মান কমিউনিটির পাশে সরব থাকার জন্যে 'কংগ্রেসনাল প্রক্লেমেশন' প্রদান করা হয়। এশিয়ান-আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার হেরিটেজ মাস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজক সংগঠনের মধ্যে ছিল

ইউনাইটেড শেরপা এসোসিয়েশন, এপেক্স ফর ইয়ুথ, দেশীজ রাইজিং আপ এ্যান্ড মুভিং, এশিয়ান আমেরিকান ফর ইক্যুয়ালিটি, কোয়ালিশন ফর এশিয়ান আমেরিকান চিল্ড্রেন এ্যান্ড ফ্যামিলিজ, মেট্রপ্লাস, এশিয়ান আমেরিকান ফেডারেশন, থাই ইউএসএ এবং অধিকার। সমাবেশে এশিয়ান আমেরিকানদের কল্যাণে অবদানের জন্যে লিগ্যাল এইড সোসাইটির প্রধান নির্বাহী টেইলা কার্টার, ফিলিপাইন আমেরিকান কমিউনিটির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল জুলিয়েট অননোয়েভা-পায়াবায়াবকেও বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সমাবেশের বক্তারা দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন, ভাগ্য গড়ার দেশে এসে অনৈক্য বাড়ালে চলবে না। সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এশিয়ান হিসেবে, তাহলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে। এটর্নী মঈন চৌধুরী এই সম্মাননা গ্রহণের অনুভূতি ব্যক্তকালে বলেন, এশিয়ান হিসেবে আমরা যতবেশী সংঘবদ্ধ থাকতে পারবো, ততোই সুফল আসবে প্রতিটি কমিউনিটিতে। কারণ ৪৮টি দেশ এবং ৩টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত এশিয়ান আমেরিকান এন্ড প্যাসিফিক আইল্যান্ডারস, তাই আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি তাহলে সবকিছুতে আমরা জয়ী হতে পারবো। বহুজাতিক এ সমাজেও আমাদেরকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

সমাবেশে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীর পক্ষে স্টিভেন রাগা বলেন, অভিবাসীগণের রক্তে মাংসে গড়ে উঠা আমেরিকা সবসময়ই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আর যেকোন অধিকার আদায়ে ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। তিনি এশিয়ান আমেরিকানদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

জ্যাকসন হাইটসে জিহানের আঁকা বাংলাদেশ ম্যুরাল

(শেষের পাতার পর)

সেন্টার, ইউএস ওপেন স্টেডিয়াম সহ বহুজাতিক নিউইয়র্ক নগরীর বড় বড় স্থাপনায় শোভা পাচ্ছে তার আঁকা দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল। সম্প্রতি বাংলাদেশী আমেরিকান ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে জিহানের আঁকা বাংলাদেশ ম্যুরাল ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে কমিউনিটিতে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠির মানুষের পদচারণায় সবসময় মুখরিত থাকে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজা।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র ডি ব্লাজিওর সময়কালে নির্মিত ডাইভারসিটি প্লাজা নানা কারণেই অভিবাসী বাংলাদেশীদের নিকট হয়ে উঠেছে আকর্ষনীয়। ছোট ছোট সভা-সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অবসর সময় কাটানোর জন্য এই পার্কটিকে অধিকতর সুন্দর ও আকর্ষনীয় করতে স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও সিটি প্রশাসনের একটি উদ্যোগ ছিলো বরাবরই। সেই উদ্যোগটি সফল হয়েছে জিহান ওয়াজেদ'র শিল্পকর্ম বাংলাদেশ ম্যুরাল এর মধ্য দিয়ে। ডাইভারসিটি প্লাজার দক্ষিণের মুনলাইট গ্রিল রেস্টুরেন্ট ভবনটির প্রশস্থ দেয়ালে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ ম্যুরাল। পাল্টে গেছে স্থানটির চেহারা। অর্থ প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড, স্থানীয় সিটি কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান ও রেস্টুরেন্ট মালিক মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরীর সম্মিলিত ভূমিকা রয়েছে বাংলাদেশ ম্যুরাল নির্মাণের নেপথ্যে।

গত ১৯ মে শুক্রবার অপরাহ্নে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশ ম্যুরাল উদ্বোধন করেন সিটি কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান। 'সেলিব্রেশন অব ডাইভারসিটি: মেমোরি অব বাংলাদেশ' নামের ম্যুরালটি ফিতা কেটে উদ্বোধন করার সময় শিল্পী জিহান ওয়াজেদ, মূর্যালের স্পন্সরকারী প্রতিষ্ঠান ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড কর্মকর্তা নওশীন খান সহ নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলী মেম্বার মিঃ রাগাহ, সহ বিভিন্ন কমিউনিটির সাংবাদিক ও উৎসুক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জ্যাকসন হাইটসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অংকিত ম্যুরালটিতে বাংলাদেশের চিরায়ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তুলে ধরেছেন জিহান ওয়াজেদ। বাংলাদেশের রূপ, গন্ধ সুষমার ছোঁয়া রয়েছে ম্যুরালটিতে। ভাসমান নৌকা থেকে ঝিলের পানিতে ফুটন্ত জাতীয় ফুল শাপলা তুলছে এক তরুণী। গ্রাম-বাংলার এমন দৃশ্য আপ্লুত করছে অনেককেই। উদ্বোধনের পর প্রতিদিনই অসংখ্য মানুষ ভীড় করছেন ম্যুরালটি দেখতে। অনেকে ছবি তুলে সাটছেন ফেসবুকে।

ম্যুরালটির উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, শিল্পী জিহান ওয়াজেদ, ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড'র কর্মকর্তা নওশীন খান, কান্ট্রি ম্যানেজার রিমি রশীদ, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান স্টিভেন রাগাহ, অ্যাসেম্বলী ওম্যান জেসিকা রোজাস, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ। শেখর কৃষ্ণান শিল্পী জিহান ওয়াজেদ'র শিল্প কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ডাইভারসিটি প্লাজার এ মূর্যালটি যেমন জ্যাকসন হাইটস এলাকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে তেমনি সমৃদ্ধ করেছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিকে। ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড এবং মাসুম চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

জিহান ওয়াজেদ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, বাংলাদেশ ম্যুরালটি তার অন্যান্য ম্যুরালের তুলনায় ব্যতিক্রমী একটি সৃষ্টি। তিনি বলেন, বাংলাদেশী আমেরিকান হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত এ ম্যুরালটি জ্যাকসন হাইটসের মতো জায়গায় আঁকতে পেরে। এই ম্যুরালের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশের প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও স্মৃতি ধরে রাখার প্রয়াস পাবো বলে মন্তব্য করেন জিহান।

নওশীন খান জিহানকে সৃষ্টিশীল শিল্পী বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ম্যুরাল নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। রিমা রশীদ বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিকে কাছাকাছি আনতে এবং আমাদের সংস্কৃতিকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে ধরতে এটি একটি উদ্যোগ। অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগাহ বাংলাদেশ ম্যুরালের প্রশংসা করেন। নিউইয়র্কে ভবিষ্যতে এধরণের শিল্পকর্মকে আরো উৎসাহিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট মোফাজ্জল হোসেন বলেন, বাংলাদেশী আমেরিকান নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি জিহান ওয়াজেদ। আমাদের প্রথম প্রজন্মের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্মৃতি ধরে রাখতে ম্যুরালটি ভূমিকা রাখবে উল্লেখ করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে উচ্ছসিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকালে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন-জিবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ বলেন, জিহান ওয়াজেদ'র বাংলাদেশ ম্যুরালটির জন্য আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। তার এ শিল্পকর্ম জ্যাকসন হাইটস এলাকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেছে। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের সাউথ এশিয়ান উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান এধরণের কাজে সিটির সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান। মুন লাইট গ্রীল রেস্টুরেন্ট'র স্বত্বাধিকারী মাসুম চৌধুরী বাংলাদেশ ম্যুরালের অংশীদার হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করেন। তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় ফুল শাপলা এখন তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী ছাড়াও বিভিন্ন কমিউনিটির মিডিয়া'র সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য জিহান ওয়াজেদের স্টুডিও ম্যানহাটানের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে। তার অন্যতম শিল্প কর্মের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফিট দীর্ঘ ম্যুরাল 'ওয়েলকাম এস্টোরিয়া' মুর্যালটি অন্যতম। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন বরোতে বড় বড় মুরাল্য অঙ্কণ করেছেন জিহান ওয়াজেদ। মুর্যাল ছাড়াও নিউইয়র্কে ম্যানহাটানস্থ গ্যালারীতে তার বেশ কয়েকটি একক চিত্র প্রদর্শনী ব্যাপক সাড়া জাগায় মুলধারার দর্শকের মাঝে। মিকৌলে অনারি জিহান ওয়াজেদ বারুখ কলেজ থেকে পারসেপচুয়াল সাইকোলজিতে গ্রাজুয়েশন করলেও তার মনোযোগ একমাত্র ছবি আঁকায়। স্টুডিওতে ছবি আঁকার পাশাপাশি তার নিজস্ব স্টাইলে ম্যুরাল আঁকছেন দেয়ালে। কারণ তার প্রাথমিক আগ্রহ ছিল গ্রাফিটি আঁকায়। কিন্তু গ্রাফিটি আঁকা আইনসিদ্ধ নয়। তার গ্রাফিটি থেকেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন ম্যুরালের নিজস্ব ও নূতন ধারা। তার এই ধারাকে পছন্দ করছে শিল্পের শহর নিউইয়র্কেও শিল্পবোদ্ধারা। বিশেষ করে তার উজ্জ্বল অথচ শুদিং রঙের ব্যবহার, কার্ভ ও স্ট্রোক যে নতুন মাত্রা তৈরি কওে তার চূড়ান্ত প্রকাশ দৃষ্টি আকর্ষণীায়। এই সব ম্যুরালের দীর্ঘস্থায়ী মূল্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও অন্তত কিছুকাল তা চোখ ও হৃদয়কে প্রশান্তি দেবে বা চেতনায় দোলা দেবে। জিহান ওয়াজেদ তার কাজে সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই লাল এবং সবুজ পাশাপাশি ব্যবহার করেন। কেন করেন? সকলের কাছেই তা বোধগম্য। তাহলো এই লাল ও সবুজ বাংলাদেশের পতাকার রঙ। বাংলাদেশ তাই তার ম্যুরালে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। নিউইয়র্ক সিটিতে এইভাবেই জিহান বাংলাদেশীদের গর্বিত করে চলেছেন। নিউইয়র্ক সিটির হেলথ এন্ড হসপিটালস বিভাগ সম্প্রতি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালগুলোতে ম্যুরাল আঁকার জন্যে ১০ জন শিল্পীকে নির্বাচন করেছে। নির্বাচিতদের মধ্যে একজন শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। সিটির কুইন্সের হাসপাতালে মুর্যাল আঁকবেন জিহান। নিউইয়র্ক সিটি কেন্দ্রিক শিল্পী জিহান চিত্রাঙ্কন ছাড়াও ভাস্কর্য, কোরিওগ্রাফি এবং সৃজনশীল নতুন মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত। তিনি সিটির জ্যামাইকায় বেড়ে উঠেন। তার শিল্পকর্ম দেয়াল চিত্র ও নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তিনিই প্রথম অগ্রবর্তী বাস্তববাদী শিল্পী, যাকে হেলথ এন্ড হসপিটালস কমিউনিটি ম্যুরাল প্রকল্পের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

দেশী-বিদেশী সবার দৃষ্টি কেড়েছে

জ্যাকসন হাইটসে জিহানের আঁকা বাংলাদেশ ম্যুরাল

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নতুন প্রজন্মের শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। ওয়ার্ল্ড ট্রেড (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

আমেরিকার হোমিও ডোজ!

বাংলাদেশের সরকারকে জানানো হয়েছে ৩ মে, যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটনে। আর পাবলিকলি ঘোষণা করা হলো, প্রধানমন্ত্রী যখন কাতারে বললেন ট্রাম্পই তো এখনও (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

গভর্নর হোকুল ও মেয়র অ্যাডামস-এর দাবী

নিউইয়র্কে অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের কাজ দিতে হবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, নিউইয়র্কে হাজার হাজার নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে যাতে কাজ পাবেন নব্য অভিবাসীরা। গত ২১ মে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে তারা দুজনই অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের দ্রুত কাজের অনুমতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। এই মানুষগুলোই নিউইয়র্কের স্টেট পর্যায়ে কর্মীর অভাব পূরণ করতে পারবে, মত দেন মেয়র ও গভর্নর উভয়েই। ব্রুকলীনের ইন্ডাস্ট্রি সিটিতে ওই সংবাদ সম্মেলন হোকুল ও অ্যাডামস দু জনই অভিবাসীদের এই চাপ সামাল দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা চান। ব্যবসায়ী নেতা, (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

দুনিয়ার বন্ধুত্ব যেভাবে জান্নাত লাভে সহায়ক হবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভালো মানুষের সঙ্গে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

চিকিৎসকদের বেতন বাড়বে ১৮%

এলমহার্স্ট হাসপাতালের ধর্মঘট প্রত্যাহার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ৫ দিনের টানা ধর্মঘট ডাক দিলেও তৃতীয় দিনে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন কুইন্সের এলমহার্স্ট হাসপাতালের চিকিৎসকরা। গত ২৪ মে বুধবার ধর্মঘট প্রত্যাহার করে এই চিকিৎসকরা। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চিকিৎসায় ফিরে যান তারা। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মাউন্ট সিনাই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের চুক্তি সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। নতুন চুক্তি হলে এখানকার আবাসিক চিকিৎসকদের বেতন ১৮ শতাংশ বাড়ানো হবে। তবে তা আগামী তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে তা (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

শামসুল ইসলাম মজনু জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি শামসুল ইসলাম মজনু-কে সম্প্রতি জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

খেলার খবর

একে একে ক্যাম্প ছাড়ছেন নারী ফুটবলাররা

স্পোর্টস ডেস্ক: সিরাত জাহান স্বপ্নার পর এবার বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ক্যাম্প ছাড়লেন সাফ চ্যাম্পিয়ন দলের আরেক সদস্য আঁখি খাতুন। তিনি জাতীয় দলের ক্যাম্প (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

এটর্নী মঈন চৌধুরী 'প্রবাস-বন্ধু' খেতাবে ভুষিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী আমেরিকান এটর্নী মঈন চৌধুরীকে 'প্রবাস-বন্ধু' খেতাব দিয়েছে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী। অভিবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণে আইনগত লড়াইয়ের পাশাপাশি কমিউনিটির অগ্রগতিতে (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

বৃহত্তর সিলেট গণদাবী পরিষদ ইউএসএ'র নতুন কমিটি

ছানু সভাপতি ও ফয়ছল সাধারণ সম্পাদক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে বৃহত্তর সিলেট গণদাবী পরিষদ ইউএসএ'র নির্বাচন-২০২৩ শেষে নতুন কমিটির নাম ঘোষণা ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২০ মে রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের চাইনিজে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের প্রধান নির্বাচন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলথ টিপস

ফ্রিজে খাবার নিরাপদ রাখুন

শারমিন রহমান: রেফ্রিজারেটর যেকোন পরিবারের খাদ্যাভাসের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। শুধু তাই না, পরিবারের সদস্যদের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

আলবেনীতে বাগ'র লেজিসলেটিভ ডে-তে

নতুন মুখ-নতুন প্রজন্মের নতুন অভিজ্ঞতা

আলবেনী থেকে ফিরে সালাহউদ্দিন আহমেদ: বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ)-এর নবম লেজিসলেটিভ ডে-তে নতুন মুখ আর নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে তাদের নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়েছে। মূলধারার রাজনীতি তথা আমেরিকান রাজনীতি কিভাবে পরিচালিত হয়, স্টেটের অ্যাসেম্বলী ও সিনেট অধিবেশনে কি হয়, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

বিশ্ব চলচ্চিত্র : কানেও নারী নির্মাতার জয়গান

কে.এম লতিফুল হক ও মনজুরুল আলম: মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে রেকর্ড সাত নারী নির্মাতার সিনেমা। স্বর্ণপাম যেকোনো নারী নির্মাতার হাতেই উঠতে যাচ্ছে, অনেক সমালোচকই তা (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ব্রুকলীনের পথমেলায় আবু জাফর মাহমুদ

আমেরিকান বাংলাদেশীদের মাঝে আমরা গৌরবের মাইলফলক গড়েছি

নিউইয়র্ক: ব্রুকলীনের চার্চ এভিনিউতে প্রায় ত্রিশ হাজার বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বর্ণাঢ্য পথমেলা। ২১ মে রোববার বাংলাদেশী-আরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি ও এনওয়াইপিডি'র (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave, 2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE POARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com